বিজ্ঞাপন।

বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং টালা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বনমালী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই উভয়ই অতি বিচক্ষণ এবং বিদ্বজ্জন সম্মান দানৈক নিকেতন স্বধর্ম্ম সংস্থাপনে প্রফুল্ল চেতন জন্য অবিরত বিবিধ পণ্ডিত মণ্ডলী সহিত সুবিচার জনিত বিবিধ শাস্ত্র মর্ম্মাভিজ্ঞ হইয়া মৎ সন্নিধানে ইত্যাকার আদেশ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, হে ভট্টাচার্য্য মহাশয়! হিন্দুশাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ হইয়াও অতি বিস্তারিত এবং অতি সুকঠিন প্রযুক্ত সহসা তাহার মর্ম্মার্থ জ্ঞানগম্য না হওয়াতে হিন্দুধর্ম্ম লুপ্ত হওয়ার প্রকরণ হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে অনায়াসে সকল বিষয় জ্ঞানগম্য হয় আপনি তদনুসারে এক গ্রন্থ নির্ব্বচন করিলে উক্ত শাস্ত্রের সম্মান রক্ষা পায়। অতএব আমি তাঁহাদিগের সহকারিতানুসারে সর্ব্ব সাধারণজ্ঞানোদয় উদ্দেশে বহুতর ক্লেশে নানা শাস্ত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক নানা শাস্ত্রাভিপ্রেত পরমার্থ প্রয়োজক বাক্যাবলী উদ্ধার করণানন্তর অতি সংক্ষেপে কাণ্ড চতুষ্টয় সন্নিষ্ট এবং ঈশ্বর বিপ্রতিপন্ন নাস্তিক নিরাকরণ বাক্য সন্নিষ্ট তত্ত্বোপদেশ নামক গ্রন্থ রচনা পূর্ব্বক বঙ্গভাষা দ্বারা তদর্থ প্রকাশ করিয়াছি; উক্ত কাণ্ড মধ্যে প্রথম কর্ম্মকাণ্ড। দ্বিতীয় জ্ঞানকাণ্ড, তৃতীয় ব্রহ্মকাণ্ড, চতুর্থ মুক্তিকাণ্ড নিয়মিত হইয়াছে; কর্ম্মকাণ্ডে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত কালাবধি কোন্ কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ কর্ম্ম

কিরূপে হিন্দুদিগের কর্ত্তব্য তাহা সপ্রমাণ লিখিত আছে। জ্ঞানকাণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান এবং সপ্ত পদার্থ কীদৃশ তাহা লিখিত আছে, ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্ম লক্ষণ, মুক্তিকাণ্ডে জীবন্মুক্তি এবং নির্ব্বাণ মুক্তির লক্ষণ এবং তাহাতে অধিকারী অনধিকারীর লক্ষণ লিখিত আছে সর্ব্বশেষে বৌদ্ধের সহিত তার্কিকাদি পণ্ডিতগণের বিচার এবং বৌদ্ধ পরাজয়ের হেতু লিখিত আছে। অতএব আমার সবিনয় প্রার্থনা এই যে, ইষ্টনিষ্ঠাবিশিষ্ট মান্য গণ্য বরেণ্য মহাশয়েরা এতচ্ছাস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক তাবদ্বিষয় দর্শন করিয়া অস্মদীয় অভিলাষ পূরণ করুন।

শ্রীচন্দ্রমণি শর্ম্মণঃ।

৭ই ফাল্গুন।

নির্ঘণ্ট পত্র।

তত্ত্বোপদেশ।

ঈশ্বরবন্দনা।

প্রণমামি বিশ্বগামী নিত্য সচেতন।
ভক্তি ধর মুক্তি কর সত্য নিকেতন॥
ত্রিভুবন উৎপাদন রক্ষণ হারণ।
দীন জন দৈন্য গণ উচ্ছেদকারণ॥
অবিরত অনুগত সর্ব্বজনধন।
সর্ব্বগর্ব্ব খর্ব্ব হেতু ভুবনজীবন॥
তত্ত্ব জ্ঞান নিকেতন নয়ন অঞ্জন।
নিরাকার নির্ব্বিকার নিত্য নিরঞ্জন॥
কতি কতি ক্ষিতি বিধি সৃষ্টি স্থিতি কর।
বিশ্বম্ভর রূপ ধর অতি মনোহর॥
দুর্জ্জন সজ্জন আদি সর্ব্ব চরাচর।
সুবিজ্ঞান পরিত্রাণহেতু সুরেশ্বর॥
সুমতি দুর্ম্মতি ভীতি স্তুতি সর্ব্বকর।
হংসারূঢ় চতুষ্কর চতুর্ম্মুখ ধর॥
খগচর নগধর সুর মুরহর।
শান্তবক্তু শঙ্খচক্র গদাপদ্ম ধর॥
বৃষারূঢ় সর্পধর দিব্য জটাধারী।
পঞ্চবক্তু শুভ্রগাত্র ত্রিপুরসংহারী॥

নিরংশ দানববংশ কংস ধ্বংস কারী।
ভুবন সজ্জন গণ হৃদয় বিহারী ॥
খরতর বরশর দশানন হারী।
সুরবর পরনর সুরোত্তম কারী ॥
দুর্জ্জন বারণ গণ রাবন কেশরী।
সর্ব্বভূপ সর্ব্বরূপ সর্ব্বদা শ্রীহরি ॥
রজ আদি গুণযুক্ত সর্ব্ব দয়াময়।
সর্ব্ব গতি সর্ব্ব মতি সৃষ্টি স্থিতি লয় ॥
সুকৃতি দুষ্কৃতি মতি প্রদান নিলয়।
পঞ্চীকৃত বহির্ভূত অর্দ্ধ শক্তি ময় ॥
শিষ্ট ইষ্ট সিদ্ধিকর সর্ব্বগুণ ময়।
ঝটিতি দুরিত কৃতি মতি কর ক্ষয় ॥
চন্দ্রমণি বিপ্রবাণী করিয়া বিনয়।
গ্রন্থ বিরচনে শীঘ্র কর সুনির্ভয় ॥

তত্ত্বোপদেশ।

গ্রন্থের মর্ম্ম।

তর্ক পরিজ্ঞান হেতু তত্ত্ববুদ্ধি হয়।
পুরাণাদি নানাবিধ শাস্ত্রেতে উদয়॥
প্রত্যক্ষানুমান আদি খণ্ড চতুষ্টয়।
জ্ঞান হেতু মুনিগণ সর্ব্ব দিগ্বিজয়॥
প্রথমাদি খণ্ডত্রয়ে হ্রদ বহ্নি ধূম।
আধেয়ত্ব বিষয়ত্ব পর্ব্বত নির্ধূম॥
ঘট পট জ্ঞান হেতু বাক্য নিরন্তর।
ঈশ্বর প্রসঙ্গ মাত্র নাহি তদন্তর॥
অবশিষ্ট শব্দ খণ্ড গ্রন্থ কতিপয়।
বিশেষিয়া পরিজ্ঞানে হয় সর্ব্ব জয়॥
কিন্তু সেই সুকঠিন গ্রন্থ অতিশয়।
অতি ধীর মানবের বুদ্ধিগম্য হয়॥
এক গ্রন্থ মধ্যগত ব্রহ্ম নিরূপণ।
বিস্তারিত প্রকাশিত ঈশ্বর সাধন॥
অন্য গ্রন্থ মধ্য গত মুক্তি পরিচয়।
তাহার শ্রবণে গুণিগণ ভীত হয়॥
পুরাণাদি শাস্ত্রগত ইত্যাকার রীতি।
অতি সুধীমানবের হয় মনো রতি॥

অল্প বুদ্ধি মানবের সেই শাস্ত্র জ্ঞান।
অসম্ভব সম্ভব হয় কিরূপে বিজ্ঞান॥
এই রূপে নানা রূপে করিয়া বিচার।
শাস্ত্রের পরম তত্ত্ব করিয়া উদ্ধার॥
তত্ত্বোপদেশ নামক গ্রন্থ বিরচনে।
সুযাত্নিক হইলাম সংক্ষিপ্ত বচনে॥
প্রাথমিক কর্ম্মকাণ্ড করিয়া জ্ঞাপন।
দ্বিতীয় খণ্ডেতে জ্ঞানকাণ্ড নির্ব্বচন॥
তৃতীয় খণ্ডেতে ব্রহ্ম কাণ্ড চমৎকার।
চতুর্থ খণ্ডেতে মুক্তি কাণ্ড সর্ব্বসার॥
যদি অতি গুণ হীন জন নিবন্ধন।
কৃতি সাধ্য নাহি মম গ্রন্থ বিরচন॥
শক্তি রূপে করিলেক ঈশ্বর বর্ণন।
সেই পুণ্যে সম্ভাবিত বাঞ্ছিত সাধন॥
গুণি জন গণ স্থানে এই নিবেদন।
নিজগুণ নিবন্ধন করিয়া গ্রহণ॥
পূর্ব্বপর সর্ব্ববর্ণ করিয়া দর্শন।
নিজ গুণে করিবেন দোষ উদ্ধারণ॥

তত্ত্বোপদেশ।

গ্রন্থারম্ভ।

ওঁ নমঃ কৃষ্ণায় মহতে সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে।
ত্রিজগত্ত্রাণবীজায় কল্পবৃক্ষনিভায় চ॥

মহাত্মা অর্থাৎ বিচিত্রশক্তিযুক্ত সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারী অর্থাৎ রজো গুণ দ্বারা জগতের সৃষ্টির, সত্ত্ব গুণ দ্বারা পালনের, তমোগুণ দ্বারা সংহারের কর্ত্তা ত্রিজগত্ত্রাণবীজ অর্থাৎ স্বর্গমর্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকের ত্রাণকারণ কল্পবৃক্ষনিভ অর্থাৎ কল্পবৃক্ষ প্রায় সকল ব্যক্তির অভিলাষ পূরণকর্ত্তা, এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি।

প্রণম্য পরমাত্মানং সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কং।
শ্রিয়াচন্দ্রমণিখ্যাত ন্যায়ভূষণভূসুরঃ॥
শাস্ত্রাণাং সারমুদ্ধৃত্য সংক্ষেপেণ বিশেষতঃ।
তত্ত্বোপদেশং সম্বক্তি তত্ত্বজ্ঞানপ্রযোজকং॥

সকল অভীষ্টদায়ক পরমেশ্বর উদ্দেশে নমস্কার করণানন্তর শ্রীচন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ অনেক শাস্ত্রের সারোদ্ধার পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান প্রযোজক তত্ত্বোপদেশ গ্রন্থ রচনা করিতেছেন।

কর্ম্মাপবর্গ প্রতিপাদনায় ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিবোধনায়।
তত্ত্বপ্রবোধায় চ মন্দবুদ্ধেগ্রন্থঃ প্রযত্নেন সমুচ্যতেয়ং॥

অল্পবুদ্ধি মানবগণের নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মজ্ঞান এবং তত্ত্ব-জ্ঞান এবং ব্রহ্মজ্ঞান এবং মোক্ষজ্ঞান উদ্দেশে এই গ্রন্থ নির্ব্বাচ্য হইতেছে।

গ্রন্থস্য প্রথমে ভাগে কর্ম্মকাণ্ডঃ প্রগদ্যতে।
দ্বিতীয়ে জ্ঞানকাণ্ডস্তু ব্রহ্মকাণ্ডস্তৃতীয়কে॥
চতুর্থে মুক্তিকাণ্ডস্তু পরিজ্ঞেয়ো বিশেষতঃ।
অন্যৎ সর্ব্বং প্রসঙ্গেন বিজ্ঞেয়ং গ্রন্থবাক্যতঃ॥

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ভাগে জ্ঞানকাণ্ড, তৃতীয় ভাগে ব্রহ্মকাণ্ড, চতুর্থ ভাগে মুক্তিকাণ্ড, নির্ব্বচনীয় হইতেছে। অন্য বিষয়ও অনেক প্রকার প্রসঙ্গাধীন জ্ঞানগোচর হইবে।

তন্ত্রোপদেশ।

কর্ম্মকাণ্ড।

লোকেস্মিন্ কীদৃশং কর্ম্ম মানবানাং হিতপ্রদং।
কিম্বা নিষ্টপ্রদং কর্ম্ম বদ ধর্ম্মপরায়ণ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা। হেধর্ম্মপরায়ণ! ইহলোকে কোন্ কর্ম্ম মানবদিগের ইষ্টদায়ক কোন্ কর্ম্ম বা অনিষ্টদায়ক তাহা আপনি আমার সন্নিধানে কহিতে যোগ্য হয়েন।

বেদাদিবিহিতং কর্ম্ম লোকানামিষ্টদায়কং।
তদ্বিরুদ্ধং ভবেত্তেষাং সর্ব্বদা নিষ্টদায়কং॥

গুরু প্রত্যুত্তর করিতেছেন।

বেদ এবং পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিত যেকর্ম্ম সে মানবদিগের ইষ্টদায়ক। তদ্বিরুদ্ধ যেকর্ম্ম সে তাহাদিগের সর্ব্বদাই অনিষ্ট-দায়ক।

অতএবোক্তং স্মৃতিশাস্ত্রে—
"বিহিত ক্রিয়য়াসাধ্যো ধর্ম্মঃপুংসাংগুণোমতঃ।
প্রতিষিদ্ধ ক্রিয়াসাধ্যঃ সগুণোঽধর্ম্মউচ্যতে॥"

স্মৃতিশাস্ত্রে কহিয়াছেন। বেদাদি বিহিত ক্রিয়াজন্য যে পুরু-ষের গুণ সে ধর্ম্ম। বেদাদি নিষিদ্ধ ক্রিয়াজন্য যে পুরুষের গুণ সে অধর্ম্ম।

জৈমিনিসূত্রে—"কোধর্ম্মো যো ভ্যুপেয়ায়।
কো ঽধর্ম্মো যোনভ্যুপেয়ায়।"

ধর্ম্মাধর্ম্মের সুখদুঃখ সাধকত্ব জৈমিনিসূত্রে কহিয়াছেন—ধর্ম্ম কি যে সুখের নিমিত্তে উৎপন্ন হয়। অধর্ম্ম কি যে দুঃখের নিমিত্তে উৎপন্ন হয়।

সুখ দুঃখযোরিষ্টানিষ্টত্বংদর্শয়তিভাষাপরিচ্ছেদে—
"সুখন্তু জগতামেবকাম্যংধর্ম্মেণজন্যতে।
অধর্ম্মজন্যং দুঃখংস্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাং॥"

ভাষাপরিচ্ছেদে সুখ দুঃখের ইষ্টত্বানিষ্টত্ব দর্শন করাইতেছেন। ধর্ম্ম জন্য যে সুখ সে জগতেরই কাম্য অর্থাৎ জীবমাত্রেরই অভিলাষসিদ্ধ এবং অধর্ম্ম জন্য যে দুঃখ সে জীবমাত্রেরই প্রতিকূল অর্থাৎ দ্বেষসিদ্ধ।

বেদাদিবিহিতং কর্ম্মকীদৃশং কথ্যতেবুধৈঃ।
কীদৃশংবাভবেৎকর্ম্মতদ্বিরুদ্ধংবদদ্রুতং॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে ধর্ম্মপরায়ণ! পণ্ডিত বর্গে কোন্ কর্ম্মকে বেদাদি বিহিত নির্ব্বচন করিয়াছেন। কোন্ কর্ম্ম বা বেদাদিবিরুদ্ধ তাহা আপনি কহিতে যোগ্য হয়েন।

উচ্যতে।
বেদাদিবিহিতংকর্ম্মত্রিবিধংপরিকীর্ত্তিতং।
নিত্যংনৈমিত্তিকংকাম্যংব্যক্তংশাস্ত্রপ্রদর্শিভিঃ॥

গুরু প্রত্যুত্তর করিতেছেন। বেদাদি বিহিত কর্ম্ম ত্রিবিধ নিত্যকর্ম্ম এবং নৈমিত্তিককর্ম্ম এবং কাম্যকর্ম্ম ইহা শাস্ত্রজ্ঞগণকর্ত্তৃক ব্যক্ত আছে॥

নিত্যলক্ষণমাহ তত্ত্ববিচারে—
"যস্যাকরণজন্যংস্যাদ্দুরিতং নিত্যমেবতৎ।
প্রাতঃকৃত্যাদিকং তাত শ্রাদ্ধাদি পিতৃতর্পণং॥"

নিত্যের লক্ষণ তত্ত্ববিচারে কহিয়াছেন। যেই কর্ম্মের অকরণে

প্রত্যবায় জন্মে সে নিত্য কর্ম্ম; যথা প্রাতঃকৃত্য, প্রাতঃসন্ধ্যা, পিতৃ-শ্রাদ্ধ, পিতৃতর্পণ ইত্যাদি।

নিত্যংস্যাদ্দ্বিবিধং কর্ম্ম ক্রিয়মানং দিনে দিনে।
কিয়দেবাপরং কর্ম্ম ক্রিয়মানং ক্বচিৎক্বচিৎ॥

নিত্যকর্ম্ম দ্বিবিধ; তন্মধ্যে কোন কোন কর্ম্ম প্রতিদিবসে কর্ত্তব্য। কোন কোন কর্ম্ম দিনবিশেষে কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণাদ্যৈর্ভবেৎকর্ম্ম যৎ কর্ত্তব্যং দিনে দিনে।
যামার্দ্ধে যত্র যেনৈতদ্বক্ষ্যে সংক্ষিপ্তবাক্যতঃ॥

যাম শব্দে প্রহর, তাহার অর্দ্ধে একযামার্দ্ধ, প্রতিদিবসে উক্ত যেই যামার্দ্ধে ব্রাহ্মণাদির যেইরূপে যেই কর্ম্ম কর্ত্তব্য হয়, তাহা আমি অতি অল্পাক্ষর দ্বারা নির্ব্বচন করিতেছি।

তত্র প্রথমং ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তক্রিয়া।
তথাচোক্তংব্রহ্মপুরাণে।
"ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে বুদ্ধ্যেত স্মরেদ্দেববরান্ ঋষীন্।
ব্রহ্মা মুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ। গুরুশ্চশুক্রঃশনিরাহুকেতুঃ কুর্ব্বন্তুসর্ব্বে মম সুপ্রভাতং॥" ইতিপঠেৎ।

প্রথম ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তক্রিয়া করিতে হয়। তাহা ব্রহ্মপুরাণে কহিয়াছেন। ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তকালে অর্থাৎ রাত্রির শেষযামার্দ্ধে দেবশ্রেষ্ঠগণের এবং ঋষিগণের স্মরণ করিবে, তদনন্তর ব্রহ্মামুরারি স্ত্রিপুরান্তকারী ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবে।

ততশ্চ। প্রাতঃশিরসিশুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজংগুরুং।
প্রসন্নবদনংশান্তংস্মরেত্তন্নামপূর্ব্বকং॥

তদনন্তর শিরঃস্থিত যে শুক্ল পদ্ম তাহাতে অবস্থিত যে দ্বি-

নেত্র এবং দ্বিভুজ, এবং প্রসন্নবদন, এবং শান্ত অর্থাৎ বিষয়ে উৎকটেচ্ছারহিত গুরু তাঁহাকে স্মরণ করিবে।

ততশ্চ। শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাসং শুদ্ধক্ষৌমবিরাজিতং।
গন্ধানুলেপনং শান্তং বরাভয়করাম্বুজং॥
স্বরামস্থিতয়া শক্ত্যা ধৃতচারুকলেবরং।
পূর্ণানন্দরসোল্লাসং লোচনদ্বয়পঙ্কজং॥
ইতি ধ্যাত্বামানসোপচারৈঃ পূজয়েৎ যথা মূলমুচ্চার্য্য ইমং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং অমুকানন্দনাথায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি। এবং আকাশাত্মকং পুষ্পং এবং বায়াত্মকং ধূপং বহ্ন্যাত্মকং দীপং জলাত্মকং নৈবেদ্যঞ্চ দদ্যাৎ।

তদনন্তর শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাসং শুদ্ধক্ষৌমবিরাজিতং ইত্যাদি রূপ ধ্যান করিবে। তদনন্তর গুরুমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ইমং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং অমুকানন্দনাথায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি এবং ইদং আকাশাত্মকং পুষ্পং ইমং বায়াত্মকং ধূপং ইমং বহ্ন্যাত্মকং দীপং ইদং জলাত্মকং নৈবেদ্যং অমুকানন্দনাথায় শ্রীগুরবে সমর্পয়ামি ইত্যাকার মানস পূজা করিবে।

ততো যথাশক্তি জপ্ত্বা জপং সমাপ্য
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবেনমঃ॥
ইতি নমস্কুর্য্যাৎ।

তদনন্তর গুরুমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। জপ সমাপনপূর্ব্বক অখণ্ডমণ্ডলাকারং ইত্যাদি মন্ত্রপূর্ব্বক নমস্কার করিবে।

ততশ্চ। নমোস্তু গুরবেতুভ্য মিষ্টদেবস্বরূপিণে।

যস্য বাক্যামৃতংহন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞকং ॥
ইতিপঠেৎ।

তদনন্তর নমোস্তু গুরবে তুভ্যমিষ্টদেবস্বরূপিণে ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবে।

ততশ্চ। অহং দেবোনচান্যোস্মিব্রহ্মৈবাস্মি নশোক-ভাক্। সচ্চিদানন্দরূপোহংনিত্যমুক্তস্বভাববান ॥
ইতিপঠেৎ।

তদনন্তর অহং দেবোনচান্যোস্মি ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবে।

ততশ্চ। লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব। প্রাতঃ সমুত্থায় তবপ্রিয়ার্থংসংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥

তদনন্তর লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবে।

ততশ্চ। জানামি ধর্ম্মংনচমে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোস্মি তথাকরোমি॥ ইতি পঠিত্বা প্রিয়দত্তা-য়ৈভুবেনমঃ ইত্যনেন প্রথমং দক্ষিণপাদং ভূমৌ বিন্যস্য বহির্নিঃসরেৎ।

তদনন্তর জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ ইত্যাদি শ্লোক পাঠা-নন্তর প্রিয়দত্তায়ৈভুবে নমঃ ইত্যাকার মন্ত্রদ্বারা প্রথম ভূমিতে দক্ষিণপাদ ক্ষেপণপূর্ব্বক বহির্ভাগে গমন করিবে। ইত্যাকার প্রাতঃকৃত্য চতুর্ব্বর্ণেরই কর্ত্তব্য।

অথবিন্মূত্রোৎসর্গঃ। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—
"নিদ্রাংজহ্যাদ্দ্বিজঃ শ্রীরাম নিত্যমেবারুণোদয়ে।

বেগোৎসর্গং ততঃকৃত্বাদন্তধাবনপূর্ব্বকং।
স্নানংসমাচরেৎপ্রাতঃসর্ব্বকল্মষনাশনং॥”

তদনন্তর মলমূত্র ত্যাগ কর্ত্তব্য। অতএব বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কহিতেছেন। গৃহী যেই ব্যক্তি সে প্রতিদিবসেই অরুণোদয় কালে প্রথম নিদ্রা ত্যাগ করিবে, তদনন্তর প্রাতঃকৃত্যাদি করণ পূর্ব্বক মলমূত্র ত্যাগ করিবে, তদনন্তর দন্তধাবনপূর্ব্বক সর্ব্বপাপনাশক প্রাতঃস্নান করিবে।

বিণ্মূত্রোৎসর্গনিয়মমাহ যমঃ—
“কৃত্বাযজ্ঞোপবীতন্তু পৃষ্ঠতঃ কণ্ঠলম্বিতং।
বিণ্মূত্রেচ গৃহী কুর্য্যাদ্যদ্বাকর্ণে সমাহিতঃ॥”

মলমূত্র ত্যাগের নিয়ম যম কহিয়াছেন। গৃহী এবং যজ্ঞোপবীতধারি যেই ব্যক্তি সে যজ্ঞোপবীতকে পৃষ্ঠদেশে সংস্থাপন করিয়া কিম্বা কণ্ঠলম্বিত করিয়া কিম্বা কর্ণে ধারণ করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে।

তত্র দিঙ্‌নিয়মমাহ মনুঃ—
‘মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবাকুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।
দক্ষিণাভিমুখোরাত্রৌ সন্ধ্যয়োশ্চযথাদিবা॥”

মলমূত্র ত্যাগিদিগের নিয়ম মনু কহিয়াছেন সকল বর্ণই দিবাযোগে উত্তরাভিমুখ হইয়া, রাত্রিযোগে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া, সন্ধ্যাদ্বয়যোগে উত্তরাভিমুখ হইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবে।

অথশৌচং। তথাচঃ দেবলঃ—
“ধর্ম্মবিদ্দক্ষিণং হস্তমধঃশৌচে ন যোজয়েৎ।
তথৈব বামহস্তেন নাভেরূর্দ্ধং নশোধয়েৎ॥
প্রকৃতিস্থিতিরেষাস্যাৎ কারণাদুভয়ক্রিয়া।”

তদনন্তর শৌচক্রিয়া। তাহার নিয়ম দেবল কহিতেছেন। ধর্ম্মজ্ঞ যে ব্যক্তি সে অধোদেশের শৌচক্রিয়াতে দক্ষিণ হস্ত যোজন করিবে না, অর্থাৎ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা অধোদেশে শৌচক্রিয়া করিবে না, এবং বাম হস্ত দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধদেশ শোধন করিবে না, সুতরাং বামহস্ত দ্বারা অধোদেশের শৌচক্রিয়া করিবে, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নাভির ঊর্দ্ধদেশ শোধন করিবে, স্বভাবশরীরে এই নিয়ম, কারণাধীন উভয় ক্রিয়া অর্থাৎ রোগাদি দ্বারা অসমর্থ যেই ব্যক্তি, তাহার উভয়হস্ত দ্বারা শৌচাদি ক্রিয়াতেও নিয়ম ভঙ্গ হইবে না।

মৃদাং নিয়মমাহ মনুঃ—

"একা লিঙ্গে গুদে তিস্রস্তথা বামকরে দশ।
উভয়োঃ সপ্ত দাতব্যাস্তিস্রস্তিস্রঃপদে মৃদঃ॥"

শৌচ ক্রিয়াতে মনু মৃত্তিকার নিয়ম কহিয়াছেন, লিঙ্গ দেশে একবার, গুহ্যদেশে তিনবার, বামহস্তে দশবার, দুই হস্তে সপ্তবার, প্রত্যেক পদে তিন তিন বার মৃত্তিকা দিবে।

অনুপনীতবিপ্রাদীনাং বিশেষমাহ ব্রহ্মপুরাণে—

"নযাবদুপনীয়েত বিপ্রঃ শূদ্রস্তথাঙ্গনা।
গন্ধলেপক্ষয়করং শৌচং তেষাং বিধীয়তে॥"

অনুপনীত ব্রাহ্মণাদির যে বিশেষ নিয়ম তাহা ব্রহ্মপুরাণে কহিয়াছেন অনুপনীত ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র এবং স্ত্রী এই সমস্তের গন্ধলেপক্ষয় কর শৌচ অর্থাৎ যাবৎকাল পর্য্যন্ত গন্ধ এবং লেপ পরিত্যাগ পায়, তাবৎ কাল পর্য্যন্তই শৌচ ক্রিয়া করিতে হয়।

ততশ্চ।

শৌচস্থানং শোধয়েৎ। তথাচ ঋষ্যশৃঙ্গঃ—

"যস্মিন্ স্থানে কৃতং শৌচং বারিণা তদ্ধি শোধয়েৎ।
ন শুদ্ধিস্তুভবেত্তস্য মৃত্তিকাংযো ন শোধয়েৎ॥"

তদনন্তর স্থান শুদ্ধি করিতে হয় তাহার হেতু ঋষ্যশৃঙ্গ কহিতে- ছেন। যেই স্থানে শৌচক্রিয়া করে সেই স্থান জল দ্বারা শুদ্ধ করি- বে কারণ যে ব্যক্তি শৌচস্থলীয় মৃত্তিকা শুদ্ধ না করে তাহার শুদ্ধি হয় না।

অথাচমনবিধিঃ। তথাচ দক্ষঃ—

"প্রক্ষাল্যপাণীপাদৌ চ গোকর্ণাকৃতিহস্ততঃ।
মাষমজ্জনমাত্রন্তু ত্রিঃ পিবেদম্বুবীক্ষিতং॥
সংবৃত্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিঃ প্রমৃজ্যাত্ততোমুখং।
সংহত্যাতিসৃভিঃপূর্ব্বমাস্যমেব মুপস্পৃশেৎ॥
অঙ্গুষ্ঠেনপ্রদেশিন্যা ঘ্রাণংপশ্চাদনন্তরং।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ চক্ষুঃ শ্রোত্রে পুনঃ পুনঃ॥
নাভিংকনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠেন হৃদয়ন্তু তলেনবৈ।
সর্ব্বাভিশ্চ শিরঃ পশ্চাদ্বাহুচাগ্রেণ সংস্পৃশেৎ॥"

তদনন্তর আচমন করিতে হয় তাহার প্রকার দক্ষ কহিতেছেন প্রথম হস্ত পাদ প্রক্ষালনানন্তর গোকর্ণাকৃতি হস্ত দ্বারা মাষমজ্জন- যোগ্য দৃষ্টজল তিনবার পান করিবে তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠমূলদ্বারা বারদ্বয় আবৃত মুখ মার্জ্জন করিবে তদনন্তর সংমীলিত তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অনামা দ্বারা মুখস্পর্শ করিবে তদনন্তর মীলিত অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী দ্বারা নাসাপুটদ্বয় স্পর্শ করিবে তদনন্তর মীলিত অঙ্গুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা চক্ষুর্দ্বয় এবং শ্রোত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে তদনন্তর মীলিত কনিষ্ঠ অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি স্পর্শ করিবে তদনন্তর হস্ততল দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে তদনন্তর সকল অঙ্গুলী দ্বারা শিরঃস্পর্শ করিবে তদনন্তর সকল অঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ করিবে। স্ত্রী শূদ্র অঙ্গুলীর অগ্রদ্বারা জলপান করিবে এই মাত্র বিশেষ।

তস্যবারনিয়মমাহ ব্রহ্মপুরাণং—

"হোমেভোজনকালে চ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি।
আচান্তঃপুনরাচামেদন্যত্রাপি সকৃৎসকৃৎ॥"

তাহার বার নিয়ম ব্রহ্মপুরাণে কহিতেছেন হোমকালীন এবং ভোজন কালীন এবং প্রাতঃ সন্ধ্যা সায়ংসন্ধ্যা কালীন একবার আচমনানন্তর পুনর্ব্বার আচমন করিবে অন্যান্য কর্ম্ম কালীন এক একবার আচমন করিবে।

অকরণে নিন্দাশ্রবণমাহ বায়ুপুরাণে—

"যঃ কর্ম্ম কুরুতে মোহাদনাচম্যৈব নাস্তিকঃ।
ভবন্তি হি বৃথা তস্য ক্রিয়াঃ সর্ব্বা নসংশয়ঃ॥"

আচমনের অকরণে নিন্দা শ্রবণ বায়ুপুরাণে কহিতেছেন যেই ব্যক্তি মোহক্রমেও আচমন ব্যতিরেকে বেদাদিবিহিত ক্রিয়া করে, তাহার তাবৎ ক্রিয়াই নিষ্ফলা হয় তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

স্মৃতিঃ—

"ক্ষুতে নিষ্ঠীবিতে সুপ্তে পরিধানেশ্রুপাতনে।
কর্ম্মস্থ এষু নাচামেদ্দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ॥"

কোন্ কোন্ কর্ম্ম আচমনব্যতিরেকে করিবে তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে কহিতেছেন ক্ষুতে অর্থাৎ হাচি হইলে নিষ্ঠীবিতে অর্থাৎ মুখ গত কফাদি ত্যাগ করিলে সুপ্তে অর্থাৎ নিদ্রার আবল্য হইলে এবং পরিধানে ও অশ্রুপাতনে কর্ম্মস্থ যে ব্যক্তি সে আচমন করিবে না কিন্তু দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে।

অত্র হেতু মাহ পরাশরঃ—

"প্রভাষাদীনিতীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।

বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে বসন্তি মনু রব্রবীৎ ॥”

দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শের হেতু পরাশর কহিয়াছেন প্রভাষাদি তাবৎ তীর্থ গঙ্গা যমুনা ইত্যাদি নদী এই সকলই ব্রাহ্মণের দক্ষিণ কর্ণে বাস করেন ইহা মনু কহিয়াছেন।

অথ দন্ত ধাবনং। তথাচ বৃদ্ধশাতাতপঃ—

“মুখেপর্য্যুষিতে নিত্যং ভবত্যপ্রযতো নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভক্ষযেদ্দন্তধাবনং ॥”

তদনন্তর দন্তধাবন করিবে প্রতিদিবসেই মুখপর্য্যুষিত হওয়াতে মনুষ্য অশুচি হয় অতএব তৎশান্ত্যর্থ সকল মানবই যত্নপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে।

তত্র কাষ্ঠ নিয়ম মাহ নারদঃ—

“আম্র পৈলাশ বিল্বানামপামার্গশিরীষয়োঃ।
বাগ্যতঃ প্রাতরুত্থায় ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং ॥”

দন্তধাবনে কাষ্ঠের নিয়ম নারদ কহিতেছেন আম্র এবং পৈলাশ অর্থাৎ আম্রাতক, বিল্ব, অপামার্গ, শিরীষ এই সকল বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা যত্নপূর্ব্বক বাগ্যত হইয়া দন্তধাবন করিবে।

নিষিদ্ধদিনমাহ মহাভারতে—

“উপবাসে তথাশ্রাদ্ধেপর্ব্বস্বপিচ বর্জয়েৎ ॥”

দন্তধাবনের নিষিদ্ধ দিন মহাভারতে ব্যক্ত হইতেছে উপবাস দিবসে এবং শ্রাদ্ধ দিবসে ও চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এই সকল পর্ব্বে দন্তধাবন করিবে না।

নরসিংহ পুরাণে—

“প্রতিপদ্দর্শ ষষ্ঠীষু নবম্যাঞ্চৈব সত্তমাঃ।
দন্তানাংকাষ্ঠসংযোগাদ্দহত্যাসপ্তমংকুলং ॥”

"অলাভেদন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধে তথা দিনে।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্ম্মুখশুদ্ধির্বিধীয়তে॥"

নরসিংহ পুরাণে পূর্ব্ব শ্লোকে কহিয়াছেন প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী এবং নবমী এই সকল তিথিতে দন্তে কাষ্ঠ সংযোগ করিলে সপ্তম কুল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়। পরের শ্লোকে কহিয়াছেন দন্তকাষ্ঠের অপ্রাপ্তে ও সকল নিষিদ্ধ দিবসে জলের দ্বাদশ গণ্ডূষ দ্বারা মুখের শুদ্ধি হয়।

শাতাতপঃ—
"প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাংদন্তধাবনং।
পত্রৈরন্যত্র কাষ্ঠৈশ্চ জিহ্বোল্লেখঃসদৈবহি॥"

দন্তধাবনে প্রতিপ্রসব শাতাতপ কহিতেছেন। প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, এবং নবমী এই সকল তিথিতে পত্রদ্বারা, এতদ্ভিন্ন তিথিতে কাষ্ঠদ্বারা দন্তধাবন করিবে; জিহ্বা পরিষ্কার সর্ব্বদাই কাষ্ঠ দ্বারা করিবে।

তস্য প্রকারমাহ নারদঃ—
"উত্থায় নেত্রে প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য তু মন্ত্রেণ ভক্ষযেদ্দন্তধাবনং॥"
মন্ত্রোযথা।
আয়ুর্বলংযশোবর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনিচ।
ব্রহ্মপ্রজ্ঞাঞ্চমেধাঞ্চতন্নোদেহিবনস্পতে॥

দন্তধাবনের প্রকার নারদ কহিতেছেন ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত সময়ে গাত্রোত্থানানন্তর চক্ষুর্দ্বয় প্রক্ষালন পূর্ব্বক আচমন দ্বারা শুচি হইয়া আয়ুর্ব্বলং যশোবর্চ্চ ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বারা দন্তধাবন করিবে।

তত্রদিঙ্‌নিযমমাহস্মৃতিঃ—

"দক্ষিণাভিমুখো ভূত্বা পশ্চিমাভিমুখস্তথা।
ন দন্তধাবনংকুর্য্যাৎ কুর্য্যাচ্চেন্নারকী ভবেৎ॥"

তাহাতে দিগনিয়ম স্মৃতি কহিতেছেন দক্ষিণাভিমুখ কিম্বা পশ্চিমাভিমুখ হইয়া দন্তধাবন করিবে না; করিলে নরকগামী হয়; সুতরাং উত্তরাভিমুখ কিম্বা পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া করিবে।

মধ্যাহ্নস্নানকালে তৎকরণে নিন্দাশ্রবণমাহ প্রচেতাঃ—

"মধ্যাহ্নস্নানকালে তু যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনং।
নিরাশাস্তস্যগচ্ছন্তি দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ॥"

মধ্যাহ্ন স্নান সময়ে দন্তধাবনে বিজাতীয় নিন্দাশ্রবণ প্রচেতা কহিয়াছেন। মধ্যাহ্ন স্নানকালে যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে তাহার পিতৃগণের সহিত দেবতাগণ নিরাশ হইয়া গমন করেন।

অথ প্রাতঃ স্নানং। তত্র কাত্যায়নঃ—

"যথাহনি তথাপ্রাতর্নিত্যং স্নায়াদনাতুরঃ।
দন্তান্‌প্রক্ষাল্য নদ্যাদৌ গেহে চেত্তদমন্ত্রবৎ॥"

তদনন্তর প্রাতঃস্নান করিতে হয় অতএব কাত্যায়ন কহিতেছেন অনাতুর যে ব্যক্তি সে দন্তধাবনানন্তর নদ্যাদিতে মন্ত্রপূর্ব্বক কিম্বা গেহে অমন্ত্রক যেইরূপ মধ্যাহ্নে তদ্রূপ প্রাতঃকালে বক্ষ্যমাণ বিধি পূর্ব্বক প্রতি দিবসেই স্নান করিবে।

আতুরে বিশেষমাহ জাবালঃ—

"অশিরস্কং ভবেৎস্নানংস্নানাশক্তৌচকর্ম্মিণাং।
আর্দ্রেণ বাসসা বাপি মার্জ্জনং দৈহিকংবিদুঃ॥"

আতুরের প্রতি যে বিশেষ নিয়ম তাহা জাবাল কহিতেছেন স্নানাশক্ত যে ব্যক্তি সে মস্তকাতিরিক্ত সকল শরীরে জলসংযো

করিবে, তাহাতে অযোগ্য হইলে আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা সর্ব্বশরীর মার্জ্জন করিবে।

স্নানস্য কালমাহ ব্রহ্মপুরাণং—

"উদয়াৎপ্রাক্চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ।

তত্র স্নানং প্রশস্তং স্যাৎ তদ্ধি পুণ্যতমংস্মৃতং ॥"

স্নানের কালনিয়ম ব্রহ্মপুরাণে কহিতেছেন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব যে চারি দণ্ড সে অরুণোদয়, তৎকালীনস্নান প্রশস্ত, যেহেতু অতি পুণ্যজনক।

ততস্তিলকংকুর্য্যাৎ। অতএব ভারতে—

"মৃত্তিকাতিলকংকুর্য্যাৎ স্নাত্বা হুত্বা চ ভস্মনা।

দৃষ্টদোষবিঘাতার্থং চাণ্ডালাদিপ্রদর্শনে ॥"

তদনন্তর তিলক করিবে অতএব ভারতে কহিতেছেন চণ্ডালাদি দর্শন জন্য দোষ বিঘাতার্থ স্নানানন্তর মৃত্তিকা তিলক করিবে হোমানন্তর ভস্ম দ্বারা তিলক করিবে।

দ্রব্যবিশেষে তস্য বিশেষংদর্শয়তি ব্রহ্মপুরাণে—

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদাকুর্য্যাত্ত্রিপুণ্ড্রংভস্মনা তথা।

তিলকং বৈ দ্বিজঃ কুর্য্যাচ্চন্দনেন যথেচ্ছয়া ॥"

দ্রব্যবিশেষে তিলকের বিশেষ প্রকার ব্রহ্মপুরাণে দর্শাইতেছেন। ব্রাহ্মণ যে ব্যক্তি সে মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ভস্মদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র চন্দন দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে তিলক করিবে।

জাতিবিশেষেঽপি বিশেষং দর্শয়তি ব্রহ্মপুরাণে—

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রংদ্বিজঃকুর্য্যাৎ ক্ষত্রিয়স্য ত্রিপুণ্ড্রকং।

অর্দ্ধচন্দ্রস্তু বৈশ্যস্য বর্ত্তুলং শূদ্রজাতিষু ॥"

জাতিবিশেষে তিলকের বিশেষ প্রকার ব্রহ্মপুরাণে দর্শন করা-

ইতেছেন। ব্রাহ্মণে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, ক্ষত্রিয়ে ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার শূদ্রে বর্ত্তুলাকার তিলক করিবে।

ততঃ স্নানাঙ্গত্বেন বক্ষ্যমাণবিধিনা তর্পণং কুর্য্যাৎ।

তথাচ ব্রহ্মপুরাণং—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে।

তর্পণন্তু ভবেত্তেষামঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতং॥"

তদনন্তর স্নানের অঙ্গ বিধায় তর্পণ করিতে হয়। তাহা ব্রহ্মপুরাণে কহিতেছেন। স্নান ত্রিবিধ; নিত্য এবং নৈমিত্তিক এবং কাম্য। উক্ত ত্রিবিধ স্নানের অঙ্গ বিধায় তর্পণ ব্যবস্থিত হইয়াছে।

অথ প্রাতঃসন্ধ্যা তথাচ ব্রহ্মপুরাণং—

"প্রাতঃস্নানং ততঃ কৃত্বা সংক্ষেপেণ যথোদিতং।

সন্ধ্যাঞ্চাপি তথা কুর্য্যাদিতি কাত্যায়নোব্রবীৎ॥"

তদনন্তর প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয় তাহা ব্রহ্মপুরাণে কহিতেছেন; দন্তধাবনানন্তর সংক্ষেপে শাস্ত্রবিহিত প্রাতঃস্নান করিবে, তদনন্তর যথাবিধি সন্ধ্যা করিবে ইহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন।

দক্ষঃ—

"সন্ধ্যাকর্ম্মাবসানে চ স্বয়ং হোমো বিধীয়তে।

দেবকার্য্যং ততঃ কৃত্বা গুরুমঙ্গলবীক্ষণং॥

দিবসস্যাদ্যভাগে তু সর্ব্বমেতৎ সমাচরেৎ॥"

হোমস্তু সাগ্নেঃ।

দক্ষ কহিতেছেন সাগ্নিক যে ব্যক্তি সে সন্ধ্যাকর্ম্মের অবসানে স্বয়ং হোম করিবে তদনন্তর সাগ্নি নিরগ্নি সকলে দেবপরিচর্য্যা করিবে তদনন্তর গুরু মঙ্গল দর্শন করিবে। দিবসের আদ্যভাগে অর্থাৎ প্রথম যামার্দ্ধে এই সকল আচরণ করিতে হয়।

মঙ্গলানি নির্ব্বক্তি নারদঃ—

"লোকেস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌ হুর্তাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পি রাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ॥"

মঙ্গল কি তাহা নারদ কহিতেছেন। প্রথম ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় গো, তৃতীয় অগ্নি, চতুর্থ সুবর্ণ, পঞ্চম ঘৃত, ষষ্ঠ সূর্য্য, সপ্তম জল, অষ্টম রাজা এই অষ্ট প্রকার মঙ্গল ইহলোকে নির্ব্বাচ্য হইয়াছে।

ইতি প্রথমযামার্দ্ধ কৃত্যং।

অথ দ্বিতীয় যামার্দ্ধ কৃত্যং। তত্র দক্ষঃ—

"দ্বিতীয়ে চ তথা ভাগে বেদাভ্যাসো বিধীয়তে।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রাণাং পরমন্তপ উচ্যতে॥
ব্রহ্মযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ষড়ঙ্গসহিতশ্চ যঃ।
বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোভ্যসনং জপঃ॥
তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যোবেদাভ্যাসো হি পঞ্চধা॥"

তদনন্তর দ্বিতীয় যামার্দ্ধকৃত্য তাহাতে দক্ষ কহিতেছেন দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ দ্বিতীয় যামার্দ্ধে বেদাভ্যাস কর্ত্তব্য; হেতু ব্রাহ্মণগণের বেদাভ্যাস পরম তপস্যা এবং ষড়ঙ্গসহিত যে বেদের অভ্যাস ব্রহ্মযজ্ঞ। বেদাভ্যাস কীদৃশ তাহা কহিতেছেন। বেদের স্বীকার এবং বিচার এবং বিশেষরূপে অধ্যয়ন, জপ, শিষ্য উদ্দেশে দান এই পঞ্চবিধ বেদাভ্যাস।

ততশ্চ সমিৎ পুষ্পাদ্যাহরণং। অতএব হারীতঃ—

"সমিৎপুষ্পকুশাদীনি ব্রাহ্মণঃ স্বয়মাহরেৎ।
শূদ্রানীতৈঃ ক্রয়ক্রীতৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ব্রজত্যধঃ॥"

তদনন্তর পুষ্পাহরণ করিতে হয় অতএব হারীত কহিতেছেন। সমিৎ এবং পুষ্প এবং কুশাদি ইহা ব্রাহ্মণে স্বয়ং আহরণ করিবে।

শূদ্র কর্তৃক আনীত এবং ক্রীত সমিৎ পুষ্পাদি দ্বারা যে কর্ম্ম করে, তাহার অধোগতি হয়।

ইতি দ্বিতীয়যামার্দ্ধকৃত্যং।

অথ তৃতীয়যামার্দ্ধকৃত্যং। তত্র দক্ষঃ—

"তৃতীয়ে চ তথা ভাগে পোষ্যবর্গান্নসাধনং।
মাতা পিতা গুরু র্ভার্য্যাঃ প্রজাদীনাঃ সমাশ্রিতাঃ ॥
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ।"

তদনন্তর তৃতীয় যামার্দ্ধ কৃত্য। তাহাতে দক্ষ কহিতেছেন তৃতীয় ভাগে অর্থাৎ দ্বিতীয় যামার্দ্ধে পোষ্য বর্গের অন্নসমাধান করিবে পোষ্য বর্গ কি তাহা নির্ব্বচন করিতেছেন মাতা পিতা এবং গুরু এবং ভার্য্যা অর্থাৎ স্ত্রী এবং দরিদ্র প্রজা এবং অভ্যাগত অর্থাৎ উপস্থিত কুটুম্বাদি এবং অতিথি এবং অগ্নি এই সকল পোষ্যবর্গ কথিত হইয়াছে।

ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনং।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাদ্‌যত্নেন তং ভরেৎ

পোষ্য বর্গের অন্ন সমাধানের হেতু কহিতেছেন পোষ্য বর্গের ভরণ স্বর্গহেতুপ্রযুক্ত প্রশস্ত এবং তাহার পীড়নে নরক হয় অতএব যত্ন পূর্ব্বক তাহার ভরণ করিবে।

মনুব্যাসবৃহস্পতয়ঃ—

"বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধ্বী ভার্য্যা সুতঃ শিশুঃ।
অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥"

মনু এবং ব্যাস এবং বৃহস্পতি কহিতেছেন বৃদ্ধা মাতা, বৃদ্ধ পিতা এবং সাধ্বী ভার্য্যা এবং শিশু পুত্র এই সকল ব্যক্তিকে স্বধর্ম্ম দ্বারা ভরণে অশক্ত হইলে শত অকার্য্য দ্বারাও ভরণ করিবে।

অধ্যাপন ঞ্চাধ্যয়নং যজনং যাজনন্তথা।
দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ষট্‌কর্ম্মাণ্যগ্রজন্মনঃ।
ষণ্ণান্ত কর্ম্মণামস্য ত্রীণি কর্ম্মাণি জীবিকা।
যাজনাধ্যাপনে চৈব বিশুদ্ধশ্চ প্রতিগ্রহঃ॥

কোন্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য তাহা কহিতেছেন। অধ্যাপন এবং অধ্যয়ন এবং যজন এবং যাজন এবং দান এবং প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। এই ষট্‌কর্ম্মের মধ্যে তিন কর্ম্ম ব্রাহ্মণের জীবিকা অর্থাৎ জীবনের উপায়; যাজন এবং অধ্যাপন এবং বিশুদ্ধ প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন্ বর্ণের দান গ্রহণ।

আপদি বিশেষ মাহ বৃহস্পতিঃ—
"কুষীদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুর্ব্বীতাস্বয়ংকৃতং।
আপৎকালে স্বয়ং কুর্ব্বন্নৈনসা যুজ্যতে দ্বিজঃ॥
লব্ধলাভঃ পিতৃন্ দেবান্ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব পূজয়েৎ।
তে তৃপ্তা স্তস্য তং দোষং শময়ন্তি ন সংশয়ঃ॥"

আপৎ কালের বিশেষ উপায় বৃহস্পতি কহিয়াছেন। কুষীদ অর্থাৎ শুধগ্রহণ এবং কৃষিকর্ম্ম এবং বাণিজ্য ব্রাহ্মণে স্বভাবতঃ স্বয়ং করিবেন না। আপৎ কালে স্বয়ং করিলেও পাপযুক্ত হইবেন না কিন্তু তজ্জন্য লাভ দ্বারা পিতৃলোক এবং দেবতা এবং ব্রাহ্মণ এই সকলের অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা তৃপ্ত হইয়া দোষ হইতে উত্তীর্ণ করেন; অন্যথা পাপভাগী হয়।

প্রদাননিয়মমাহ স্মৃতিঃ—
"রাজ্ঞে দত্বা তু ষড়্‌ভাগং দেবতানাঞ্চ বিংশকং।
ত্রিংশদ্ভাগঞ্চ বিপ্রাণাং কৃষিং দত্বা ন দোষভাক্॥"

কি রূপ দান করিলে নিষ্পাপ হয় তাহা কহিতেছেন। কৃষিলভ্য

ফলের ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকে, বিংশতি ভাগেরএক ভাগ দেবতাকে, ত্রিশ ভাগের এক ভাগ ব্রাহ্মণকে দান করিলে নিষ্পাপ হয়।

জামলে—

"নোক্তাঃস্বভাবতঃ ক্বাপি বিপদ্ব্যুক্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
ভরণং পোষ্যবর্গস্থ তাভিঃ কুর্য্যাত্তদাপ্রিয়ে॥
ন কুর্য্যাদ্ব্রাহ্মণঃ ক্বাপি লৌহলাক্ষাদিবিক্রয়ং।
শূদ্রশ্চাপি সুরাদীনাং ন কুর্য্যাদ্বিক্রয়ং ক্বচিৎ॥"

উপার্জ্জনের নিয়ম জামলগ্রন্থে পার্ব্বতীর প্রতি শিব বাক্য দ্বারা বিদিত হইতেছে হে প্রিয়ে! স্বভাবতঃ অযুক্ত আপৎ সময়ে উক্ত যেই সকল কর্ম্ম, তাহার আচরণ দ্বারা আপৎ সময়ে পোষ্যবর্গের ভরণ করিবে কিন্তু ব্রাহ্মণেকস্মিন্ কালেও লৌহ লাক্ষাদি বিক্রয় করিবেন না। ব্রাহ্মণ এবংশূদ্র এতন্মধ্যে কোন ব্যক্তিই মদ্যাদি বিক্রয় করিবে না।

অতএব মনুঃ—

"সদ্যঃ পততি লৌহেন লাক্ষয়া লবণেন চ।
ত্র্যহেণ শূদ্রীভবতি ব্রাহ্মণঃ ক্ষীরবিক্রয়াৎ॥"

ব্রাহ্মণের লৌহাদি বিক্রয়ের কি ফল তাহা মনু কহিতেছেন। ব্রাহ্মণে লৌহ কিম্বা লাক্ষা কিম্বা লবণ বিক্রয় করিলে তৎক্ষণমাত্র পতিত হয় এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিলে তিন দিবসে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

কালিকাপুরাণে—

"বিক্রয়ং সর্ব্ববস্তূনাং কুর্ব্বন্ শূদ্রো ন দোষভাক্।
মধুচর্ম্মসুরাং লাক্ষাং ত্যক্ত্বা মাংসঞ্চ পঞ্চমং॥"

শূদ্রের প্রতি বিক্রয় নিয়ম কালিকাপুরাণে কহিতেছেন। মধু

এবং চর্ম্ম এবং মদ্য এবং লাক্ষা এবং মাংস এই সকল বস্তু শূদ্রে বিক্রয় করিবে না কিন্তু এতদ্ভিন্ন তাবদ্বস্তু বিক্রয়ে তাহার দোষ বর্ত্তিবে না।

অত্যন্তাপদি তু মনুঃ—
"অবৃত্তিকর্ষিতঃ সীদন্নিমং ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ ব্রাহ্মণস্তনয়ঙ্গতঃ॥
নাধ্যাপনাদ্‌যাজনাদ্বা গর্হিতাদ্বা প্রতিগ্রহাৎ।
দোষোভবতি বিপ্রাণাং জ্বলনাম্বুসমা হিতে॥"

বিপদ সময়ে জীবনোপায় মনু কহিতেছেন। ব্রহ্মোত্তর ভূম্যাদির অভাব প্রযুক্ত নিতান্ত দুঃখী যে তনয়াদি পরিবারযুক্ত ব্রাহ্মণ সে সর্ব্বত্রই প্রতিগ্রহ করিবে। যেই হেতু তাহারা অগ্নিজলতুল্য অতএব অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক অধ্যাপনাধীন এবং শূদ্রাদিযাজনাধীন এবং গর্হিত প্রতিগ্রহাধীন অর্থাৎ শূদ্রাদিকর্ত্তৃক দান গ্রহণাধীন তাঁহাদের নিতান্ত দোষ বর্ত্তে না।

অথ চতুর্থযামার্দ্ধকৃত্যং। তত্র দক্ষঃ—
"চতুর্থে চ তথাভাগে স্নানার্থং মৃদমাহরেৎ।
তিলপুষ্পকুশাদীনি স্নানঞ্চাকৃত্রিমে জলে॥"

তদনন্তর চতুর্থ যামার্দ্ধকৃত্য। তাহাতে দক্ষ কহিতেছেন। চতুর্থ যামার্দ্ধে স্নান উদ্দেশে মৃত্তিকা আহরণ করিবে এবং তিল পুষ্প কুশাদি আহরণ করিবে এবং অকৃত্রিম জলে স্নান করিবে।

অতএব বায়ুপুরাণং—
"অস্নাত্বাচাপ্যহুত্বা চ ভুংক্তেঽদত্ত্বা চ যো নরঃ।
দেবাদীনামৃণীভূত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে॥"

অতএব বায়ুপুরাণে কহিয়াছেন। স্নান ও হোম এবং দান এই সকল ক্রিয়া না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে সে দেবতা ব্রাহ্মণাদির ঋণী হইয়া নরক প্রাপ্ত হয়।

পদ্মপুরাণে—

"নৈর্ম্মল্যং ভাবশুদ্ধিশ্চ বিনা স্নানং ন জায়তে।
তস্মান্মনোবিশুদ্ধ্যর্থং স্নানমাদৌ বিধীয়তে॥"

পদ্মপুরাণে কহিতেছেন চিত্তের। নির্ম্মলতা এবং ভাবশুদ্ধি স্নান ব্যতিরেকে হয় না; অতএব চিত্তশুদ্ধ্যর্থ প্রথমে স্নান কর্ত্তব্য।

অথ স্নানবিধিঃ।

অনুদ্ধৃতৈরুদ্ধৃতৈর্ব্বা জলৈঃ স্নানং সমাচরেৎ।
তীর্থং প্রকল্পয়েদ্বিদ্বান্মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ॥
নমো নারায়ণায়েতি মূলমন্ত্র উদাহৃতঃ।
দর্ভপাণিস্তু বিধিনা আচান্তঃ প্রয়তঃ শুচিঃ॥
চতুর্হস্ত সমাযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ।
প্রকল্প্যাবাহয়েদ্গঙ্গাং এভির্ম্মন্ত্রৈর্ব্বিচক্ষণঃ
ওঁ কুরুক্ষেত্রং পঠিত্বা তু সঙ্কল্পং সঞ্চরেত্ততঃ।
বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা॥
পাহি নস্তেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ।
তিস্রঃ কোট্যোর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ॥
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্তি জাহ্নবি।
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ॥
বৃন্দা পৃথ্বী চ সুভগা বিশ্বগায়াশিবামৃতা।
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাধিনী॥
ক্ষমা চ জাহ্নবীচৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী।

এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী।

তদনন্তর স্নানের বিধান কহিতেছেন। প্রথম অনুদ্ধৃত কিম্বা উদ্ধৃত জলদ্বারা স্নান করিবে। তদনন্তর নাভিমাত্র জলে পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া হস্তে দর্ভ গ্রহণপূর্ব্বক আচমনদ্বারা শুচি হইয়া ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠানন্তর সংকল্প করিবে। তদনন্তর ওঁ নমো নারায়ণায় ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক সম্মুখে চতুষ্কোণ সকল দিগ্ মধ্যে চতুঃহস্ত পরিমিত জলে তীর্থ কল্পনা করিবে। তদনন্তর ঐ জলে বিষ্ণুপাদ প্রসূতাসি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গঙ্গার আবাহন করিবে।

ততশ্চ। সপ্তবারাভিজপ্তেন করসংপুটয়োজিতং।
মূর্দ্ধ্নি দদ্যাজ্জলং ভূয়স্ত্রিচতুঃপঞ্চসপ্তধা ॥
স্নানং কুর্য্যান্মৃদাতদ্বদামন্ত্র্য চ বিধানতঃ।
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ॥
মৃত্তিকে হর মে পাপং যময়া দুষ্কৃতং কৃতং।
উদ্ধৃতাসি বরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা ॥
নমস্তে সর্ব্বলোকানাং ভব বারিণিসুব্রতে।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয় ॥

তদনন্তর ঐ জলে ওঁ নমোনারায়ণায় ইত্যাকার মন্ত্র সপ্তবার জপ করণানন্তর মীলিত হস্তযুগ দ্বারা প্রথম তিন বার, তদনন্তর চারি বার, তদনন্তর পঞ্চবার, তদনন্তর সপ্তবার মস্তকে জলক্ষেপ করিবে। - তদনন্তর অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা সম্বোধনানন্তর সর্ব্বাঙ্গে মৃত্তিকা লেপন পূর্ব্বক স্নান করিবে।

গঙ্গায়াং বিশেষমন্ত্রো বিদ্যাকরধৃতো—
"বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে গঙ্গে ত্রিপথগামিনি।

ধর্ম্মাদ্রবীতিবিখ্যাতে পাপং মে হর জাহ্নবি ॥
শ্রদ্ধয়াভক্তিসম্পন্নে শ্রীমাতর্দ্দেবি জাহ্নবি।
অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাং ॥”
ইতি মন্ত্রপাঠানন্তরং স্নায়াৎ।

গঙ্গাতে বিশেষ নিয়ম বিদ্যাকরধৃতিতে কহিতেছেন। অশ্বক্রান্তে ইত্যাদি মন্ত্রপূর্ব্বক মৃত্তিকা লেপনানন্তর বিষ্ণুপাদার্ঘসম্ভূতে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠানন্তর স্নান করিবে। স্ত্রীশূদ্রে ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রপাঠ করাইয়া স্বয়ং নমঃ নমঃ ইত্যাকার উচ্চারণ করিবে এইমাত্র বিশেষ।

তত্র প্রতিপ্রসবমাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—
“কালদোষাদসামর্থ্যান্নশক্নোতি যদাম্ভসি।
তদা জ্ঞাত্বা তু ঋষিভির্মন্ত্রৈর্দৃষ্টস্তুমার্জ্জনং ॥”

তাহার প্রতিপ্রসব যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন কালদোষপ্রযুক্ত এবং অসামর্থ্য প্রযুক্ত যৎকালীন জলেতে স্নানে অশক্ত হয় তৎকালীন মন্ত্রদ্বারা মার্জ্জনরূপ মন্ত্রস্নান করিবে।

শন্নআপস্তু দ্রুপদা আপোহিষ্টাঘমর্ষণং।
এভিশ্চতুর্ভির্ঋঙ্মন্ত্রৈর্ম্মন্ত্রস্নানমুদাহৃতং ॥

উক্ত মন্ত্র স্নান নির্ব্বচন করিতেছেন। শন্ন আপোধন্যান্যাঃ ইত্যাদি মন্ত্র এবং দ্রুপদাদিবমুমুচানঃ ইত্যাদি মন্ত্র এবং আপোহিষ্টা ময়োভুবঃ ইত্যাদি মন্ত্র এবং ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিধ্যাত্তপসঃ ইত্যাদি মন্ত্রে এই মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা আপমার্জ্জনের নাম মন্ত্রস্নান। অশক্তের প্রতি উক্ত স্নানদ্বয় মধ্যে আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা দেহ মার্জ্জনরূপ স্নান সকল বর্ণেরই বিধেয়। আপমার্জন রূপ মন্ত্রস্নান ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের বিধেয়, এই মাত্র বিশেষ।

ত্রয়োদর্ভাঃ সমাখ্যাতাঃ সুবর্ণং রজতং কুশঃ।

তত্রাশক্তৈর্দ্বয়ং কার্য্যং অন্যেষান্তু ত্রয়োমতাঃ ॥

উক্ত দর্ভ তিন প্রকার সুবর্ণ এবং রজত এবং কুশ এই বস্তুত্রয় ধারণে অশক্ত যে সে দুই বস্তু ধারণ পূর্ব্বকই কর্ম্ম করিবে।

শান্তিদীপিকায়াং—

"হেমহস্তঃ শুচির্নিত্যং প্রশস্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
হেমহস্তেন যদ্দত্তং হুতঞ্চৈব তদক্ষয়ং ॥"

স্বর্ণহস্তের ফল শান্তিদীপিকাতে কহিতেছেন। স্বর্ণহস্ত ব্যক্তি সর্ব্বকালীন শুচি এবং সকল কার্য্যেই প্রশস্ত এবং হস্তে স্বর্ণ ধারণপূর্ব্বক যে দান এবং হোম আচরণীয় হয় সে অক্ষয় ফল প্রযোজক।

সন্ধ্যাদিকর্ম্মসু বিশেষমাহ কাত্যায়নঃ—

"বামে পাণৌ কুশান্ কৃত্বা কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াং।
সব্যঃ সোপগ্রহঃ কার্য্যোদক্ষিণঃ সপবিত্রকঃ ॥"

কাত্যায়ন কহিতেছেন বামহস্তে বহুতর কুশ, দক্ষিণ হস্তে পবিত্র ধারণ পূর্ব্বক সন্ধ্যাদি ক্রিয়াতে আচমন করিবে।

বিদ্যাকরবাজপেয়ি ধৃতং—

"পবিত্রন্তু দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ কুশপত্র ত্রয়েণচ।
পত্রদ্বয়েন বা কার্য্যং নৈকপত্রেণ কর্হিচিৎ ॥"

পবিত্রের নিয়ম বিদ্যাকর বাজপেয়ী কহিয়াছেন। ব্রাহ্মণে তিন কুশপত্র দ্বারা অথবা দুই কুশপত্র দ্বারা পবিত্র করিবেন কিন্তু কদাচিৎও এক পত্র দ্বারা করিবেন না।

অথ তর্পণং।

তদ্দ্বিবিধং প্রধানং অঙ্গঞ্চ। তত্রাদ্যমাহ শাতাতপঃ—

"তর্পণঞ্চ শুচিঃ কুর্য্যাৎ প্রত্যহং স্নাতকোদ্বিজঃ।
দেবেভ্যশ্চ ঋষিভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ যথাক্রমং ॥"

তদনন্তর তর্পণ করিতে হয় সেই তর্পণ দ্বিবিধ প্রধান এবং অঙ্গ তন্মধ্যে প্রধান তর্পণ শাতাতপ বচন দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণে প্রতি দিবসেই স্নান পূর্ব্বক শুচি হইয়া প্রথম দেবতা উদ্দেশে তদনন্তর ঋষি উদ্দেশে তদনন্তর পিতৃ উদ্দেশে তর্পণ করিবে।

দ্বিতীয়ন্তু ব্রহ্মপুরাণে—

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং স্নানমিষ্যতে।
তর্পণন্তু ভবেত্তস্য অঙ্গত্বেন ব্যবস্থিতং॥"

অঙ্গীভূত তর্পণ ব্রহ্মপুরাণবচন দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। স্নান ত্রিবিধ নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য। এই ত্রিবিধ স্নানেরই অঙ্গ বিধায় তর্পণ ব্যবস্থিত হইয়াছে।

বিধবামধিকৃত্যাহ কাশীখণ্ডে—

"তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎপিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকং॥"

বিধবার তর্পণাধিকার কাশীখণ্ড বচন দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। বিধবা স্ত্রী প্রতিদিবসে কুশ তিল সংযুক্ত জল [illegible] স্বামি উদ্দেশে এবং শ্বশুর আর্য্য শ্বশুর উদ্দেশে নাম গো[illegible]দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তর্পণ করিবে।

তর্পণাকরণে দোষমাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"নাস্তিক্যাদথবালস্যান্নতর্পয়তি বৈ সুতঃ।
পিবন্তি দেহরুধিরং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥"

তর্পণ অকরণে দোষশ্রুতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের বচন দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। নাস্তিকতা প্রযুক্ত অথবা অলসতা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি পিতৃ তর্পণ না করে তাহার পিতৃলোক জলার্থী হইয়া শরীরের রুধির পান করে।

স্কন্দপুরাণে—

"তীর্থমাত্রে তু কর্ত্তব্যং তর্পণং সতিলোদকৈঃ।
অন্যথাতর্পয়েদ্‌যস্তু স বিষ্ঠায়াং ভবেৎ কৃমিঃ॥
বিশেষতস্তু জাহ্নব্যাং সর্ব্বদা তর্পয়েৎ পিতৄন্‌॥"

তীর্থস্থানে তর্পণের নিয়ম স্কন্দপুরাণে কহিতেছেন। তীর্থ মাত্রেই বিশেষতঃ গঙ্গাতে সর্ব্বদাই তিলোদকদ্বারা পিতৃ তর্পণ করিবে; তিল ব্যতিরেকে যে তীর্থজলে তর্পণ করে; সে বিষ্ঠাতে কৃমি হইয়া জন্মে।

অতএব ভবিষ্যপুরাণে—

"সুলভং সকলং পুণ্যং যজ্ঞদানাদিজং ফলং।
গঙ্গাতোয়ৈশ্চ সতিলৈর্দুর্লভং পিতৃতর্পণং॥"

গঙ্গাতে তিল তর্পণে বিশেষ ফল ভবিষ্যপুরাণে ব্যক্ত হইতেছে। যজ্ঞ দানাদি জন্য যাবৎ পুণ্যই সুলভ, কেবল সতিল গঙ্গা জল দ্বারা পিতৃতর্পণ দুর্লভ।

মৎস্যপুরাণে—

"সংক্রান্ত্যাং নিশি সপ্তম্যাং রবিশুক্রদিনে তথা।
শ্রাদ্ধে জন্মদিনেচৈব ন কুর্য্যাত্তিলতর্পণং॥"

তিল তর্পণের নিষিদ্ধ দিন মৎস্য পুরাণের বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। সংক্রান্তি, রাত্রি, সপ্তমী, রবিবার, শুক্রবার, শ্রাদ্ধদিবস এবং জন্ম দিবস এই সকল দিনে তিল তর্পণ করিবে না।

প্রতিপ্রসবমাহ স্মৃতিঃ—

"অয়নে বিষুবেচৈব সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেষু চ।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে যুগাদৌ মৃতবাসরে॥
সূর্য্যশুক্রাদিবারেপি ন দোষস্তিলতর্পণে।"

নিষিদ্ধ দিবসে তিল তর্পণের প্রতিপ্রসব [illegible] স্ত্রে কহিতে-ছেন। অয়নদ্বয় অর্থাৎ দক্ষিণায়ণ ও উত্তর[illegible] এবং বিষুবদ্বয় অর্থাৎ জলবিষুব মহাবিষুব সংক্রান্তি এবং গ্রহণ কাল ও উপাকর্ম্ম অর্থাৎ সাগ্নি কর্ত্তব্য বেদবিহিত কর্ম্মবিশেষ এবং উৎসর্গ ও যুগাদ্যা এবং মৃতসংকার দিবস এই সকল দিন বিশেষে রবি শুক্রাদি নিষিদ্ধ দিবসেও তিল তর্পণে দোষ বর্ত্তে না।

অতএব মদনপারিজাতঃ—

"তীর্থে তিথিবিশেষে চ গঙ্গায়াং প্রেত[illegible]কে।
নিষিদ্ধেপি দিনে কুর্য্যাত্তর্পণং তিলমিশ্রি[illegible]॥"

অতএব মদনপারিজাত কহিয়াছেন। তীর্থে এবং [illegible] বিশেষে এবং গঙ্গাতে ও প্রেতপক্ষে নিষিদ্ধ দিবসেও তিল তর্[illegible]রিবে।

তর্পণপ্রকারমাহ নারদীয়ে—

"অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ দক্ষিণস্যেতরাৎকর[illegible]
তিলান্‌গৃহীত্বাপাত্রস্থান্‌ধ্যায়ন্‌সন্তর্পয়েৎ পি[illegible]॥"

তিল তর্পণের প্রকার নারদীয় গ্রন্থে কহিয়াছেন। অঙ্গুষ্ঠ এবং অনামিকা এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা বামহস্ত হইতে তিল গ্রহণানন্তর ধ্যান পূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিবে।

দেবলঃ—

রোমসংস্থান্‌তিলান্‌কৃত্বা যস্তু তর্পয়তে পিতৄন্।
পিতরস্তর্পিতাস্তেন রুধিরেণ মলেনচ॥"

রোম সংযুক্ত তিলতর্পণের দোষ প্রদর্শন করাইতেছেন। যে ব্যক্তি রোমসংযুক্ত তিল দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করে তাহার পিতৃলোক রুধির দ্বারা এবং মল দ্বারা তর্পণীয় হয়।

তিলাভাবে তর্পণপ্রতিপ্রসবমাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"তিলানামপ্যভাবে তু সুবর্ণরজতান্বিতং।
তদভাবে নিষিঞ্চেত দর্ভৈর্মন্ত্রেণ চাপ্যথ॥"

তিলের অভাবে তর্পণ প্রতিপ্রসব যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন তিলের অভাবে সুবর্ণ রজতান্বিত জল দ্বারা তদভাবে দর্ভযুক্ত জল দ্বারা মন্ত্র পূর্ব্বক তর্পণ করিবে।

তর্পণপূর্ব্বং স্নানবস্ত্রনিষ্পীড়ননিষেধমাহ যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ—

"নিষ্পীড়য়তি যঃ পূর্ব্বং স্নানবস্ত্রন্তু তর্পণাৎ।
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য যান্তি দেবা মহর্ষিভিঃ॥"

যোগিযাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন তর্পণের পূর্ব্বে যে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করে তাহার স্থানে পিতৃলোক এবং দেবতা ও ঋষিগণ নিরাশ হইয়া দূরে গমন করেন।

অথ তর্পণপ্রয়োগঃ।

তত্র ক্রমঃ। প্রথমং ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা ইতিপঠিত্বা পূর্ব্বাভিমুখীভূয় উপবীতী ওঁ ব্রহ্মাতৃপ্যতাং ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রজাপতি স্তৃপ্যতাং ইতি প্রত্যেকমেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ।

ততশ্চ।

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথানাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোহসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবোজম্ভগাঃ খগাঃ॥
বিদ্যাধরাজলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে॥
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া।

তর্পণের ক্রম কহিতেছেন। প্রথম দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দক্ষিণস্কন্ধের উর্দ্ধভাগে বামস্কন্ধের নীচ ভাগে উত্তরীয় বস্ত্র ধারণপূর্ব্বক

কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা ইত্যাদি মন্ত্রপাঠানন্তর পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া উপবীতী অর্থাৎ বামস্কন্ধের উর্দ্ধভাগ দক্ষিণস্কন্ধের নীচভাগে উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাতৃপ্যতাং বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং রুদ্রস্তৃপ্যতাং প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং এই মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল প্রদান চতুর্ব্বর্ণেরই কর্ত্তব্য। তদনন্তর দেবা যক্ষাস্তথা নাগা ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণে একাঞ্জলি প্রদান করিবে। শূদ্রকর্ত্তৃক তর্পণে ব্রাহ্মণে উক্ত মন্ত্রপাঠ করিবে, সে স্বয়ং নমঃ নমঃ ইত্যাকার উচ্চারণ পূর্ব্বক অঞ্জলি প্রদান করিবে।

তত‍োনিবীতী সামগঃ প্রত্যঙ্মুখঃ তদিতরউদঙ্মুখঃ
ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা॥
সর্ব্বেতে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনাসদা।
ইত্যনেন বারদ্বয়মঞ্জলিং দদ্যাৎ।

তদনন্তর উত্তরীয় বস্ত্রকে মালার ন্যায় ধারণ পূর্ব্বক সামবেদী ব্যক্তি পশ্চিমাভিমুখ তদন্য উত্তরাভিমুখ হইয়া সনকশ্চ সনন্দশ্চ এই মন্ত্র দ্বারা দুই বার অঞ্জলি প্রদান করিবে শূদ্রে পূর্ব্বরীতিক্রমে নমঃ নমঃ ইত্যাকার শব্দ পূর্ব্বক দুই বার অঞ্জলি প্রদান করিবে।

ততো দেববদ্দেবর্ষীং স্তর্পয়েৎ যথা ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং ওঁ পুলস্ত্য স্তৃপ্যতাং ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং ইতি প্রত্যেকমেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততো দক্ষিণাভিমুখীভূয় প্রাচীনাবীতী সতিলকুশান্বিতজলেন

দিব্যপিতৃংস্তর্পয়েৎ। তত্রক্রমঃ। ওঁ অগ্নিস্বাত্তাঃস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা এবং সৌম্যাঃ এবং শৌকালিনঃ এবং হবিষ্মন্তঃ এবং বর্হিষদঃ এবং উষ্মপাঃ এবং আজ্যপাঃ ইতিপ্রত্যেকমেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ শূদ্রস্তু স্বধাস্থানে নম ইতি ব্রূয়াৎ

তদনন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা তর্পণ রীতিক্রমে দেবঋষির তর্পণ করিবে। তাহার ক্রম মরীচিস্তৃপ্যতাং। এবং অত্রিস্তৃপ্যতাং। ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রত্যেকে এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দক্ষিণস্কন্ধের উর্দ্ধ ভাগে বামস্কন্ধের নীচভাগে উত্তরীয় বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক তিলকুশান্বিত জল দ্বারা দিব্য পিতৃর তর্পণ করিবে। তাহার ক্রম। ওঁ অগ্নিস্বাত্তাস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃস্বধা ইত্যাদিমন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে। শূদ্রে কোন স্থলেই প্রণব উচ্চারণ করিবে না। এবং স্বধা স্থানে নম ইত্যাকার উচ্চারণ করিবে।

ততো যমতর্পণং যথা।

এতৎ সতিলোদকং ওঁ যমায় নমঃ ইত্যঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা এতৎ সতিলোদকং ওঁ যমায়ধর্ম্মরাজায়মৃত্যবেচান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষমায় চ॥
ঔড়ম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায়বৈ নমঃ॥
ইত্যঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ।

তদনন্তর যমতর্পণ করিবে তাহার প্রকার। প্রথম এতৎ সতি-

লোদকং ওঁ যমায়নমঃ এইমন্ত্র পূর্ব্বক সতিল জলদ্বারা তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর এতৎ সতিলোদকং ওঁ যমায়ধর্ম্ম-রাজায় মৃত্যবেচান্তকায় চ ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বক তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। শূদ্রের নিয়ম কহিতেছি। এতৎ সতিলোদকং যমায়নমঃ। এবং ধর্ম্মরাজায়নমঃ। এবং মৃত্যবেনমঃ। এবং অন্তকায়নমঃ। এবং বৈবস্বতায়মনঃ। এবং কালায়নমঃ। এবং সর্ব্ব ভূতক্ষয়ায়নমঃ। এবং ঔডুম্বরায়নমঃ এবং দধ্নায়নমঃ। এবং নীলায় নমঃ। এবং পরমেষ্ঠিনেনমঃ। এবং বৃকোদরায়নমঃ। চিত্রায়নমঃ এবং চিত্রগুপ্তায়নমঃ। ইহার প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে।

ততশ্চ।

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্লন্ত্বপোঞ্জলিং ইতি প্রার্থ্য পিতৃতর্পণং কুর্য্যাৎ। যথা অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকংতস্মৈ স্বধা ইতিত্রিস্তর্পয়েৎ। এবং পিতামহাদিবৃদ্ধপ্রমাতামহপর্য্যন্তম্। ততোমাত্রাদিপ্রপিতামহীপর্য্যন্তং [illegible]স্তর্পয়েৎ। ততো মাতামহ্যাদীনাস্তু সকৃদেবতর্পণং। ততো ভ্রাত্রাদীং স্তর্পয়েৎ। যজুর্ব্বেদিনাস্তু সম্বোধনান্তনাম্না তর্পণং। শূদ্রস্তু প্রণবস্থানে এবং স্বধাস্থানে নমইতি ব্রূয়াৎ ইতিবিশেষঃ।

তদনন্তর ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বক প্রার্থনানন্তর পিতৃ তর্পণ করিবে। তাহার প্রকার। ওঁ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুক দেবশর্ম্মা তৃপ্যতা মেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা এবং ওঁ অমুকগোত্রঃ পিতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা এবং অমুকগোত্রঃ প্রপিতামহঃ

অমুকদেবশর্ম্মা এবং অমুক গোত্রো মাতামহঃ অমুক দেবশর্ম্মা এবং অমুকগোত্রঃ প্রমাতামহঃ অমুকগোত্রো বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতা মেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা ইহার প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করিবে। গঙ্গাতে তৃপ্যতা মেতৎ সতিল গঙ্গোদকং ইত্যাদি উচ্চারণ করিবে। তদনন্তর ওঁ অমুক গোত্রা মাতা অমুকী দেবী তৃপ্যতা মেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা ইত্যাকার মন্ত্র দ্বারা তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। এই রীতি ক্রমে পিতামহী এবং প্রপিতামহী উদ্দেশে তিন তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর অমুকগোত্রা মাতামহী অমুকী দেবী তৃপ্যতা মেতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা ইত্যাকার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক এক বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। এই রীতি ক্রমে প্রমাতামহী এবং বৃদ্ধ প্রমাতামহী উদ্দেশে এক এক বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর অমুকগোত্রো ভ্রাতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতা মেতৎ ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বক এক অঞ্জলি প্রদান করিয়া ভ্রাতৃপত্নী উদ্দেশে তর্পণ করিবে। তদনন্তর পিতৃব্য উদ্দেশে তদনন্তর পিতৃব্য পত্নী উদ্দেশে তর্পণ করিবে। তদনন্তর মাতুলাদি উদ্দেশে তর্পণ করিবে। যজুর্ব্বেদীর নিয়ম কহিতেছি। ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলোদকং স্বধা। ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক অঞ্জলি ত্রয় প্রদান স্বরূপ পিতৃ উদ্দেশে তর্পণ করিবে এবং অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদেবশর্ম্মন্ তৃপ্যস্বৈতত্তে সতিলোদকং স্বধা ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক পিতামহ উদ্দেশে তর্পণ করিবে। এই রীতিক্রমে বৃদ্ধ প্রমাতামহ পর্য্যন্ত তিন তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকি দেবি তৃপ্যস্বৈতত্তে তিলোদকং স্বধা ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক মাতৃ উদ্দেশে তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। এই রীতিক্রমে পিতামহী প্রপি-

তামহী প্রভৃতি সকলের তর্পণ করিবে। ঋগ্বেদীর নিয়ম কহিতেছি। ওঁ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং স্বধা নমস্তর্পয়ামি ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক পিতৃ উদ্দেশে তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। এবং অমুকগোত্রং পিতামহং অমুকদেবশর্ম্মাণং ইত্যাদি মন্ত্রপূর্ব্বক পিতামহ উদ্দেশে তিন অঞ্জলি প্রদান করিবে। এই রীতিক্রমেই বৃদ্ধ প্রমাতামহ পর্য্যন্ত তর্পণ করিবে। তদনন্তর অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকীদেবীং স্বধা নমস্তর্পয়ামি ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক মাতৃ উদ্দেশে তিন বার, অমুকগোত্রাং পিতামহীং অমুকী দেবীং ইত্যাদি রীতিক্রমে পিতামহী এবং প্রপিতামহী উদ্দেশে তিন তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর উক্ত রীতিক্রমে প্রভৃতিমাতামহী সর্ব্বত্র এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে। শূদ্রের নিয়ম কহিতেছি। নমঃ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদাস তৃপ্যস্বৈতত্তে তিলোদকং নমঃ। ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক পিতৃ উদ্দেশে তিন বার অঞ্জলি প্রদান কবিবে তদনন্তর অমুকগোত্র পিতামহ অমুকদাস ইত্যাদি রীতিক্রমে পিতামহ প্রপিতামহ এবং মাতামহ প্রমাতামহ বৃদ্ধ প্রমাতামহ উদ্দেশে তিন তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর নমঃ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকীদাসি তৃপ্যস্বৈতত্তে তিলোদকং নমঃ। ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক মাতৃ উদ্দেশে তিন বার। অমুকগোত্রে পিতামহি অমুকীদাসি ইত্যাদি রীতিক্রমে পিতামহী প্রপিতামহী উদ্দেশে প্রত্যেকে তিন তিন অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর মাতামহী এবং প্রমাতামহী এবং বৃদ্ধ প্রমাতামহী উদ্দেশে এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে। অন্যত্র এই রীতিক্রমে এক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে।

ততশ্চ—

ওঁ যেবান্ধবাবান্ধবাবা যেন্যজন্মনিবান্ধবাঃ।

তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যেচাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥

ইত্যেকাঞ্জলিং দদ্যাৎ।

তদনন্তর ওঁ যেবান্ধবাবান্ধবাবাযেন্যজন্মনিবান্ধবাঃ ইত্যাদি মন্ত্র পুর্ব্বক এক অঞ্জলি প্রদান করিবে।

ততশ্চ। ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।

তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বেমাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥

অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং।

ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ং ॥

ইত্যঞ্জলিত্রয়ং দদ্যাৎ।

শূদ্রস্তু উক্ত রীত্যা সর্ব্বত্র নমঃ নমঃ ইত্যুচ্চার্য্য তর্পয়েৎ।

তদনন্তর ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ ইত্যাদি মন্ত্রপূর্ব্বক তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। পূর্ব্বরীতি ক্রমে নমঃ নমঃ ইত্যাকার উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রথম মন্ত্র স্থলে একবার দ্বিতীয় মন্ত্রস্থলে তিনবার অঞ্জলি প্রদান করিবে।

ততশ্চ—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু ইত্যঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা

ওঁ যেচাস্মাকং কুলেজাতা অপুত্রাগোত্রিণোমৃতাঃ।

তেতৃপ্যন্তু ময়াদত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকং ॥

ইত্যনেন বস্ত্রং নিষ্পীড়য়েৎ।

তদনন্তর ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগত্তৃপ্যতু ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক তিনবার অঞ্জলি প্রদান করিবে। তদনন্তর ওঁ যেচাস্মাকং কুলেজাতা ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বক বস্ত্র নিষ্পীড়ন জল স্থলে ক্ষেপণ করিবে।

ততশ্চ—

ওমদ্য কৃতৈতৎ তর্পণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু ইতিপঠিত্বা দক্ষিণহস্তে কিঞ্চিজ্জলং গৃহীত্বা অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা কৃতেস্মিন তর্পণকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে ইতিপঠিত্বা জলং ত্যক্ত্বা শ্রীবিষ্ণুং দশধা জপেৎ।

তদনন্তর করদ্বয় মীলন করিয়া ওমদ্যকৃতৈতৎ তর্পণকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু ইত্যাকার মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অথবা অমুকদাসঃ কৃতেস্মিন্ তর্পণকর্ম্মণি ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ঐ জল ত্যাগ করিয়া দশবার শ্রীবিষ্ণু নাম জপ করিবে।

অশক্তৌ শঙ্খঃ—

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগতৃপ্যত্বিতিক্রমাৎ।
অঞ্জলিত্রিতয়ং দদ্যাৎ এতৎ সঙ্ক্ষেপতর্পণং॥"

অশক্তের প্রতি শঙ্খ কহিতেছেন। আব্রহ্মস্তম্ব [illegible]ন্তং জগতৃপ্যতু ইত্যাকার মন্ত্রপূর্ব্বক তিন বার অঞ্জলি প্রদান করিবে। ইহার নাম সংক্ষেপ তর্পণ।

ইতি তর্পণং সমাপ্তং।

অথ মধ্যাহ্নসন্ধ্যা।

তস্যা অষ্টমমুহূর্ত্ত কালমাহ স্মৃতিঃ—

"পূর্ব্বাপরে তথাসন্ধ্যে সনক্ষত্রে প্রকীর্ত্তিতে।
সমসূর্য্যেঽপি মধ্যাহ্নে মুহূর্ত্ত সপ্তমোপরি॥

পূর্ব্বাপরে সনক্ষত্রে অর্থাৎ দিবারাত্রির সন্ধিসময়ে প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং সায়ং সন্ধ্যা করিবে সমসূর্য্যে মধ্যাহ্নে অর্থাৎ অষ্টম মুহূর্ত্তে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা আচরণ করিবে।

ততঃ সূর্য্যার্ঘ্যং দদ্যাৎ। তথাচ নারসিংহে—

"অর্ঘ্যং দদ্যাত্তু সূর্য্যায় ত্রিকালেষু যথাক্রমং।
অশক্ত এককালেপি মধ্যাহ্নে তু বিশেষতঃ॥
সন্ধ্যাং কৃত্বা তু দত্ত্বার্ঘ্যং ততঃ পশ্যেদ্দিবাকরং।"

তদনন্তর সূর্য্যোদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তাহা নরসিংহ পুরাণে কহিতেছেন। প্রাতঃকাল এবং মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন এই ত্রিবিধ কালেই সূর্য্যউদ্দেশে অর্ঘ্য প্রদান করিবে তাহাতে অশক্ত হইলে কেবল মধ্যাহ্নকালে সন্ধ্যাকরণানন্তর অর্ঘ্য প্রদান করিবে। তদনন্তর সূর্য্যদর্শন করিবে।

বিষ্ণুপুরাণে—

"আচম্য চ ততো দদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিং।
নমোবিবস্বতে ব্রহ্মন্‌ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে॥
জগৎ সবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িণে।"

বিষ্ণুপুরাণে কহিতেছেন। আচমনানন্তর নমোবিবস্বতে ইত্যাদি মন্ত্রপূর্ব্বক সূর্য্যউদ্দেশে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে।

অথ দেবপূজা। তথাচ পদ্মপুরাণং—

"শালগ্রামশিলারূপী যত্র তিষ্ঠতি কেশবঃ।
তত্র দেবাসুরা যক্ষা ভুবনানি চতুর্দ্দশ॥"

ততশ্চ সর্ব্বদেবপূজনং শালগ্রামে কর্ত্তব্যং।

তদনন্তর দেবতা পূজা করিবে। তাহা পদ্মপুরাণে কহিতেছেন। শালগ্রামশিলাস্বরূপ কেশব অর্থাৎ বিষ্ণু যেই স্থলে স্থিত আছেন

সেই স্থলে দেবতা এবং অসুর ও যক্ষ এবং চতুর্দ্দশ ভুবন আছেন অতএব শালগ্রামে সকল দেবতারই পূজা কর্ত্তব্য।

ভবিষ্যপুরাণং—

"বরং দেহপরিত্যাগো বরং নরকসম্ভবঃ।
নচৈবাপূজ্য ভুঞ্জীত দেবং পদ্মসমুদ্ভবং॥"

অতএব ভবিষ্যপুরাণে কহিয়াছেন দেহ পরিত্যাগ এবং নরক ভোগ পর্য্যন্তও স্বীকার করিবে তথাপি পদ্মসমুদ্ভব যে বিষ্ণু তাহার পূজা না করিয়া ভোজন করিবে না। অতএব প্রতিদিবসেই শালগ্রামশিলাতে বিষ্ণুপূজা করিবে।

অথ শিবপূজা। তথাচ লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে—

"বরং প্রাণপরিত্যাগঃ শিরসোবাবিকর্ত্তনং।
নাত্রাসংপূজ্য ভুঞ্জীত ভগবন্তং ত্রিলোচনং॥"

তদনন্তর শিবপূজা করিবে তদকরণে নিন্দা শ্রবণ লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে কহিয়াছেন। অন্যথা প্রাণপরিত্যাগ কিম্বা শিরঃকর্ত্তন পর্য্যন্ত স্বীকার, তথাপি ভগবান ত্রিলোচনের পূজা না করি ভোজন করিবে না।

বস্তুতস্তু শিবং পূজয়িত্বৈবান্যদেবতাং পুজয়েৎ।

তথাচ জামলে—

"শাক্তো বা বৈষ্ণবোবাপি শৈবোবা পরমেশ্বরি।
আদৌ লিঙ্গং প্রপূজ্যাথ বিল্বপত্রৈর্ব্বরাননে॥
পশ্চাদন্যসুরং ভক্ত্যা পূজয়েদ্যত্নতঃ সদা।"

বাস্তবিক প্রথমই শিবপূজা করিবে তদনন্তর অন্য দেবতাপূজা করিবে তাহাই জামলগ্রন্থে ভগবতীর প্রতি শিববাক্য দ্বারা ব্যক্ত

হইতেছে। হে পরমেশ্বরি শাক্ত কিম্বা বৈষ্ণব কিম্বা শৈব সকলেই প্রথম বিল্বপত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ পূজা করণানন্তর অন্য দেবতা পূজা করিবে।

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে—

"শিবপূজাং বিনা দেবি অন্যপূজাং করোতি যঃ।
বিফলা তস্য সাপূজা পূর্ব্বধর্ম্মোপি নশ্যতি॥"

শিবপূজা ব্যতিরেকে অন্য পূজাতে নিন্দাশ্রবণ লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে কহিয়াছেন। প্রথমে শিবপূজা ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি অন্য দেবতা পূজা করে তাহার সেই পূজা নিষ্ফলা হয় এবং পূর্ব্ব ধর্ম্মও নষ্ট হয় অতএব প্রথমে বিল্বপত্রদ্বারা শিবলিঙ্গপূজা করিয়া অন্য পূজা করিবে।

ভবিষ্যে—"অর্কপুষ্পসহস্রেভ্যঃ করবীরং বিশেষ্যতে।
করবীরসহস্রেভ্যো বিল্বপত্রংবিশিষ্যতে॥
বিল্বপত্রৈরখণ্ডৈশ্চ যো লিঙ্গং পূজয়েৎ সকৃৎ।
সর্ব্বলোকবিনির্ম্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে॥"

বিল্বপত্রের মাহাত্ম্য ভবিষ্যপুরাণে কহিয়াছেন সহস্র অর্কপুষ্প হইতে করবীর পুষ্প বিশেষ ফলজনক, সহস্র করবীর পুষ্প হইতে বিল্বপত্র বিশেষ ফলজনক যে ব্যক্তি প্রতিদিবস অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা একটিমাত্রও শিবপূজা করে সেসকল লোক হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়।

লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রে—

"লবঙ্গমালতীজাতী কুন্দশেফালিকা যবাঃ।
শঙ্করায় ন দাতব্যা দাতা চ নরকং ব্রজেৎ॥"

শিবপূজায় কি পুষ্প অদেয় তাহা লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে ব্যক্ত হইয়া-

ছে। লবঙ্গ ও মালতী এবং জাতিপুষ্প ইত্যাদি শিবকে প্রদান করিবে না যদি করে তবে নরকগামী হয়।

যানি যানি চ পুষ্পানি ব্রহ্মাণ্ডোদরজানি চ।
তানি তানি চ পুষ্পানি বিদদ্যাৎ পার্থিবোপরি॥

বচনান্তরে ব্যক্ত হইতেছে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যে যে পুষ্প জন্মে তাবৎ পুষ্পই পার্থিব শিবকে প্রদান করিবে। উক্ত বচনদ্বয়ের একবাক্যতাপূর্ব্বক প্রতীতি হইতেছে মৃত্তিকানির্ম্মিত শিবলিঙ্গপূজাতে পৃথিবীর তাবৎ পুষ্পই প্রদানযোগ্য তদন্যত্র শিবপূজাতে লবঙ্গ আদি পুষ্প অযোগ্য।

মৎস্যসূক্তে—

"স্নাত্বা মধ্যাহ্নসময়ে ন ছিন্দ্যাৎ কুসুমং নরঃ।
তৎপুষ্পাভ্যর্চ্চনে দেবি রৌরবে পরিপচ্যতে॥"

পুষ্প ছেদনের নিয়ম মৎস্যসূক্তে কহিয়াছেন। মানবদেহধারী যে সে মধ্যাহ্ন স্নানানন্তর পুষ্পচ্ছেদন করিবে না যদি তৎকালীন পুষ্পচ্ছেদন করিয়া তাহা দ্বারা দেবতাপূজা করে তবে রৌরব নরকে পতিত হয়।

অথ পার্থিবশিবলিঙ্গপূজাবিধিঃ।

ব্রহ্মপুরাণে—

"হরোমহেশ্বরশ্চৈব শূলপাণিঃ পিণাকধৃক্।
পশুপতিঃ শিবশ্চৈব মহাদেব ইতিক্রমাৎ॥"

পার্থিব শিবলিঙ্গপূজার বিধি কহিতেছেন। হরায়নমঃ এই মন্ত্রদ্বারা মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। মহেশ্বরায় নমঃ ইত্যাকার মন্ত্র দ্বারা শিবলিঙ্গ গঠন করিবে তদনন্তর কাংস্যাদি পাত্রে ঐ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্নান করাইবে। তদনন্তর শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো

ভব ইত্যাকার মন্ত্রপূর্ব্বক প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে তদনন্তর করাঙ্গন্যাস করিবে তাহাতে ব্রাহ্মণের প্রতি নিয়ম।

প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বকং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। মং মধ্যমাভ্যাং বষট্। শিং অনামিকাভ্যাং হুং বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায়ফট। এবং প্রণবোচ্চারণপূর্ব্বকং হৃদয়ায়নমঃ। নং শিরসেস্বাহা মং শিখায়ৈ বষট। শিং কবচায় হুং। বাং নেত্রত্রয়বৌষট্ যঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায়ফট্।

ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক করাঙ্গন্যাস করিবে। স্ত্রী শূদ্রের নিয়ম কহিতেছি।

শাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। শীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। শূং মধ্যমাভ্যাং বষট। শৈং অনামিকাভ্যাং হুং। শৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট। শঃ করতল পৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায়ফট। এবং শাং হৃদয়ায় নমঃ। শীং শিরসেস্বাহা। শূং শিখায়ৈবষট। শৈং কবচায় হুং। শৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট। শঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট।

ইত্যাকার মন্ত্রপূর্ব্বক স্ত্রী এবং শূদ্রে করাঙ্গন্যাস করিবে। তদনন্তর সকলবর্ণেই তুল্য রীতিক্রমে ধ্যান করিবে তাহার মন্ত্র কহিতেছি।

ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং॥
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকীর্ত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং॥

ইত্যাকার মন্ত্রপূর্ব্বক ধ্যান করণানন্তর স্বীয় মস্তকে পুষ্পপ্রদান করিবে। তদনন্তর উক্ত রীতিক্রমে পুনর্ব্বার করাঙ্গন্যাস পূর্ব্বক পুনর্ব্বার যথাবিধি ধ্যানপূর্ব্বক ধ্যানপুষ্প শিবলিঙ্গে প্রদান করিবে তদনন্তর পিণাকধৃক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ ইহতিষ্ঠতিষ্ঠ ইহ সন্নিধেহি ইহসন্নিরুদ্ধস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমপূজাং গৃহাণ। এই মন্ত্রপূর্ব্বক আবাহন করিবে। তদনন্তর ইদং স্নানীয়ং পশুপতয়ে নমঃ। ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক শিবলিঙ্গেজলপ্রদান করিবে তদনন্তর পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে তাহার নিয়ম এতৎপাদ্যং ইত্যাকার মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পৌরাণিক শিবমন্ত্রোচ্চারণানন্তর নমঃ ইত্যাকার মন্ত্র দ্বারা জল প্রদান করিবে। ইত্যাকার রীতিক্রমে ইদমর্ঘ্যং। এবং ইদমাচমনীয়ং। এষগন্ধঃ। এতৎ পুষ্পং। এতদ্বিল্বপত্রং। এষ ধূপঃ। এষ দীপঃ। এতৎ সোপকরণনৈবেদ্যং। এতৎপুনরাচমনীয়ং এতত্তাম্বূলং নমঃ। অনুকায় নমঃ। ইত্যাকার মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। তদনন্তর সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। এবং ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ। রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ। উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ। ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ; পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ। মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ। ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ। ইত্যাকার অষ্টমূর্ত্তির পূজা পূর্ব্বাদি অষ্টদিগ্‌ভাগে করিয়া যথাশক্তি জপ করণানন্তর নমস্কার পূর্ব্বক মহাদেব ক্ষমস্ব ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। ব্রাহ্মণে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিবে স্ত্রী এবং শূদ্র ইহারা প্রণব ব্যতিরেকে তাবৎ মন্ত্রই তুল্য উচ্চারণ করিবে।

ইতি শিবপূজা সমাপ্তা।

অথ গুরুপূজা।

তদ্বিধানং যথা। আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ ইত্যাদিনা

করাঙ্গন্যাসৌ কৃত্বা শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমিত্যাদিনা ধ্যাত্বা গুরুমন্ত্রমুচ্চার্য্য এতৎপাদ্যং অমুকানন্দনাথায়শ্রীগুরবে নমঃ ইত্যাদিনা পূজয়েৎ। ততোমূলং জপ্ত্বা নমস্কুর্য্যাৎ।

তদনন্তর গুরুর পূজা করিবে। তৎক্রম। প্রথম আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ইত্যাদি ক্রমে করাঙ্গন্যাস। অনন্তর শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং ইত্যাদি ক্রমে ধ্যান করিবে তদনন্তর গুরুমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক গুরু নাম উচ্চারণ করিয়া এতৎ পাদ্যং অমুকানন্দনাথায়শ্রীগুরবে নমঃ ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবে। তদনন্তর গুরুমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে পশ্চাৎ জপ সমাপন পূর্ব্বক অখণ্ড মণ্ডলাকারং ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বক নমস্কার করিবে।

ইতি গুরুপূজা সমাপ্তা।

অথ ইষ্টদেবতা পূজা।

তত্রক্রমঃ। আদাঋষ্যাদিকং ন্যাসং করশুদ্ধিস্ততঃপরং।
অঙ্গুলীব্যাপকন্যাসৌ হৃদাদিন্যাস এবচ॥
তালত্রয়ঞ্চ দিগ্বন্ধঃ প্রাণায়ামস্ততঃপরং।
ধ্যানং পূজাজপশ্চৈব সর্ব্বতন্ত্রেষ্বয়ংবিধিঃ॥

তদনন্তর ইষ্টদেবতা পূজা করিবে। তৎসংক্ষেপ পূজাক্রম। প্রথম ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। তদনন্তর পুষ্পকে উভয় হস্ত দ্বারা মর্দ্দনানন্তর ঈশান কোণে ক্ষেপণ করিবে। তদনন্তর করন্যাস করিবে তদনন্তর মূল মন্ত্র দ্বারা সপ্তবার ব্যাপকন্যাস করিবে। তদনন্তর হৃদাদিন্যাস করিলে। তদনন্তর তর্জ্জনী মধ্যমা এতদুভয় অঙ্গুলী দ্বারা ফট্ ইত্যাকার মন্ত্র দ্বারা বামহস্তে তালত্রয় প্রদান করিবে। তদনন্তর তর্জ্জনী অঙ্গুষ্ঠ এতদুভয়ের আঘাত পূর্ব্বক দশ দিগ্বন্ধন করিবে। তদনন্তর প্রাণায়াম করিবে। তদনন্তর ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিবে।

তদনন্তর আবাহন পূর্ব্বক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে। তদনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এতৎ পাদ্যং অমুক দেবতায়ৈ নমঃ। ইত্যাদি ক্রমে পূজা করিবে। তদনন্তর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ পূর্ব্বক জপ সমাপনানন্তর নমস্কার করিবে তদনন্তর অমুক দেবতে ক্ষমস্ব ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক বিসর্জ্জন করিবে। সকল তন্ত্রেই ইত্যাকার বিধি। বৈষ্ণবের উক্ত আগম বিধিক্রম ইষ্টদেবতা পূজা দ্বারাই পৌরাণিক বিষ্ণুপূজা সিদ্ধি হয়। শাক্ত যে সে অবশ্য বিষ্ণুর পৌরাণিক পূজা করিবে।

ইতি সংক্ষেপপূজা সমাপ্তা।

অথ জপনিয়মঃ

তথাচ সনৎকুমার সংহিতায়াং—

হৃদয়েহস্তমারোপ্য তির্য্যক্‌কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ।
আচ্ছাদ্যবাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ॥

জপের নিয়ম সনৎকুমার সংহিতাতে কহিয়াছেন হৃদয় দেশে হস্ত আরোপণ পূর্ব্বক করাঙ্গুলিকে বক্র করণানন্তর হস্তদ্বয়কে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিরন্তর জপ করিবে।

দশবারাদি জপনিয়মমাহ।

অনামামধ্যমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এব চ।
তর্জ্জনীমূলপর্য্যন্তং দশপর্ব্বসু সংজপেৎ॥

দশ বার জপের নিয়ম কহিয়াছেন। অনামার মধ্য পর্ব্বে আরম্ভানন্তর কনিষ্ঠা পর্ব্বাদি ক্রমে তর্জ্জনী মূল পর্য্যন্ত দশ পর্ব্বে জপ করিবে।

অঙ্গুল্যগ্রাদৌ জপনিষেধমাহ।

অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্জপ্তং যজ্জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্জপ্তং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

অঙ্গুলীর অগ্রভাগাদিতে জপের নিষেধ কহিয়াছেন। অঙ্গু-

লীর অগ্রে এবং মেরুলঙ্ঘন পূর্ব্বক এবং পর্ব্বের সন্ধিস্থানে যেই জপ আচরণীয় হয় সেই সকলই নিষ্ফল হয়।

মেরুং নির্ব্বক্তি—

পর্ব্বদ্বয়ং মধ্যমায়ামেরুত্বেনোপকল্পয়েৎ।
শিবেশক্তৌ বিজানীয়াত্তর্জ্জন্যা অগ্রমধ্যকং॥

মেরুর নির্ব্বচন করিতেছেন। শিব বিষয়ে অর্থাৎ পুরুষদেবতা বিষয় মাত্রেই মধ্যমাঙ্গুলীর মূলপর্ব্ব এবং মধ্যম পর্ব্ব মেরুত্বরূপে কল্পিত হইয়াছে অর্থাৎ এই দুই পর্ব্ব মেরু। শক্তি বিষয়ে তর্জ্জনীর অগ্র পর্ব্ব এবং মধ্য পর্ব্ব মেরু তাহাতে জপ করিবে না।

পুরুষবিষয়ে অষ্টবার জপনিয়মমাহ যোগিনীতন্ত্রে—

অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এবচ।
তর্জ্জনীমধ্যপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ॥

পুরুষদেবতা বিষয়ে অষ্ট বার জপের নিয়ম যোগিনী তন্ত্রে কহিয়াছেন। অনামাঙ্গুলীর মূল পর্ব্বে আরম্ভানন্তর কনিষ্ঠাদি পর্ব্ব ক্রমে তর্জ্জনীর মধ্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্ট পর্ব্বেতে অষ্ট বার জপ করিবে।

শক্তিবিষয়ে—

অনামামূলমারভ্য কনিষ্ঠাদিত এবচ।
মধ্যমামূলপর্য্যন্তমষ্টপর্ব্বসু সংজপেৎ॥

শক্তি বিষয়েতে অষ্ট বার জপের নিয়ম কহিয়াছেন। অনামার মূল পর্ব্বে আরম্ভানন্তর কনিষ্ঠাদি পর্ব্ব ক্রমে মধ্যমার মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত অষ্ট পর্ব্বেতে অষ্ট বার জপ করিবে।

অথ পঞ্চযামার্দ্ধকৃত্যং।

তত্র দক্ষঃ—

পঞ্চমে চ তথা ভাগে সম্বিভাগোযথার্হতঃ।

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং কীটানাঞ্চোপদিশ্যতে॥

তদনন্তর পঞ্চম যামার্দ্ধ কৃত্য। তাহাতে দক্ষ কহিয়াছেন। পঞ্চম যামার্দ্ধে অন্নের কিম্বা তণ্ডুলাদির বিভাগ পূর্ব্বক পিতৃলোক দেবতা মনুষ্য এবং কীট উদ্দেশে স্থাপন করিবে।

নরসিংহ পুরাণে—

পৌরুষেণ তু সূক্তেন তত্র বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েৎ।
বৈশ্বদেবং ততঃ কুর্য্যাদ্বলিকর্ম্মতথৈব চ॥

নরসিংহপুরাণে কহিয়াছেন। পুরুষ সূক্ত দ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। তদনন্তর বৈশ্বদেব হোম করিবে তদনন্তর বলিকর্ম্ম করিবে।

অথ বৈশ্বদেববিধিঃ।

তত্রক্রমঃ। সংস্থাপিতাগ্নৌ তদশক্তৌ পাত্রান্তরে স্থলে বা উপবীতী প্রাঙ্মুখঃ পবিত্রপাণিঃ দর্ভযুক্তাসনোপবিষ্টঃ পাতিতদক্ষিণজানু রন্তর্জানুকরঃ সাঙ্গুষ্ঠেনোত্তানপাণিনা দৈবতীর্থেন ঘৃতাক্তং দুগ্ধাক্তং দধ্যক্তং জলাক্তম্বা অন্নমামান্নং ফলাদিকং জলম্বা ওঁ ভূঃস্বাহা ইত্যাদি মন্ত্রেণ জুহুয়াৎ।

বৈশ্বদেব হোমের বিধান কহিতেছেন। ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণে সংস্থাপিত অগ্নিতে অগ্নি স্থাপনার অশক্ত হইলে পাত্রান্তরে কিম্বা স্থলে পূর্ব্বাভিমুখ পবিত্রপাণি হইয়া কুশাসনে উপবেশন পূর্ব্বক পাতিত দক্ষিণ জানু অর্থাৎ দক্ষিণ জানুকে আসন সংলগ্ন করিয়া দেব তীর্থ দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা ঘৃত যুক্ত কিম্বা দুগ্ধ যুক্ত কিম্বা দধি যুক্ত কিম্বা জল সংযুক্ত অন্নের কিম্বা আমান্নের কিম্বা ফলাদির বক্ষ্যমাণ মন্ত্র পূর্ব্বক হোম করিবে। হোমমন্ত্র দর্শন করাইতেছেন।

ওঁ ভূঃস্বাহা। ওঁ ভুবঃস্বাহা। ওঁস্বঃস্বাহা। ওঁ দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। ওঁ পিতৃকৃতস্যৈনসো অবযজনমসি স্বাহা। ওঁ মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসিস্বাহা। ওঁ অস্মাৎ কৃতস্যৈনসোঽবযজনমসিস্বাহা। ওঁ যদ্দিবাচনক্তঞ্চৈনশ্চক্রিমযতস্যাবযজনমসি স্বাহা। ওঁ যৎস্বপন্তশ্চজাগ্রন্তস্যৈনশ্চক্রিমতস্যাবযজনমসি স্বাহা। ওঁ যদ্বিদ্বাংসশ্চাবিদ্বাংসস্যৈনশ্চক্রিমতস্যাবযজনমসিস্বাহা। ওঁ এনসএনসোঽবযজনমসি স্বাহা। ও অগ্নয়েস্বিষ্টিকৃতে স্বাহা।

প্রণবাদি স্বাহান্ত উক্ত দ্বাদশ মন্ত্রের প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা এক এক হোম করিবে।

অথ বলীনাং প্রয়োগঃ।

বৈশ্বদেবপশ্চাদ্ভূমৌ জলং ক্ষিপ্ত্বা তচ্ছেষান্নেন সাঙ্গুষ্ঠদৈবতীর্থেন ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ইতি বলিং দদ্যাৎ। তদুপরি ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নম ইতিজলং দদ্যাৎ। তদুত্তরে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নম ইতিবলিং দদ্যাৎ। তদুপরি তথৈব জলং দদ্যাৎ। উভয়োর্দ্দক্ষিণে প্রাচীনাবীতী দক্ষিণাভিমুখঃ পাতিতবামজানুঃ পিতৃতীর্থেন ভগ্নকুশেন সতিলান্নমভ্যুক্ষ্য ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধা। তত উপবীতী দৈবতীর্থেন বলিপাত্রপ্রক্ষালিতোদকান্নেন ঐশান্যাং ওঁ যক্ষৈতত্তে নমস্তে স্তুমাহিংষী ওঁ যক্ষায় নম ইত্যনেন দদ্যাৎ। তদুপরি তথৈব জলং দদ্যাৎ। ইত্যাবশ্যকবলিঃ।

বলির প্রয়োগ কহিতেছেন। বৈশ্ব দেব হোমের পর প্রথম ভূমিতে জলক্ষেপ করিবে। তদনন্তর অঙ্গুষ্ঠের সহিত উক্ত দৈবতীর্থ দ্বারা উক্ত হোমের শেষান্ন গ্রহণ পূর্ব্বক ওঁ বিশ্বেভ্যোদেবেভ্যো নমঃ ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক বলি প্রদান করিলে। তদনন্তর ঐ বলির উপরি ভাগে উক্ত মন্ত্র দ্বারাই জল প্রদান করিবে। তদুত্তর ভাগে ওঁ সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক বলি প্রদান করিবে। তদুপরি ভাগে ঐ মন্ত্র দ্বারা জল প্রদান করিবে। এই দুই বলির দক্ষিণ ভাগে প্রাচীনবীতি বিকৃতোত্তরীয় এবং দক্ষিণাভিমুখ পাতিতবামজানু হইয়া ভগ্ন কুশ দ্বারা সতিল-অন্নকে অভ্যুক্ষণ করিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ মূলদ্বারা ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধা ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক বলি প্রদান করিবে। তদনন্তর উক্ত উপবীতি অর্থাৎ স্বভাবোত্তরীয় হইয়া উক্ত দৈবতীর্থ দ্বারা বলি প্রক্ষালিত জল এবং অন্ন গ্রহণ করিয়া ওঁ যক্ষৈতত্তে নমস্তেস্তমাহিংষী ওঁ যক্ষায় নমঃ ইত্যাকার মন্ত্র পূর্ব্বক ঈশানকোণে প্রদান করিবে। তদনন্তর তদুপরিভাগে ঐ মন্ত্র দ্বারাই জল প্রদান করিবে উক্ত বৈশ্বদেব হোমে এবং উক্ত বলি প্রদানে শূদ্রের সর্ব্বথাই অনধিকার।

অথ গোগ্রাসদানং।

যথা। ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মেগ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥
দদ্যাদনেন মন্ত্রেণ গবাং গ্রাসং সদৈবহি।

গোগ্রাসের নিয়ম। ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতা ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গো গ্রাস প্রদান করিবে। অর্থাৎ ভক্ষণার্থে গোকে দুর্ব্বাদি প্রদান করিবে।

অথ ভোজনং।

তত্র গোতমঃ—

"অন্নং ব্যাহৃতিভির্হুত্বা তথা মন্ত্রৈশ্চ সাকলৈঃ।
ভূতেভ্যশ্চ বলিং দত্বা ততোশ্নীয়াদনগ্নিমান্॥"

তদনন্তর ভোজন করিতে হয়। তাহাতে গোতম কহিয়াছেন নিরগ্নি যে ব্রাহ্মণ সে ব্যাহৃতি দ্বারা এবং সকল মন্ত্র দ্বারা অন্নের হোম করিয়া এবং ভূত গণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া ভোজন করিবে।

নিত্যাধিকারেমহাভারতে—

"অর্দ্ধপাদস্তু ভুঞ্জীত প্রাঙ্মুখশ্চাসনেশুচৌ।
পাদাভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্বাপাদেনৈকেন বা পুনঃ॥"

ভোজনের যে নিয়ম তাহা মহাভারতে কহিয়াছেন। পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া পাদার্দ্ধ আসনে রক্ষণ পূর্ব্বক উভয় পাদ দ্বারা কিম্বা এক পাদ দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া ভোজন করিবে।

অথ মুখশোধনং।

তথাচ দেবলঃ—

"ভুক্ত্বাচামেদ্যথোক্তেন বিধানেন সমাহিতঃ।
শোধয়েন্মুখহস্তৌ চ মৃদদ্ভির্ঘর্ষণৈরপি॥
ভোজনেদন্তলগ্নানি নির্হৃত্যাচমনঞ্চরেৎ।
দন্তলগ্নমসংহার্য্যং লেপং মন্যেত দন্তবৎ॥
ন তত্র বহুশোযত্নং কুর্য্যাদুদ্ধরণে পুনঃ।
ভবেদশৌচমত্যন্তং তৃণবেধাদ্‌ব্রণে কৃতে॥"

তদনন্তর মুখশোধন করিতে হয়। তাহাতে দেবল কহিয়াছেন। ভোজনানন্তর উক্ত বিধান ক্রমে আচমন করিবে। তদনন্তর মৃত্তিকা এবং জল এবং ঘর্ষণ দ্বারা মুখ হস্ত শোধন করিবে; ভোজন জন্য দন্ত সংলগ্ন যে উচ্ছিষ্ট তাহা হনন করিয়া পুনর্ব্বার আচমন করিবে। সাধারণ চেষ্টা দ্বারা অহার্য্য যে দন্তলগ্ন উচ্ছিষ্ট তাহাকে দন্তপ্রায় জ্ঞান করিবে তাহার উদ্ধার হেতু অতিশয় যত্ন করিবে না যেহেতু তৃণবেধাদি জন্য ক্ষত হইলে অত্যন্ত পাপ জনক অশৌচ হয়।

মার্কণ্ডেয়ঃ—

"ভূয়োপ্যাচম্যকর্ত্তব্যং ততস্তাম্বূলভক্ষণং।
দেবেভ্যশ্চ দ্বিজেভ্যশ্চ দত্বা যত্নেন সর্ব্বদা॥

তদনন্তর তাম্বূল ভক্ষণ করিতে হয়। তাহাতে মার্কণ্ডেয় কহিয়াছেন। বার বার আচমন করণানন্তর দেবতা উদ্দেশে নিবেদন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ উদ্দেশে কিঞ্চিৎ প্রদানানন্তর তাম্বূল ভক্ষণ করিবে।

পর্ণমূলেভবেদ্ব্যাধিঃ পর্ণাগ্রে পাপসম্ভবঃ।
জীর্ণপর্ণং হরেদায়ুঃ শিরা বুদ্ধিবিনাশিনী॥

পর্ণের মূল ভক্ষণে ব্যাধি হয়, অগ্র ভক্ষণে পাপ হয়, শিরা ভক্ষণে বুদ্ধিনাশ হয়, জীর্ণপর্ণ ভক্ষণে আয়ু নষ্ট হয়।

অথ ষষ্ঠাদি যামার্দ্ধকৃত্যং।

তত্র দক্ষঃ—

ইতিহাসপুরাণাদ্যৈঃ ষষ্ঠঞ্চ সপ্তমং নয়েৎ।
অষ্টমে লোকযাত্রা তু বহিঃসন্ধ্যা ততঃপরং॥

তদনন্তর ষষ্ঠাদি যামার্দ্ধকৃত্য করিতে হয়। তাহাতে দক্ষ কহি-

য়াছেন ইতিহাস পুরাণাদি দ্বারা ষষ্ঠ যামার্দ্ধ এবং সপ্তম যামার্দ্ধ প্রণয়ন করিবে। অষ্টম যামার্দ্ধে লোকযাত্রা করিবে। তদনন্তর সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

অথ রাত্রিকৃত্যং।

"দিবোদিতানি কর্ম্মাণি প্রমাদাৎ পতিতানি চ।
শর্ব্বর্য্যাঃ প্রথমেযামে তানি কুর্য্যাদতন্ত্রিতঃ॥"
ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

তদনন্তর রাত্রিকৃত্য বিধেয়। দিবা বিহিত যে কর্ম্ম সে যদি অনবধান প্রযুক্ত পতিত হয় তবে তাহা রাত্রির প্রথম যামেতে কর্ত্তব্য ইহা যাজ্ঞবল্ক্য কহিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে—
"পুনঃ পাকমুপাদায সায়মপ্যবনীপতে।
বৈশ্বদেবনিমিত্তায় পত্ন্যা সার্দ্ধং বলিং হরেৎ॥
অতিথিঞ্চাগতস্তত্র স্বশক্ত্যা পূজয়েদ্বুধঃ।
দিবাতিথৌ চ বিমুখে গতে যৎপাতকং ভবেৎ॥
তদেবাষ্টগুণং বিদ্যাৎ সূর্য্যোঢ়েবিমুখেগতে।"

বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন। সায়ংকালে অর্থাৎ রাত্রির প্রথম ভাগে বৈশ্বদেব নিমিত্তে পুনর্ব্বার পাক করণানন্তর পত্নীর সহিত বলি প্রদান করিবে এবং রাত্রিযোগে যদি অতিথি আগমন করে তবে তাহার যথাশক্তি অর্চ্চনা করিবে যেহেতু দিবাতে অতিথি বিমুখ হইলে যে পাতক জন্মেরাত্রিতে বিমুখ হইলে তাহার অষ্ট গুণ পাতক হয়।

কৃতপাদাদিশৌচস্তু ভুক্ত্বাসায়ন্তনং গৃহী।
গচ্ছেৎ শয্যামস্ফুটভামপিদারুময়ীং নৃপ ॥

বৈশ্বদেব বলিকর্ম্মের পর রাত্রির তৃতীয় যামার্দ্ধে ভোজন করিবে তদনন্তর পাদাদিশৌচক্রিয়া করিয়া যাহাতে আরোহণে শব্দ না হয় তাদৃশ শয্যাতে শয়নার্থে গমন করিবে।

অথ শয়নবিধিঃ।

মাঙ্গল্যং পূর্ণকুম্ভঞ্চ শিরঃস্থানে নিধায় চ।
বৈদিকৈর্গারুরৈর্মন্ত্রৈ রক্ষাং কৃত্বা স্বপেত্ততঃ ॥

তদনন্তর শয়নের বিধান কহিতেছেন। মাঙ্গল্য দ্রব্য অর্থাৎ দধ্যাদি এবং পূর্ণকুম্ভ মস্তক সন্নিধানে স্থাপনপূর্ব্বক বেদোক্ত গরুর মন্ত্র দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া শয়ন করিবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে—

"প্রাক্‌শিরাঃ শয়নে বিদ্বান্ ধনমায়ুশ্চ দক্ষিণে।
পশ্চিমে প্রবলাং চিন্তাং হানিং মৃত্যুং তথোত্তরে ॥"

মার্কণ্ডেয় পুরাণে কহিয়াছেন। পূর্ব্বশিরা শয়নে বিদ্বান্ হয়, দক্ষিণশিরা শয়নে ধন লাভ এবং আয়ুর্লাভ হয়। পশ্চিমশিরা শয়নে প্রবল দুশ্চিন্তা প্রাপ্ত হয়। উত্তরশিরা শয়নে ধনাদি হানি এবং মৃত্যু লাভ হয়।

অথ স্ত্রীসম্ভোগঃ।

তত্র স্মৃতিঃ—

"পারণশ্রাদ্ধদিবসে তথাদ্যত্রিদিনে ঋতৌ।
পর্ব্বস্বপিচ সর্ব্বেষু স্ত্রীসম্ভোগং বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

তদনন্তর স্ত্রীসম্ভোগ। তাহাতে স্মৃতি শাস্ত্রে কহিয়াছেন পার-

ণদিবসে এবং শ্রাদ্ধ দিবসে এবং ঋতু দিবসাবধি দিবসত্রয় মধ্যে এবং চতুর্দ্দশী অষ্টমী অমাবাস্যা পূর্ণিমা সংক্রান্তি এই সকল পর্ব্বে স্ত্রীসম্ভোগ করিবে না।

দিনবিশেষকর্ত্তব্যনিত্যং দর্শয়তি।

একাদশ্যুপবাসস্তু তথাজন্মাষ্টমীব্রতং।
শিবরাত্রি ব্রতাদীনি পিতৃশ্রাদ্ধাদিকন্তথা॥
সংক্রান্ত্যাং গ্রহণে স্নানং ভীষ্মসন্তর্পণাদিকং।
কার্য্যং দিনবিশেষে চ ব্যক্তং শাস্ত্রপ্রদর্শিভিঃ॥

কোন্ কোন্ কর্ম্ম দিন বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা দর্শন করাইতেছেন। একাদশীর উপবাস এবং জন্মাষ্টমী শিবরাত্রি ইত্যাদি ব্রত এবং পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ সংক্রান্তিনিমিত্তক এবং গ্রহণনিমিত্তক স্নান এবং ভীষ্মাদি তর্পণ ইত্যাদি নিত্য কর্ম্ম নৈমিত্তিকাদিপ্রায় দিন বিশেষে কর্ত্তব্য।

তথাচ ভবিষ্যপুরাণে—

"অষ্টাব্দাদধিকোমর্ত্ত্যোহ্যপূর্ণাশীতিবৎসরঃ।
ভুংক্তেযোমানবোমোহাদেকাদশ্যাং সপাপকৃৎ॥"

একাদশী উপলক্ষে ভবিষ্যপুরাণে কহিয়াছেন। অষ্টবর্ষের অধিক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অশীতি বর্ষের পূর্ব্বে যে মানব একাদশীতে ভ্রান্তি ক্রমেও ভোজন করে সে পাপভাগী হয়।

বিধবায়াঃ সর্ব্বথানিত্যত্বমাহ কাত্যায়নঃ—

"বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে॥"

একাদশী ব্রত বিধবার সর্ব্বথা রূপেই নিত্য, ইহা কাত্যায়ন কহিয়াছেন। যে বিধবা নারী একাদশীতে ভোজন করে তাহার ধর্ম্ম নষ্ট হয় এবং দিনে দিনে ভ্রূণহত্যা হয়।

স্কান্দে—

"ন করোতি যদা বিষ্ণোর্জ্জয়ন্তীসংজ্ঞকংব্রতং।
যমস্যবশমাপন্নঃ সহতে নারকীংব্যথাং॥"

জন্মাষ্টমী উপলক্ষে স্কন্দপুরাণে কহিয়াছেন। যে ব্যক্তি শ্রীকৃ-ষ্ণের জয়ন্তী সংজ্ঞক ব্রত না করে অর্থাৎ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমীতে উপবাস না করে সে যমের বশতাপন্ন হইয়া নরক জন্য ব্যথা সহন করে। অত এব অবশ্যই ভাদ্র মাসে রোহিণীযুক্ত কৃষ্ণাষ্টমীতে উপবাস স্বরূপ জয়ন্তীব্রত করিবে।

শিবরাত্র্যুপবাসাকরণে নিন্দাশ্রবণমাহ।
শৈবোবা বৈষ্ণবোবাপি যোবাস্যাদন্যপূজকঃ।
সর্ব্বং পূজাফলং হন্তি শিবরাত্রিবহির্ম্মুখঃ॥

শিবরাত্রির অকরণে নিন্দা শ্রবণ কহিয়াছেন শৈব কিম্বা বৈষ্ণব কিম্বা এতদন্য দেবতার উপাসক ইহারা শিবরাত্রির উপ[illegible] না ক-রিলে ইহাদিগের সকল পূজাফল নষ্ট হয়। অতএব ফাল্গুনের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে উপবাস স্বরূপ শিবরাত্রি ব্রত অবশ্য করিতে হয়।

প্রেতক্রিয়ামধিকৃত্যাহ গোভিলঃ—

"অতঊর্দ্ধং সম্বৎসরে সম্বৎসরে প্রেতায়ান্নং দদ্যাদ্যস্মিন্ন হনিপ্রেতঃস্যাৎ।"

প্রেতশ্রাদ্ধ উল্লেখে গোভিলসূত্রে কহিয়াছেন। মানবের পর-লোকানন্তর পুত্র ব্যক্তি তদভাবে অন্য মোক্ষাধিকারী ব্যক্তি পূরক

পিণ্ডদানান্ত পূর্ব্বক আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া মাসিকাদি সপিণ্ডীকরণান্ত শ্রাদ্ধ করিবে তদনন্তর প্রতিবর্ষেই মৃত সজাতীয় তিথিতে মৃত উদ্দেশে অন্ন প্রদান করিবে অর্থাৎ বিধি পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিবে।

সংক্রান্ত্যাদিমধিকৃত্যাহ।

সংক্রমেগ্রহণেচৈব ন স্নাযাদ্যস্তুমানবঃ।
সপ্তজন্মভবেদ্রোগী দরিদ্রশ্চোপজায়তে॥

সংক্রান্ত্যাদি উপলক্ষে কথিত আছে সংক্রান্তির পুণ্যকালে ও গ্রহণ কালে যে মানব স্নান না করে সে সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত রোগী ও দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। অতএব সংক্রান্তির পুণ্যকালে এবং চন্দ্র সূর্য্যগ্রহণ কালে অবশ্য দান করিতে হয়।

ভীষ্মাষ্টমীমধিকৃত্যাহ স্মৃতিঃ—

"ব্রাহ্মণাদ্যাস্তু যে বর্ণাদদ্যুর্ভীষ্মায় নোজলং।
সম্বৎসরকৃতস্তেষাং পুণ্যং নশ্যতি সত্তম॥"

ভীষ্মাষ্টমী উপলক্ষে স্মৃতিশাস্ত্রে কহিয়াছেন ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে যদি ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্ম উদ্দেশে জল প্রদান না করে তবে তাহাদিগের সম্বৎসর কৃত পুণ্য নষ্ট হয়। অতএব ভীষ্মাষ্টমীতে অর্থাৎ মাঘের শুক্লাষ্টমীতে অবশ্য ভীষ্মতর্পণ কর্ত্তব্য।

তত্র মন্ত্রঃ—

বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥

ব্রাহ্মণেনৈতৎ পিতৃতর্পণানন্তরং কর্ত্তব্যং অন্যেন তু পিতৃতর্পণাৎ পূর্ব্বমেব কর্ত্তব্যং।

ব্রাহ্মণে পিতৃতর্পণের পর বৈয়াঘ্রপদ্যাগো ইত্যাদি মন্ত্র পূর্ব্বক একাঞ্জলি প্রদান করিবে। ক্ষত্রিয়াদি পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে উক্ত মন্ত্র পূর্ব্বক একাঞ্জলি প্রদান করিবে

ততঃ। ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী ন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিমবাপ্নোতি পুত্রপৌত্রোচিতাং য়াং॥
ইতিকৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ।

তদনন্তর কৃতাঞ্জলি হইয়া ভীষ্মঃ শান্তনবো বীর ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

নৈমিত্তিকলক্ষণমাহ তত্ত্ববিচারে—
"মাসাদ্যবীজং যৎকিঞ্চিদ্বীজং নৈমিত্তিকং মতং।
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি জাতেষ্টি যাগকর্ম্মাদিকন্তথা॥"

নৈমিত্তিকের লক্ষণ নির্ব্বচন করিতেছেন যে কর্ম্মের নিমিত্তবিধায় মাস পক্ষাদি নির্দ্দিষ্ট নাই কিন্তু উদাসীন যৎকিঞ্চিৎ নিমিত্তাধীন আচরণীয় হয় সে নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থাৎ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ জা ষ্টি যাগ গ্রহণ নিমিত্তক শ্রাদ্ধদানাদি।

অথ কাম্যলক্ষণং।

কাম্যং স্যাৎ কামনাপূর্ব্বং দ্বিবিধং পরিকীর্ত্তিতং।
একং ধর্ম্মেণ সুখদং পরং জ্ঞানেন মোক্ষদং॥

কাম্যলক্ষণ নির্ব্বচন করিতেছেন। যে কর্ম্ম কামনা পূর্ব্বক আচরণীয় হয় সে কাম্য কর্ম্ম কিন্তু সে দ্বিবিধ এক ধর্ম্ম দ্বারা সুখের নিমিত্ত। অপর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষের নিমিত্ত।

তীর্থস্নানাদি যাগাদি সুখদং কর্ম্ম কীর্ত্তিতং।
সুখঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং ঐহিকস্বর্গভেদতঃ॥

গঙ্গাদি তীর্থ স্নান এবং অশ্বমেধাদি যাগ ভূমি দান ইত্যাদি কর্ম্ম ধর্ম্ম দ্বারা সুখের সাধক হয় সেই সুখ ও ঐহিক স্বর্গভেদাধীন দ্বিবিধ।

অতএবোক্তং ভাষাপরিচ্ছেদে—

"ধর্ম্মাধর্ম্মাবদৃষ্টংস্যাদ্ধর্ম্মঃ স্বর্গাদিসাধনং।
গঙ্গাস্নানাদিযাগাদি ব্যাপারঃ সতু কীর্ত্তিতঃ॥"

অতএব ভাষাপরিচ্ছেদে কথিত আছে ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এই দুই অদৃষ্ট, তন্মধ্যে স্বর্গাদির কারণ গঙ্গা স্নানাদি যাগাদি জন্য যে গুণ-বিশেষ সে ধর্ম্ম।

বেদেচ—

"স্বর্গকামো অশ্বমেধেন যজেত।"

অশ্বমেধ যাগ জন্য যে অদৃষ্ট, সে স্বর্গকামি ব্যক্তির কৃতিসাধ্য অর্থাৎ স্বর্গাভিলাসি ব্যক্তির অশ্বমেধ যাগ কর্ত্তব্য।

দুঃখাবচ্ছেদকেনৈব সুখমৈহিকমুচ্যতে।
তদন্যেন শরীরেণ যৎসুখং স্বর্গ উচ্যতে॥

ঐহিক সুখ এবং স্বর্গসুখ ক্রমে নির্ব্বচন করিতেছেন দুঃখাব-চ্ছেদকীভূত শরীরাবচ্ছিন্ন যে সুখ অর্থাৎ যে শরীরে একবার মাত্রও দুঃখের উৎপত্তি হয় সে শরীরে যে সুখ, সে ঐহিকসুখ। দুঃখান-বচ্ছেদকীভূত শরীরাবচ্ছিন্ন যে সুখ অর্থাৎ যে শরীরে কস্মিন্‌কালেও দুঃখের উৎপত্তি না হয় সেই শরীরের যে সুখ, সে স্বর্গ।

অতএবোক্তং স্মৃতি ন্যায়াদৌ—

যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচগ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাসোপনীতং যৎ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদং॥

অতএব স্মৃতিশাস্ত্রে এবং ন্যায়াদি শাস্ত্রে কথিত আছে যে সুখ দুঃখ ধ্বংসের অবচ্ছেদকীভূত শরীরানবচ্ছিন্ন হইয়া দুঃখ প্রাগভাবের অবচ্ছেদকীভূত শরীরানবচ্ছিন্ন হয় অর্থাৎ যে সুখবিশিষ্ট শরীরে দুঃখের ধ্বংস প্রাগভাব না থাকে এবং সদভিলাস সিদ্ধ হয় সেই সুখ স্বর্গপদবাচ্য।

ঈশ্বরোপাসনং জ্ঞানগঙ্গাদেহবিমোচনং।
কাশ্যাদিস্মরণং বিষ্ণোর্দ্দর্শনং মোক্ষসাধনং॥

পরমেশ্বরের উপাসনা এবং জ্ঞান পূর্ব্বক গঙ্গামরণ এবং অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী ইত্যাদি স্থানে এবং গঙ্গাসাগরে মরণ ও পুরুষোত্তম দর্শন এই সকলই মোক্ষপ্রদ কর্ম্ম অর্থাৎ এইতাবৎ কর্ম্মই মোক্ষের প্রতিকারণ।

অতএবোক্তং স্মৃতিশাস্ত্রে—
"গঙ্গায়াং জ্ঞানতোমোক্ষোবারানস্যাং জলে স্থলে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥"

জ্ঞানপূর্ব্বক গঙ্গামরণাদি দ্বারা যে মোক্ষ লাভ হয় তাহা স্মৃতিশাস্ত্রে কহিয়াছেন গঙ্গাতে জ্ঞানপূর্ব্বক মরণানন্তর এবং কাশীতে জলে কিম্বা স্থলে জ্ঞানপূর্ব্বক কিম্বা অজ্ঞানপূর্ব্বক মরণানন্তর গঙ্গাসাগর তীর্থে জলে কিম্বা স্থলে কিম্বা শূন্যে মরণানন্তর মোক্ষ লাভ হয়।

পুরুষোত্তমমাহাত্ম্যে—
দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম নবিদ্যতে॥

বিষ্ণু দর্শনে যে মোক্ষের প্রতিকারণতা আছে তাহা উৎকল খণ্ডে ব্যক্ত হইতেছে দোলায়মান অর্থাৎ দোল যাত্রা কালীন গো-

বিন্দ দর্শনানন্তর এবং মঞ্চস্থ অর্থাৎ স্নান যাত্রা কালীন স্নানবেদিতে মধুসূদন দর্শনানন্তর রথ যাত্রা কালীন রথস্থ পুরুষোত্তম দর্শনানন্তর পুনর্ব্বার জন্ম হয় না।

ইদমুপলক্ষণং ফলানভিসন্ধিপূর্ব্বক যাগাদিক্রিয়াণামপি মোক্ষসাধকত্বং তথাচোক্তং মুক্তিবিচারে—

"বিনা ফলাভিসন্ধানং যদি যাগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
আচরেন্মানবঃ কশ্চিৎ সমোক্ষং যাতি নিশ্চিতং॥"

পুরুষোত্তম দর্শন, জ্ঞান গঙ্গামরণ এবং কাশীমরণ এই সকল ক্রিয়ার যেইরূপ মুক্তির প্রতিকারণতা আছে তদ্রূপ অশ্বমেধ যাগ এবং গোদান এবং ভূমিদান প্রভৃতিরও মুক্তির প্রতিকারণতা আছে তাহাই মুক্তিবিচার গ্রন্থে দর্শন করাইতেছেন। ফলের অভিলাষ ব্যতিরেকে যদি কোন ব্যক্তি যাগাদি ক্রিয়া আচরণ করে তবে তাহার অবশ্যই মোক্ষ লাভ হয়।

তথাচ জামলে—

"কর্ম্মণা মনসা চৈব যো ধর্ম্মনিরতঃ সদা।
অফলাকাঙ্ক্ষিচিত্তো যঃ সমোক্ষমধিগচ্ছতি॥"

বিহিত ক্রিয়ার মোক্ষের প্রতিসাধকতাতে জামল প্রমাণ দর্শন করাইতেছেন। যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য চিত্তে কর্ম্ম দ্বারা এবং মনদ্বারা ও বাক্যদ্বারা নিরন্তর ধর্ম্মেতে রত থাকে তাহার মোক্ষ লাভ হয়।

বিষ্ণুপুরাণে—

"অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য কারণং।
ক্রিয়াযোগং বিনা জ্ঞানং কদাচিন্নেহ দৃশ্যতে॥"

বিষ্ণুপুরাণে কহিয়াছেন যেহেতু ক্রিয়াযোগ ব্যতিরেকে কদাচিৎও জ্ঞানযোগ দৃশ্য হয় না অতএব এই ক্রিয়াযোগ জ্ঞানযোগের প্রতিকারণ।

রামগীতায়াঞ্চ—

"আদৌ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতাঃ ক্রিয়াঃ কৃত্বা সমাসাদিতশুদ্ধমানসঃ।
সমাপ্য তৎ পূর্ব্বমুপাত্তসাধনঃ সমাশ্রয়েৎ সদ্গুরুমাত্মলব্ধয়ে॥"

যেই পর্য্যন্ত ক্রিয়ার কর্ত্তব্যতা তাহার সবিশেষ রামগীতাতে কহিয়াছেন। যে যে বর্ণের যে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য বেদাদি শাস্ত্রে নিয়ত আছে তত্তৎ বর্ণের তত্তৎ কর্ম্ম করণানন্তর সম্যক প্রকার শুদ্ধচিত্ত হইয়া কর্ম্মত্যাগ করণানন্তর বৈরাগ্য গ্রহণ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্তে সদ্গুরুকে অতি যত্নপূর্ব্বক আশ্রয় করা অর্থাৎ সদ্গুরুর শরণাপন্ন হওয়া কর্ত্তব্য।

বস্তুতস্তু ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক কার্য্যস্যাপ্যপি পরম্পরয়া মোক্ষসাধকত্বমস্তি।

তথাচোক্তং মুক্তিবিচারে—

"যাগাদিকাম্যং যদি দিব্যভক্ত্যা
ফলাভিকাঙ্ক্ষোপ্যনিশং করোতি।
ভুক্ত্বাযথেষ্টং সুখমেবপূর্ব্বং
প্রয়াতি মোক্ষং মনুজঃ ক্রমেণ॥"

ফলের অভিলাস পূর্ব্বক যাগাদি ক্রিয়ার অতি পরম্পরা মোক্ষ সাধকতা মুক্তি বিচারে কহিয়াছেন। মানবগণ ফলের অভিলাসেও যদি পরম ভক্তি ক্রমে নিরন্তর অশ্বমেধ যাগ এবং ভূমিদান গঙ্গা স্নান ইত্যাদি ক্রিয়া করে তবে সে নানাবিধ বাঞ্ছিত সুখভোগানন্তর ক্রমে মোক্ষ রূপ ফল প্রাপ্ত হয়।

জামলে চ—

“কাম্যকার্য্যাণি সততং যোতিভক্ত্যা সমাচরেৎ।
চিরকালং মহেশানি ভুংক্তেচৈব মহৎ সুখং॥
ততঃ পতনশঙ্কাভির্দ্বেষোভবতি কর্ম্মসু।
ততোতীববিবেকেন পতনানন্তরং প্রিয়ে॥
ভুক্ত্বাল্পদুঃখং নিষ্কামো লীলয়া বিষযাং স্ত্যজেৎ।
ততোপবর্গং সংযাতি তত্ত্বজ্ঞানেন মানবঃ॥”

ফলাভিলাষপূর্ব্বক ক্রিয়ার পরম্পরামুক্তি সাধকত্বের যুক্তি জামল গ্রন্থে পার্ব্বতীর প্রতি শিববাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। হে মহেশানি যে মানব পরমভক্তিপূর্ব্বক নিরন্তর ফলের অভিলাসে যাগাদি ক্রিয়ার আচরণ করে সেই মানব চিরকাল পর্য্যন্ত অভিলাষ সিদ্ধ স্বর্গরূপ সুখভোগ করে তদনন্তর পতনভয় প্রযুক্ত কাম্য ক্রিয়াতে দ্বেষ জন্মিয়া অত্যন্ত বিবেকের উদয় হয় তন্নিবন্ধন পতনানন্তর মানব দেহ প্রাপ্ত হইয়া কাম্যক্রিয়ামাত্রের আচরণে প্রবর্ত্ত হয় না কিন্তু ঐ দেহান্তর্ভাবে যৎকিঞ্চিৎ কালমাত্র দুঃখ ভোগানন্তর অনায়াস ক্রমে বিষয় ত্যাগ করিয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ঐ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

বেদাদি নিষিদ্ধকর্ম্মলক্ষণং—

নিষিদ্ধং বেদশাস্ত্রাদ্যৈর্যৎকর্ম্ম কথিতং পুরা।
অতিপাপাদিভেদেন তচ্চ নানাবিধং মতং॥

তদনন্তর বেদাদিনিষিদ্ধ কর্ম্মলক্ষণ নির্ব্বাচ্য হইতেছে। বেদ শাস্ত্রাদি নিষিদ্ধ যে কর্ম্ম কথিত আছে সে অতিপাতক মহাপাতক এবং অনুপাতক ইত্যাদি ভেদে নানাবিধ।

তত্রাতিপাতকমাহ বিষ্ণুসূত্রে—

"মাতৃগমনং দুহিতৃগমনং স্নুষাগমনঞ্চাতিপাতকানি।"

তন্মধ্যে অতিপাতকের লক্ষণ বিষ্ণুসূত্রে কহিয়াছেন। স্বমাতৃগমন এবং দুহিতৃ অর্থাৎ কন্যাগমন এবং স্নুষা অর্থাৎ পুত্রবধূগমন এই তিন প্রকার অতিপাতক কিন্তু ইহা সকল পাপ অপেক্ষা গুরুতর।

মহাপাতকান্যাহ মনুঃ—

"ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেযং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহন্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপিতৈঃসহ॥"

মহাপাতকের লক্ষণ মনু কহিয়াছেন। ব্রহ্মহত্যা সুরাপান এবং স্তেয় অর্থাৎ অশীতিরত্তিপরিমিত স্বর্ণচুরি এবং গুর্ব্বঙ্গনা গমন অর্থাৎ বিমাতৃগমন এবং এই সকল পাপকারীলোকের সহিত গুরুতর সংসর্গ অর্থাৎ আহার ব্যবহারাদি এই পাঁচ প্রকার মহাপাতক। তন্মধ্যে সুরাপানে শূদ্রের মহাপাতক হয় না কিন্তু ব্রাহ্মণী গমনে তাহার তাদৃশ পাতক জন্মেপ্রযুক্ত তাহা নিয়া তাহার পঞ্চবিধ মহাপাতক সিদ্ধি। গোবধ অযাজ্যযাজন অর্থাৎ হীনজাতি যাজন এবং পরস্ত্রী গমন ইত্যাদি উপপাতক। এবং প্রাণি হিংসা পরদ্রব্যাপহরণ হীন জাতির অন্ন ভক্ষণ এবং তাহাদিগের দান গ্রহণ ইত্যাদি নানাবিধ কর্ম্মই বেদাদি বিরুদ্ধ কিন্তু গ্রন্থগৌরব ভয় প্রযুক্ত সপ্রমাণ সকল লিখিত হইল না।

অতএবোক্তং—

"বিহিতস্যাননুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ।
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥"

অতএব গীতাতে কহিয়াছেন বিহিত কর্ম্মের অকরণ নিন্দিত ক-

র্ম্মের সেবন এবং ইন্দ্রিয়ের অনিগ্রহ এই সকল জন্য পতনপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ এই সকলই অধঃপতনের কারণ।

ইতি কর্ম্মকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

জ্ঞানকাণ্ডঃ।

তত্র তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণং—

অভেদপ্রত্যয়োযস্তু জীবস্য পরমাত্মনা।
তত্ত্ববোধঃসবিজ্ঞেয়ো বেদতন্ত্রাদিভির্ম্মতঃ॥

তদনন্তর তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণ নির্ব্বচন করিতেছেন। জীবাত্মাতে পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান ইহা বেদতন্ত্রাদি শাস্ত্রে কথিত আছে।

অতএব শ্রুতিঃ—

"যদাত্মানং বিজানীযাদহমস্মীতিপুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্‌কস্যকামায় সংসারমনুসংসরেৎ॥"

অতএব বেদে কহিয়াছেন মানব যৎকালীন আমিই ব্রহ্ম এই রূপে পরমাত্মাকে জানে তদনন্তর তাহার কিছু মাত্রই অসাধ্য হয় না প্রযুক্ত সে কি হেতুক সংসারের প্রার্থনা করিবে।

যোগবাশিষ্ঠ্যেচ—

"দেহো দেবালয়ঃপ্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোহং ভাবেন পূজয়ন্॥"

যোগবাশিষ্ঠেও কহিয়াছেন দেহ অর্থাৎ শরীর দেবালয় এবং জীব সদাশিবস্বরূপ দেবতা অতএব সোহং ভাবে পূজাপূর্ব্বক অ-র্থাৎ সেই পরমেশ্বরই আমি ইত্যাকার জ্ঞানস্বরূপ পূজাপূর্ব্বক অজ্ঞান স্বরূপ নির্ম্মাল্যকে পরিত্যাগ করিবে।

ননু সাংসারিকাণামপি কদাচিত্তাদৃশজ্ঞানসম্ভবেন তেপিকথং মুক্তানাভিধীয়ন্তামিতি চেন্ন সাংসারিকসু-খাভিলাষনিবর্ত্তকত্বস্য তাদৃশজ্ঞানবিশেষণাৎ।

প্রশ্ন।

সাংসারিকের কালবিশেষে অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাকার জ্ঞা-নোৎপত্তি হয় প্রযুক্ত তাহাদিগকেও মুক্ত পুরুষ কহিতে উচিত হয়।

উত্তর।

সাংসারিক সুখাভিলাষের নিবর্ত্তক যে জীবব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান সেই তত্ত্বজ্ঞান পদার্থ প্রযুক্ত উক্ত আশঙ্কা হইতে পারে না।

অতএবোক্তং যোগবাশিষ্ঠে—

"সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোস্মীতিবাদিনং।
কার্য্যব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং তংত্যজেদন্ত্যজং যথা।

অতএব যোগবাশিষ্ঠে কথিত আছে যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখে-তে আসক্ত হইয়া অহং ব্রহ্মজ্ঞোস্মি ইত্যাকার শব্দ কিম্বা জ্ঞান করে সে কার্য্য ব্রহ্ম উভয় হতে ভ্রষ্ট প্রযুক্ত তাহাকে অন্ত্যজপ্রায় ত্যাগ করিতে হয়।

অত্র বেদান্তিনঃ—

অভেদপ্রত্যযো যস্তু জগতাং পরমাত্মনা।
সৈব তত্ত্বমতির্জ্ঞেয়া দেবানামপি দুর্লভা॥

তদনন্তর তত্ত্বজ্ঞান লক্ষণ। তাহাতে বেদান্তিগণ কহিয়াছেন। পরমাত্মার সহিত জগতের অভেদজ্ঞান অর্থাৎ ঘটপটাদি যাবদ্বস্তুতে ঈশ্বরত্বজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান পদার্থ কিন্তু সে দেবগণেরও দুর্লভ অর্থাৎ আরাধ্য।

নচ ঘট পটাদিযাবদ্বস্তুনামীশ্বরত্বজ্ঞানং ভ্রমরূপমেবেতি বাচ্যং ঈশ্বরস্য ঘটাদ্যুৎপাদবিলয়স্থলতয়া ঘটপটাদীনামপীশ্বরাভিন্নত্বেন তত্রেশ্বরত্বজ্ঞানস্য প্রমাত্বস্যৈব সৌলভ্যাৎ।

প্রশ্ন।

ঘটপটাদি বস্তু অনীশ্বর প্রযুক্ত তাহাতে ঈশ্বরত্ব জ্ঞানও ভ্রমস্বরূপ অতএব সে কি রূপে মোক্ষের সাধক হয়।

উত্তর।

ঘটপটাদি তাবদ্বস্তুই ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাতেই লীন হয় প্রযুক্ত ঈশ্বর ভিন্ন নাহি অতএব তাহাতে ঈশ্বরত্ব জ্ঞানও যথার্থ জ্ঞান প্রযুক্ত উক্ত রূপে আশঙ্কা হইতে পারে না।

অতএবোক্তং যোগবাশিষ্ঠ্যে—

"আত্মনোপি তথাবিশ্ব মাত্মন্যেব লয়ং ব্রজেৎ।
মৃদি কুম্ভো জলে বীচিঃকনকে কুণ্ডলং যথা॥"

অতএব যোগবাশিষ্ঠ্যে কহিয়াছেন যেই রূপ মৃত্তিকা হতে কুম্ভ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে লীন হওয়াতে সে মৃত্তিকা ভিন্ন নাহি এবং জল হতে বীচি অর্থাৎ ঢেউ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে লীন হওয়াতে সে জল ভিন্ন নাহি এবং সুবর্ণ হতে কুণ্ডল উৎপন্ন হইয়া তাহাতে লীন হওয়াতে সে সুবর্ণ ভিন্ন নাহি তদ্রূপ পরমাত্ম হতে জগৎ উৎপন্ন হইয়া তাহাতে লীন হয় প্রযুক্ত সেও পরমাত্ম ভিন্ন নাহি।

অথ ব্রহ্মণো ঘটপটাদি স্বরূপত্বে তেষাঞ্চ নানাত্বেন ব্রহ্মণোঽপি নানাত্বাপত্তিরিতিচেন্ন ব্রহ্মাতিরিক্তবস্তুনামলীকত্বেন জ্ঞানোত্তরঞ্চ ব্রহ্মত্বেনৈব জগতাং ভানাদুক্ত-নানাত্বাপত্ত্যসম্ভবাৎ।

প্রশ্ন।

ব্রহ্মপদার্থ ঘটপটাদি স্বরূপ হইলে ঘটপটাদির নানাত্ব প্রযুক্ত ব্রহ্মপদার্থের নানাত্বপ্রসঙ্গ, অর্থাৎ ব্রহ্মপদার্থও অনেক হইতে পারে।

উত্তর।

ব্রহ্মপদার্থের অতিরিক্ত বস্তুমাত্রই অলীক প্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের অনন্তর ব্রহ্মস্বরূপেই জগতের ভান হয় অতএব ব্রহ্ম পদার্থের নানাত্বাপত্তি হয় না প্রযুক্ত উক্ত আশঙ্কা হইতে পারে না।

অতএবোক্তং যোগবাশিষ্ঠ্যে—

"আত্মাজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি আত্মজ্ঞানান্নিবর্ত্ততে।
রজ্জ্বজ্ঞানাৎ সর্পভাতি তজ্জ্ঞানাচ্চনিবর্ত্ততে॥"

অতএব যোগবাশিষ্ঠে কথিত আছে যেইরূপ রজ্জুর অজ্ঞান দ্বারা তাহাতে সর্পত্ব ভ্রম হইয়া রজ্জুর জ্ঞানাধীন ঐ ভ্রম নিবৃত্ত হয় তদ্রূপ পরমাত্মার অজ্ঞান দ্বারা ঘটত্বপটত্বাদি রূপে জগতের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হয় ব্রহ্মজ্ঞানের উত্তর এক ব্রহ্মময়ই জগৎ ইত্যাকার জ্ঞান হইয়া ঐ ভ্রম নিবৃত্তি হয়।

অত্র নৈয়ায়িকঃ—

আত্মন্যেব শরীরাদি পদার্থেতরতামতিঃ।
বাসনানাশিনী যা স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানং তদুচ্যতে॥

ইহাতে নৈয়ায়িক কহিতেছেন বাসনানাশক অর্থাৎ যাহা দ্বারা বাসনামাত্রের উচ্ছেদ হয় এতাদৃশ যে আত্মধর্ম্মিক শরীরাদি যাবৎ পদার্থের ইতরভেদ প্রকারক জ্ঞান অর্থাৎ আত্মা শরীরাদি যাবৎ পদার্থ ভিন্ন ইত্যাকার জ্ঞান সে তত্ত্বজ্ঞান পদার্থ।

অতএবোক্তং বেদে—

"অশরীরম্বাবসন্তম্প্রিয়াপ্রিয়েমাস্পৃশত।"

অতএব বেদশাস্ত্রে কহিতেছেন শরীরাদির সহিত আত্মার অভেদজ্ঞান শূন্য হইয়া স্থিত যে ব্যক্তি তাহাকে সুখ দুঃখে স্পর্শ করে না।

পদার্থলক্ষণ মাহ্ ভাষাপরিচ্ছেদে—

"দ্রব্যং গুণাস্তথাকর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।
সমবায় স্তথাভাবঃ পদার্থাঃ সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥"

আত্মাতে শরীরাদি যাবৎ পদার্থ ভেদজ্ঞান যাবৎ পদার্থ জ্ঞান ব্যতিরেকে অসম্ভব প্রযুক্ত পদার্থ নির্ব্বচন করিতেছেন দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায় এবং অভাব এই সপ্তবিধ পদার্থ কথিত আছে।

দ্রব্যঞ্চ। ক্ষিত্যপ্তেজোমরুদ্ব্যোমকালদিগ্দেহিনোমনঃ।

দ্রব্য নির্ব্বচন করিতেছেন। ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী অপ্ অর্থাৎ জল তেজ অর্থাৎ বহ্নি স্বর্ণাদি কাল অর্থাৎ মহাকাল সেই উপাধি ভেদাধীন ক্ষণ দণ্ড দিন মাস ইত্যাদি ব্যবহার্য্য হয়। দিগ্ অর্থাৎ মহাদিগ্ সেই পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম উত্তর ইত্যাকার ব্যবহার্য্য। দেহী অর্থাৎ আত্মা এবং মন এই নববিধ দ্রব্য কথিত আছে।

নিরূপ্যন্তে গুণা রূপং রসো গন্ধ স্ততঃপরং।
স্পর্শঃ সংখ্যা পরিমিতিঃ পৃথক্ত্বঞ্চ ততঃ পরং॥

সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ পরত্বঞ্চাপরত্বকং।
বুদ্ধিঃ সুখং দুঃখমিচ্ছা দ্বেষো যত্নো গুরুত্বকং॥
দ্রবত্বং স্নেহ সংস্কারাবদৃষ্টংশব্দএবচ।

গুণ নিরূপণ করিতেছেন রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ সংখ্যা অর্থাৎ একত্বদ্বিত্বাদি পরিমিতি অর্থাৎ তোলকাদিরূপ পরিমাণ পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ পরত্ব অপরত্ব বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন গুরুত্ব দ্রবত্ব স্নেহ সংস্কার অদৃষ্ট অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বয় এবং শব্দ এই চতুর্ব্বিংশতি প্রকার গুণ কথিত আছে।

উৎক্ষেপণং ততোঽবক্ষেপণমাকুঞ্চনন্তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চচ॥

কর্ম্ম নিরূপণ করিতেছেন। উৎক্ষেপণ অর্থাৎ ঊর্দ্ধদেশে ক্ষেপণ অবক্ষেপণ অর্থাৎ অধোদেশে ক্ষেপণ আকুঞ্চন অর্থাৎ অঙ্গুল্যাদির একত্রীকরণ প্রসারণ অর্থাৎ একত্রীভূত অঙ্গুল্যাদির পৃথক্ করণ এবং গমন এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম কথিত আছে।

সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ
দ্রব্যাদি ত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে॥
পরভিন্নাতু যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।

সামান্য নির্ব্বচন করিতেছেন সামান্য অর্থাৎ জাতি দ্বিবিধা পরা এবং অপরা তন্মধ্যে দ্রব্য গুণ কর্ম্ম এই তিন পদার্থে বৃত্তি অর্থাৎ তাহাতে থাকে যেঃজাতি তাহার নাম সত্তা সেই পরাসত্তাভিন্ন যে জাতি অর্থাৎ দ্রব্যত্ব গুণত্বাদি সে অপরা।

অন্ত্যো নিত্যদ্রব্যবৃত্তির্ব্বিশেষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

বিশেষ নির্ব্বচন করিতেছেন অন্ত্য হইয়া অর্থাৎ মহাপ্রলয় কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া নিত্য দ্রব্যে সমাবয় সম্বন্ধে বৃত্তি যে সে বিশেষ পদার্থ।

ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

সমবায় নিরূপণ করিতেছেন ঘটাদি অবয়বীর কপালাদি অবয়বে যে সম্বন্ধ অর্থাৎ কপালাদিতে ঘটাদি থাকে যে সম্বন্ধে সে সমবায় এবং দ্রব্যেতে গুণ কর্ম্মের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ দ্রব্যেতে গুণ আর কর্ম্ম থাকে যে সম্বন্ধে, সে সমবায়। এবং দ্রব্য গুণ কর্ম্মেতে জাতির যে সম্বন্ধ, অর্থাৎ দ্রব্য গুণ কর্ম্মেতে জাতি থাকে যে সম্বন্ধে, সে সমবায় এবং বিশেষের পরমাণুতে যে সম্বন্ধ অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ পরমাণুতে থাকে যে সম্বন্ধে সে সমবায়।

অভাবস্তু দ্বিধাসংসর্গান্যোন্যাভাবভেদতঃ।
প্রাগভাবস্তথাধ্বংসোপ্যত্যন্তাভাব এবচ॥
এবং ত্রৈবিধ্যমাপন্নঃ সংসর্গাভাব ইষ্যতে।

অভাব পদার্থ নির্ব্বচন করিতেছেন। সংসর্গাভাব অন্যোন্যাভাবভেদাধীন অভাব দ্বিবিধ। তন্মধ্যে প্রাগভাব ধ্বংস এবং অত্যন্তাভাব এই ত্রিবিধ সংসর্গাভাব কথিত আছে। তত্রচ প্রতিযোগি নাশ্যোঽভাবঃ প্রাগভাবঃ জন্যোঽভাবোধ্বংসঃ। সদাতন সংসর্গাভাবোঽত্যন্তাভাবঃ। তন্মধ্যে প্রতিযোগি দ্বারা নাশ্য ভবিষ্যতি ইত্যাদি প্রতীতিসিদ্ধ যে অভাবতাহার নামপ্রাগভাব অতএবই ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটোভবিষ্যতি ইত্যাদি প্রতীতি হয় তদনন্তর হয় না। এবং নষ্ট ইত্যাদি প্রতীতি সিদ্ধ যে জন্য অভাব তাহার

নাম ধ্বংস। অতএবই ঘটসত্ত্বে ঘটোনষ্ট ইত্যাকার প্রতীতি হয় না দণ্ডাঘাতাদি দ্বারা ভগ্ন হইলে তাদৃশ প্রতীতি হয়। সদাতন সংসর্গাভাবোঽত্যন্তাভাবঃ। নিত্য যে নাস্তি ইত্যাদি প্রতীতি সিদ্ধ সংসর্গাভাব তাহার নাম অত্যন্তাভাব। অতএব নিরন্তরই ঘটের অনধিকরণ দেশে ঘটোনাস্তি ইত্যাদি প্রতীতি হয়। তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাবোঽন্যোন্যাভাবঃ। অন্য ভিন্ন ইত্যাদি প্রতীতি সিদ্ধ তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে অভাব তাহার নাম অন্যোন্যাভাব। তাহার নিয়ম তাদাত্ম্য সম্বন্ধে ঘট ঘটেতে থাকে পট পটেতে থাকে ইত্যাদি রীতিক্রমে সকল বস্তুই তাদৃশ সম্বন্ধে স্বতে থাকে এবং সকল বস্তুরই তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্বর অতিরিক্ত স্থলে থাকে। অতএব ঘটোনঘটঃ ঘটোঘটভিন্নঃ ঘটোঘটান্যঃ ইত্যাদি প্রতীতি হয় না ঘটোনপটঃ। ঘটঃ পটভিন্নঃ। ঘটঃ পটান্যঃ ইত্যাদি প্রতীতি সর্ব্বমতেই হয়।

কৈবল্যসাধনং প্রোক্তং তত্ত্বজ্ঞানং যদেবহি।
সহসা জায়তেকেন বদ ধর্ম্মপরায়ণ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা। হে ধর্ম্ম পরায়ণ উক্ত কৈবল্য সাধন অর্থাৎ মুক্তি কারণীভূত তত্ত্বজ্ঞান শীঘ্র কিরূপে জন্মে তাহা কহিতে যোগ্য হয়েন।

উচ্যতে

কৈবল্যসাধনং জ্ঞানং প্রার্থ্যতে যদি সত্বরং।
প্রযত্নাদ্ধর্ম্মনিলয়চেতসোবিজয়ঙ্কুরু॥

প্রত্যুত্তর। হে ধার্ম্মিক যদি মোক্ষ কারণীভূত তত্ত্বজ্ঞান সহসা প্রার্থনীয় হয় তবে বিশিষ্ট যত্ন পূর্ব্বক চিত্তকে জয় কর।

তথাচোক্তং যোগশাস্ত্রে—

"একএব মনোদেবো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ।
অন্যেন বিফলঃ ক্লেশঃ সর্ব্বেষান্তজ্জয়ং বিনা॥"

অতএব যোগ শাস্ত্রে কথিত আছে: এক চিত্তস্বরূপ দেবতাকে জয় করিলেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধিদ হয় তদ্ব্যতিরেকে অন্যরূপে ক্লেশ কেবল বিফল।

ননু মনসোনিরন্তরমেব ধনপুত্রদারাদ্যাসক্ততয়া তস্য বিজয়ীকরণমতীব দুষ্করং।

জিজ্ঞাসা। চিত্ত নিরন্তরই ধন পুত্রদারাদিতে আসক্ত প্রযুক্ত তাহাকে জয় করা অর্থাৎ সুস্থির করা অতি দুষ্কর।

উচ্যতে

খলেন মিত্রতাং হিত্বা তেন সঙ্গং নিরন্তরং।
মূর্খেন সঙ্গং হীত্বা চ গচ্ছ সজ্জনসন্নিধৌ॥

প্রত্যুত্তর। চিত্তকে জয় করণের প্রার্থিত হইলে খলের সহিত মিত্রতা এবং সঙ্গ এবং মূর্খের সহিত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া নিরন্তর সজ্জনসন্নিধানে গমন কর।

স্বীকৃত্যাপি স্বীয়হানিং পরনাশোদ্যতঃ সদা।
পরেষাং সুখতোদুঃখী খলএব প্রকীর্ত্তিতঃ॥

খলের লক্ষণ কহিতেছেন। যে ব্যক্তি আত্মহানি স্বীকার করিয়াও পরের নাশে উদ্যত হয় এবং পরের সুখ দ্বারা নিতান্ত দুঃখী হয় তাহার নাম খল।

অতএবোক্তং—

বিষাগ্নিসর্পশস্ত্রেভ্যো ন তথা জায়তে ভয়ং।
অকারণ জগদ্বৈরি খলেভ্যো জায়তে যথা॥

অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে কহিয়াছেন বিষ অগ্নি সর্প এবং শস্ত্র এই সকল হতেও তাদৃক ভয় জন্মে না অকারণ অর্থাৎ নিরর্থক জগৎ সংসারের বৈরী যে খল তাহা হতে যাদৃশ ভয় জন্মে।

মূর্খলক্ষণমাহ তত্ত্ববিচারে—

"শাস্ত্রং জ্ঞানপ্রদং কিঞ্চিন্নবিজানাতি যো নরঃ।
সমূর্খঃ কথ্যতে ধীরৈ র্গায়ত্রীরহিতোথবা॥"

মূর্খের লক্ষণ তত্ত্ব বিচারে কথিত আছে যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজকীভুত শাস্ত্র মাত্রও জানে না অথবা গায়ত্রী রহিত হয় সে মূর্খ।

পণ্ডিতলক্ষণমাহ—

ন্যায়বেদাদিকং শাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানপ্রয়োজকং।
যো জনঃ পরিজানাতি স পণ্ডিত উদাহৃতঃ॥

পণ্ডিতের লক্ষণ কহিয়াছেন যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান প্রয়োজকীভূত ন্যায় বেদাদি শাস্ত্র জানে সে পণ্ডিত।

সজ্জনলক্ষণমাহ—

সৎকথা শ্রবণালাপ সৎকর্ম্মনিরতঃ সদা।
কামক্রোধাদিরহিতঃ সজ্জনঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

উক্ত গ্রন্থেই সজ্জনের লক্ষণ কহিয়াছেন যে ব্যক্তি সৎকথা অর্থাৎ ঈশ্বরগুণানুবাদ শ্রবণ সৎ প্রসঙ্গ অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রসঙ্গালাপন এবং সৎ কর্ম্ম অর্থাৎ বেদাদিবিহিত কর্ম্মাচরণ ইহাতে নিরন্তর আসক্ত থাকে এবং কাম ক্রোধাদি রিপুর বশতাপন্ন না হয় তাহার নাম সজ্জন।

তথাচোক্তং যোগবাশিষ্ঠে—

"সৎসঙ্গোবাসনাত্যাগোধ্যাত্মবিদ্যাবিচারণং।
প্রাণস্পন্দনিরোধশ্চেত্ত্যুপায়াশ্চেতসোজয়ে॥"

সৎসঙ্গের চিত্তজয়হেতুতা যোগবাশিষ্ঠে ব্যক্তা হইতেছে সৎ সঙ্গ এবং বাসনাত্যাগ এবং বেদান্তবিদ্যার বিচার এবং প্রাণ স্পন্দনিরোধ অর্থাৎ বিধিপূর্ব্বক প্রাণায়াম এই চারি কর্ম্ম চিত্ত বিজয়ের উপায়।

"মহানুভাবসম্পর্কাৎ সংসারার্ণবলঙ্ঘনে।
যুক্তিঃ সংপ্রাপ্যতে রাম দৃঢ়ানৌরিব নাবিকাৎ॥"

শ্লোকান্তরে কথিত আছে যেই রূপ নদী তরণার্থে নাবিক হতে দৃঢ়া নৌকা প্রাপ্ত হইতে পারে তদ্রূপ সৎপুরুষ সম্পর্কাধীন সংসার সমুদ্র লঙ্ঘনের উপায় প্রাপ্ত হইতে পারে।

নন্নু সৎপুরুষো যদ্যুপদেশং ন দদাতি তদা তৎ পর্য্যটনং নিরর্থকমেব ভবতি।

প্রশ্ন।

সৎপুরুষ ব্যক্তি যদি তাচ্ছিল্যতা প্রযুক্ত উপদেশ না করেন তবে ঐ পর্য্যটন কেবল নিরর্থক হয়।

উচ্যতে

সদাসন্তোভিগন্তব্যা যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশাভবন্তিতাঃ॥

ইতি যোগশাস্ত্রলিখিতত্বান্ননিষ্ফলং।

প্রত্যুত্তর। সৎপুরুষগণ যদি উপদেশ প্রদানও না করেন তথাপি

তাহাদিগের স্বাভাবিক বাক্যই উপদেশ স্বরূপ হয় ইহা যোগশাস্ত্রে লিখিত প্রযুক্ত সৎ সন্নিধানে পর্য্যটন নিষ্ফল হইতে পারে না।

কামাদিরিপবস্তত্র যদ্যপি প্রতিবন্ধিনঃ।
ভস্মীভবন্তি তেনৈব বহ্নিনা তৃণরাশিবৎ॥

উক্ত জ্ঞানোদয়ে কামক্রোধাদি রিপু প্রতিবন্ধকযোগ্য হইলেও যেরূপ বহ্নি দ্বারা তৃণরাশি ভস্ম হয় তদ্রূপ উক্ত সৎসঙ্গ দ্বারাই কামাদি রিপু ভস্ম হয়।

ইতি জ্ঞানকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

বহ্মকাণ্ডঃ।

ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা মুক্তি র্নভবেদুদিতং পুরা।
কীদৃশংতৎ পরংব্রহ্ম বদ ধর্ম্মপরায়ণ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা। হে ধর্ম্মপরায়ণ যেহেতু কহিয়াছেন ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না অতএব সেই পরংব্রহ্ম কীদৃশ তাহা আমার সন্নিধানে কহিতে যোগ্য হয়েন।

উচ্যতে

ব্রহ্মাদিদেহৈরনিশং পরাত্মা
সৃষ্টিস্থিতীসংহৃতিমাতনোতি।
শৈবোথশাক্তোহরিভক্তি যুক্তো
ধ্যায়েৎ সদা যং প্রলয়াদিহীনঃ॥

গুরু কহিতেছেন। যিনি ব্রহ্মাদি শরীর ধারণ পূর্ব্বক সৃষ্টি স্থিতি

প্রলয় এই তিন কর্ম্মাচরণ করেন অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মমূর্ত্তি দ্বারা সৃষ্টি, বিষ্ণুমূর্ত্তি দ্বারা পালন, রুদ্র মূর্ত্তি দ্বারা সংহার করেন এবং যাহাকে শৈব শাক্ত এবং বৈষ্ণব এই সকলে নিরন্তর ধ্যান করে তিনি পরমাত্মা।

লক্ষণান্তরঞ্চ—

জীবাৎ পরোসৌ ভুবনত্রয়াদি
স্ত্বেকঃ পরাত্মা রজআদিযুক্তঃ।
ত্রিবর্ণরূপোপি শরীরোহীনো
ভক্তেষ্টসিদ্ধ্যর্থমুপৈতি দেহং॥

লক্ষণান্তর কহিতেছেন যিনি জীব হইতে ভিন্ন এবং ভুবনত্রয়ের আদি এবং এক অর্থাৎ যাহার স্বজাতীয় ব্যক্ত্যন্তর নাই এবং রজঃ সত্ত্ব এবং তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ বিশিষ্ট এবং ত্রিবর্ণরূপ অর্থাৎ অকার উকার মকার এতদ্বর্ণত্রয় স্বরূপ এবং অশরীরী হইয়াও ভক্তের ইষ্টসিদ্ধ্যর্থ শরীর স্বীকার করেন তিনি পরমাত্মা।

অতএবোক্তং মঙ্গলবাদে—

"গুণাতীতোপীশস্ত্রিগুণসচিবস্ত্র্যক্ষরময়স্ত্রিমূর্ত্তি
র্যঃ সর্গস্থিতিবিলয়কর্ম্মাণি তনুতে।
কৃপাপারাবারঃ পরমগতিরেকস্ত্রিজগতাং
নমস্তস্যৈকস্মৈচিদমিতমহিম্নে পুরভিদে॥"

অতএব মঙ্গলবাদে কথিত আছে যিনি রূপাদি গুণের এবং সুখ দুঃখাদি গুণের অতীত হইয়া অর্থাৎ তাদৃশ গুণরহিত হইয়াও ইচ্ছাবন্ত এবং ত্রিগুণসচিব অর্থাৎ রজআদি ত্রিগুণের সহায় এবং ত্র্যক্ষর ময় অর্থাৎ অকার উকার মকার বর্ণত্রয় স্বরূপ এবং যিনি ব্রহ্মাদি

মূর্ত্তিত্রয় অঙ্গীকার পূর্ব্বক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ম্মত্রয় বিস্তার করেন এবং কৃপার সাগর অর্থাৎ যাহার অপরিমিত কৃপা এবং যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এই ত্রিলোকের পরমগতি এবং স্বজাতীয় দ্বিতীয় রহিত এবং অপমিতমহিমা অর্থাৎ যাহার মহিমার পরিমাণ নাই এবং যিনি অনায়াসে ত্রিপুরাসুরের বিনাশকারী তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করি।

বেদে চ—

"অপাণিপাদোজবনোগৃহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ সশৃণোত্যকর্ণঃ।
সবেত্তিবিশ্বং নহি তস্য বেত্তা
তমাহুবাদ্যং পুরুষঃপ্রধানং॥"

পরমেশ্বরের নিরাকারাবস্থা বেদশাস্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে যিনি হস্ত-রহিত হইয়া গ্রহণে পাদরহিত হইয়া গমনে নিযুক্ত আছেন এবং চক্ষু রহিত হইয়া দর্শনে কর্ণরহিত হইয়া শ্রবণে নিযুক্ত আছেন এবং সকলের অদৃশ্য হইয়া বিশ্ব সংসারকে দর্শন করিতেছেন তাঁহা-কে যোগীরা সকলের আদি এবং পুরুষ প্রধান করিয়া [illegible]নন।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥

তাঁহার রূপ স্বীকারও বেদে ব্যক্ত হইতেছে চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞান স্বরূপ এবং অদ্বিতীয় অর্থাৎ স্বজাতীয় দ্বিতীয় রহিত এবং নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণ এবং অশরীরী যে ব্রহ্ম পদার্থ তাঁহারও উপাসক ব্যক্তি গণের কার্য্যসিদ্ধার্থ রূপ স্বীকার আছে।

জামলে—

"সত্ত্বং রজস্তমইতি গুণত্রয়মুদাহৃতং।

সাম্যাবস্থানমেতেষামব্যক্তাং প্রকৃতিং বিদুঃ॥
সাএবমূলাপ্রকৃতিঃ প্রধানং পুরুষোপি চ।"

ব্রহ্মপদার্থের প্রকৃতি পুরুষ উভয় স্বরূপত্ব জামলগ্রন্থে শিববাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে সত্ত্ব রজঃ তম এই গুণত্রয়ের সমানরূপে অবস্থিতির নাম অব্যক্তাপ্রকৃতি, সেই মূলা প্রকৃতি অর্থাৎ সকলের কারণীভূতা প্রকৃতি এবং প্রধান এবং পুরুষ।

ননু শৈবাদ্যুপাসিত দেবতায়া ব্রহ্মপদবাচ্যত্বে সৌর গাণপত্যাদীনামুপাসনং নিরর্থকমেবস্যাদিতি চেন্ন উক্তশৈবাদিপদস্য যাবৎ সাধকপরত্বাৎ।

প্রশ্ন। শৈব শাক্ত বৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপাসিত দেবতার ব্রহ্মপদার্থত্ব নির্ব্বচন করিলে সৌরগাণপত্যাদি কর্ত্তৃক উপাসনা নিষ্ফলা হইতে পারে।

উত্তর পূর্ব্বকথিত শ্লোকে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব পদ কেবল যাবৎসাধকপর অতএব তাহার পর্য্যবসিত অর্থ ব্যক্ত হইতেছে সাধক ব্যক্তিরা সকলে যাঁহার ধ্যান করেন তিনি পরমেশ্বর অর্থাৎ যেহেতুক এক পরমাত্মাই সকল দেবতাস্বরূপ অতএব দেবতা মাত্রের ধ্যান দ্বারাই তাঁহার ধ্যান আচরণীয় হয়।

অতএবোক্তং মুক্তিবিচারে—
"যো যো যাদৃশ ভাবেন নিত্যং ধ্যায়তি ভক্তিতঃ।
তত্তদ্রূপেণ তস্যেষ্টং পূরয়েৎ পরমেশ্বরঃ॥"

অতএব মুক্তি বিচারে কহিয়াছেন যে মানব নিরন্তর ভক্তিপূর্ব্বক যাদৃশ রূপবিশিষ্ট দেবতার ধ্যান করে পরমেশ্বর তাদৃশ রূপবিশিষ্ট হইয়া তাহার অভিলাষ পূরণ করেন।

ইতি ব্রহ্মকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

মুক্তিকাণ্ড।

মুক্তিশ্চ কীদৃশী প্রোক্তা দেবাদীনাং সুদুর্লভা।
ন জানামি বিশেষেণ বদ ধর্ম্মপরায়ণ ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা। হে ধর্ম্মপরায়ণ! দেবাদি কর্ত্তৃক দুর্লভ যে পূর্ব্ব কথিত মুক্তি পদার্থ সে কীদৃশ তাহা আমি অজ্ঞাত প্রযুক্ত আপনি কহিতে নিযুক্ত হয়েন।

অত্র সমাধানং মুক্তিবিচারে—

"মুক্তি র্দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যান্নস্যাত্তত্ত্বধিয়ং বিনা।
জীবন্মুক্তিশ্চ পরমা দ্বিবিধা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥"

মুক্তি কীদৃশী তাহার সবিশেষ মুক্তিবিচার গ্রন্থের বিচার দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। মুক্তি পদার্থ দুঃখ নিবৃত্তিস্বরূপ কিন্তু সে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে জন্মে না। এবং সে দ্বিবিধ প্রথমা জীবন্মুক্তি দ্বিতীয়া নির্ব্বাণমুক্তি।

ননু দুঃখনিবৃত্তিঃ কিং দুঃখধ্বংসস্তৎ প্রাগভাবো ত্যন্তাভাবো বা নাদ্যঃ তত্ত্বজ্ঞানবিরহিণামপি সাংসারিকপুরুষাণামতীতদুঃখধ্বংসবত্ত্বেন মুক্তত্বাপত্তেঃ। নাপি-দ্বিতীয়ঃ। মুক্তপুরুষাণাং পুনর্দুঃখোৎপত্তিসম্ভাবনাবিরহেণাসম্ভবাপত্তেঃ উক্ত সাংসারিকাণামতিব্যাপ্ত্যাপত্তেশ্চ। নাপি তৃতীয়ঃ উক্ত সাংসারিকাণামেব দুঃখবিগমকালাবচ্ছেদেন তদত্যন্তাভাববত্ত্বেনোক্তাতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ।

জিজ্ঞাসা। যে দুঃখ নিবৃত্তি স্বরূপ মুক্তি পদার্থ নির্ব্বাচ্য হইয়াছে সেই দুঃখ নিবৃত্তি কি দুঃখ ধ্বংস, কি দুঃখপ্রাগ্‌ভাব, কি দুঃখের অত্যন্তাভাব। তন্মধ্যে দুঃখধ্বংসের মুক্তি পদার্থত্ব স্বীকার করিলে দুঃখবন্ত যে সাংসারিক পুরুষ তাহাতে পূর্ব্বকালীন দুঃখের ধ্বংস আছে প্রযুক্ত মুক্তত্বের আপত্তি অর্থাৎ তাহাকে মুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে অতএব দুঃখধ্বংসকে মুক্তি পদার্থ বলা যায় না। দুঃখ প্রাগ্‌ভাবের মুক্তিপদার্থত্ব স্বীকার করিলে মুক্ত পুরুষের পুনর্দুঃখ সম্ভাবনা নাহি প্রযুক্ত তাহাতে দুঃখের প্রাগ্‌ভাব থাকে না অতএব মুক্তত্বের অনুপপত্তি অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তিকেও মুক্ত বলা যাইতে পারে না অতএব দুঃখপ্রাগ্‌ভাবকে মুক্তি বলা যায় না। দুখের অত্যন্তাভাবকে মুক্তি পদার্থত্ব স্বীকার করিলে উক্ত সাংসারিকের দুঃখ নাশকালীন মুক্তত্বাপত্তি অর্থাৎ তৎকালীন সাংসারিক পুরুষকেও মুক্ত পুরুষ বলা যাইতে পারে অতএব দুখের অত্যন্তাভাবকে মুক্তি পদার্থ বলা যায় না।

অত্রোচ্যতে

দুঃখৈককালতাশূন্যো দুঃখধ্বংসোমৃতং ভবেৎ।
অথবাত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির্মুক্তিরুচ্যতে॥

প্রত্যুত্তর। দুঃখের সহিত এককালীনতা শূন্য যে দুঃখধ্বংস অর্থাৎ যে দুঃখধ্বংস কালীন দুঃখমাত্রই না থাকে সেই দুঃখধ্বংস মুক্তি পদার্থ। তাহাতে আপত্তি, উক্তরূপে মুক্তি পদার্থ নির্ব্বচন করিলে চরম দুঃখ ধ্বংস স্বরূপ মুক্তিকালে পুরুষান্তরীয় দুঃখের বিদ্যমানতা প্রযুক্ত অব্যাপ্তি অর্থাৎ মুক্ত পুরুষকে মুক্ত বলা যাইতে পারে না। অতএব মুক্তিবাদ রীতিক্রমে অথবা ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নির্দ্দোষ লক্ষণ করিতেছেন আত্যন্তিকী যে দুঃখ নিবৃত্তি সেই মুক্তি।

স্বাশ্রয়ে বর্ত্তমানেন দুঃখেনৈব সহোচ্যতে।
এককালীনতাশূন্যো দুঃখধ্বংসো মৃতং হি তৎ॥

আত্যন্তিকী দুঃখ নিবৃত্তি ইত্যাকার উক্তশব্দের পর্য্যবসিতার্থ ব্যক্ত হইতেছে। যে দুঃখধ্বংস ব্যক্তি স্বকীয়াধিকরণে বর্ত্তমান দুঃখের এককালীন না হয় অর্থাৎ যে দুঃখধ্বংসের পর পুনর্ব্বার কস্মিনকালেও তাহার অধিকরণ আত্মাতে দুঃখের উৎপত্তি না হয় সেই দুঃখধ্বংসের নাম মুক্তি।

জীবন্মুক্তিলক্ষণমাহ মুক্তিবিচারে—
"দেহাবচ্ছিন্নপুরুষে যা মুক্তিঃ পরিজায়তে।
জীবন্মুক্তি র্বুধৈঃ প্রোক্তা জীবন্মুক্তস্তয়াযুতঃ॥"

তদনন্তর মুক্তিবিচার কথিত বাক্য দ্বারা জীবন্মুক্তির লক্ষণ ব্যক্ত হইতেছে। জীব যৎকালীন শরীর বিশিষ্ট হইয়া বিরাজমান হয়েন তৎকালীন যে তাহাতে মুক্তির উৎপত্তি হয় তাহার নাম জীবন্মুক্তি, তাদৃশ মুক্তি বিশিষ্ট যে উক্ত পুরুষ তাহার নাম জীবন্মুক্ত।

লক্ষণান্তরঞ্চ।
সুখে দুঃখে চ সমতা জ্ঞানবানরিমিত্রয়োঃ।
কামক্রোধাদিরহিতো জীবন্মুক্তঃ সউচ্যতে॥

জীবন্মুক্তের কি স্বভাব তাহা লক্ষণান্তর বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। যে ব্যক্তি সুখ দুঃখকে তুল্য জ্ঞান করে। এবং শত্রু মিত্র দুএতে তুল্য জ্ঞান করে এবং কাম ক্রোধ লোভাদি রিপুর বশ্য না হয় তাহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়।

অতএব ভগবদ্গীতায়াং—
"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিরধীর্মুনিরুচ্যতে॥”

অতএব ভগবদ্গীতাতে কহিয়াছেন যে মানব দুঃখ সমূহ দ্বারা উদ্বিগ্নচিত্ত না হয় এবং সুখমাত্রের অভিলাষ যুক্ত না হয় এবং কাম ক্রোধাদি রিপুর বশতাপন্ন না হয় সেই স্থিরবুদ্ধিকে মুনি অর্থাৎ তাহাকে জীবন্মুক্ত বলা যায়।

ননু জীবন্মুক্তানাং শরীরধারিত্বাৎ কথং তেষাং সুখদুঃখাদীনামনুৎপত্তিঃ। উচ্যতে সুখদুঃখাদীনাং মিথ্যাজ্ঞানজন্যবাসনাজন্যত্বেন তস্যাশ্চ মুক্তপুরুষস্যাসত্ত্বেন সুখাদ্যুৎপত্ত্যসম্ভবঃ।

প্রশ্ন। জীবন্মুক্তি যে ব্যক্তি সে শরীরধারীপ্রযুক্ত তাহার কিহেতুক সুখ দুঃখাদি না জন্মে।

প্রত্যুত্তর। মিথ্যা জ্ঞান জন্য বাসনা দ্বারা সুখ দুঃখাদির উৎপত্তি হয় মুক্ত পুরুষের মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনা রাহিত্য প্রযুক্ত সুখ দুঃখাদি জন্মে না।

অতএবোক্তং যোগবাশিষ্ঠে—

“অহঙ্কারময়ীংত্যক্ত্বা বাসনাং লীলয়ৈবযঃ।
তিষ্ঠতি ধ্যেয়সন্ত্যাগী জীবন্মুক্তঃ সউচ্যতে॥”

অতএব যোগবাশিষ্ঠ্যে কহিয়াছেন। যে মানব অহঙ্কার জন্য বাসনাকে অনায়াসক্রমে ত্যাগ করণানন্তর ধ্যেয় ধ্যান সন্ত্যাগী হইয়া স্থিত হয় সেই মানব জীবন্মুক্ত।

উক্তঞ্চ—

দূরে মুঞ্চতিবন্ধুমন্ধমিব যঃ সঙ্গাদ্ভুজঙ্গাদিবৎ
ত্রাসং যো বিদধাতি বেত্তি সদৃশং রোগঞ্চ ভোগঞ্চ যঃ।

স্ত্রৈণেয়ে তৃণবদ্ঘৃণাং প্রকুরুতে মিত্রেষ্বমিত্রেষ্বপি।
শান্তং যস্য সমং সুমঙ্গলমিহামুত্রাপি মর্ত্ত্যোশ্নুতে ॥

জীবন্মুক্তের কি স্বভাব তাহা বিশেষরূপে যোগবাশিষ্ঠে কহিয়াছেন যে মানব বন্ধুবর্গকে অন্ধপ্রায় দূরে ত্যাগ করে। এবং জনের সহিত সঙ্গকে সর্পপ্রায় ত্রাস করে। এবং রোগ ভোগ উভয়কে তুল্য জ্ঞান করে। এবং স্ত্রীসমূহে কুৎসিত তৃণ প্রায় নিন্দা করে। এবং শত্রু মিত্র উভয়তে তুল্য আচরণ করে সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে কল্যণ প্রাপ্ত হয় পরলোকে অর্থাৎ শরীর ত্যাগানন্তর নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

নির্ব্বাণলক্ষণমাহ মুক্তিবিচারে—
"শরীরেণানবচ্ছিন্নে জীবে মুক্তিশ্চ যা ভবেৎ।
সা জ্ঞেয়া পরমা মুক্তি স্তয়া নির্ব্বাণমুক্তকঃ॥"

জীবেতে শরীরত্যাগানন্তর যে মুক্তি তাহার নাম নির্ব্বাণ মুক্তি ঐ মুক্তিবিশিষ্ট যে জীব তাহাকে নির্ব্বাণ মুক্ত বলা যায়।

ননু চরমদুঃখধ্বংসদশায়াং দুঃখজনকাদৃষ্টবি[illegible]হ-ণার্থবশাদেবাত্যন্তিকদুঃখংসত্বাবচ্ছিন্নোৎপাদসম্ভবাত্তত্ত্ব-জ্ঞানস্য তদবচ্ছিন্নজনকতায়াং মানাভাব ইতিচেন্ন সা-ধকাভাবএবকার্য্যতাবচ্ছেদকত্বে বাধকঃ উপদর্শিতমু-ক্তিত্বাবচ্ছিন্নত্বং প্রতি তত্ত্বজ্ঞানহেতুতায়াশ্চ ন্যায়বেদা-দিসিদ্ধত্বাৎ।

প্রশ্ন। চরমদুঃখ নাশ দশাতে দুঃখজনক অদৃষ্টের অবিদ্যমা-নতা প্রযুক্ত সুতরাং তাদৃশ মুক্তির উৎপত্তি হয় তাদৃশ মুক্তির প্রতি তত্ত্বজ্ঞানের কারণতা স্বীকার কেবল নিরর্থক।

প্রত্যুত্তর। মুক্তির প্রতি যে তত্ত্বজ্ঞান কারণ তাহা ন্যায় বেদাদি বহুতর শাস্ত্র প্রমাণ সিদ্ধ অতএব তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

তদুক্তং বৌদ্ধাধিকারে—

"ইহ খলু নিসর্গপ্রতিকূলস্বভাবং সর্ব্বজনসম্বেদনসিদ্ধং দুঃখং জিহাসবঃ সর্ব্বএব তদ্ধানোপায়মবিদ্বাংসোহনুসরন্তশ্চ সর্ব্বাধ্যাত্মবিদেকবাক্যতয়া তত্ত্বজ্ঞানমেব তদুপায়মাকর্ণয়ন্তি ন ততোন্যজ্ঞানমিতি।"

দুঃখ যে স্বাভাবিক দ্বেষ্য ইহা সর্ব্বজনের অনুভবসিদ্ধ অতএব তাদৃশ দুঃখ ত্যাগেচ্ছুক যে বেদান্তিতার্কিকাদি পণ্ডিতগণ তাঁহারা দুঃখ বিগমোপায় অজ্ঞাত প্রযুক্ত একবাক্যতাপন্ন হইয়া গুরু সন্নিধানে জিজ্ঞাসা করণানন্তর তত্ত্বজ্ঞানই তদুপায় তদ্ব্যতিরেকে উপায় নাই এইরূপ শ্রবণ করিলেন।

নচার্থবশাদেবফলোৎপত্তিসম্ভবে সাধকসত্ত্বেপি গুরুতরকার্য্যকারণভাবকল্পনং নির্যুক্তিকমিতি বাচ্যং তত্ত্বজ্ঞানস্যমুক্তিত্বাবচ্ছিন্নংপ্রতি সাক্ষাৎকারণত্বাস্বীকারেপি তদবচ্ছিন্নম্প্রতি তস্য প্রয়োজকত্বং দুর্ব্বারমেব তত্ত্বজ্ঞানংবিনা পাপপ্রবাহবিচ্ছেদাসম্ভবেন দুঃখানুবৃত্তেরাবশ্যকতয়া দুঃখধ্বংসে দুঃখাসমানকালীনত্বানির্ব্বাহাৎ যেন বিনাযদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নস্যানির্ব্বাহ স্তস্যৈব তদবচ্ছিন্নপ্রয়োজকত্বাৎ।

প্রশ্ন। স্বভাবতঃ যদি মুক্তি স্বরূপ ফলোৎপত্তি হইতে পারে

তবে তাহার প্রতি তত্ত্ব জ্ঞানের গুরুতর কারণত্ব স্বীকার কেবল নির্য্যুক্তিক হয়।

প্রত্যুত্তর। মুক্তির প্রতি তত্ত্ব জ্ঞানের সাক্ষাৎ কারণত্ব স্বীকার অকর্ত্তব্য হইলেও তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে পাপ রাশি বিচ্ছেদ হয় না, পাপ রাশি বিচ্ছেদ ব্যতিরেকেও মুক্তির উদয় হয় না অতএব অবশ্যই পরম্পরা কারণত্ব স্বীকার করিতে হয় যেই হেতুক যৎপদার্থ ব্যতিরেকে যৎ পদার্থের উৎপত্তি না হয় তৎপদার্থের প্রতি তৎপদার্থের প্রয়োজকত্ব স্বীকার সর্ব্ববাদি সিদ্ধ।

ননু ভোগমন্তরেণ কর্ম্মণাং ক্ষয়াসম্ভবেন কথং তত্ত্বজ্ঞানস্য মুক্তাবুপযোগিত্বমিতি চেন্ন যথৈধাংসি সমিদ্ধোগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতের্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ইতি ভগবদ্বাক্যপ্রমাণাৎ তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তাববশ্যমেব পাপপ্রবাহবিচ্ছেদেন তস্য মোক্ষোপযোগিত্বাৎ।

প্রশ্ন। ভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্ম ক্ষয়ের অসম্ভব প্রযুক্ত কিরূপে তত্ত্বজ্ঞানের মোক্ষোপযোগিত্ব সম্ভব হয়।

প্রত্যুত্তর। যেই রূপ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠ সমূহকে ভস্ম রাশি করে তদ্রূপ জ্ঞান স্বরূপ অগ্নি পাপ পুণ্য সকল কর্ম্মকে ভস্ম রাশি করে, ইত্যাকার ভগবৎ শ্রীকৃষ্ণ বাক্য প্রমাণ হেতুক তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর অবশ্যই পাপ রাশি বিচ্ছেদ হয় প্রযুক্ত তাহাতে মোক্ষের প্রতি উপযোগিতা স্বীকার করিতে হয়।

নচ তথাসতি মাভুক্তং ক্ষীয়তেকর্ম্মকল্পকোটিশতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং॥

ইতি ভগবদ্গীতায়া অপ্রামাণ্যাপত্তেরিতি বাচ্যং কাশী-মরণ জ্ঞানগঙ্গামরণ পুরুষোত্তমদর্শনাদিনা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তৌ কায়ব্যূহেন চিরকালনাশ্যকর্ম্মণাং ঝটিতি না-শোপগমেন মাভুক্তমিত্যাদি গ্রন্থাবিরোধাৎ।

প্রশ্ন তত্ত্ব জ্ঞানদ্বারা কর্ম্ম মাত্রের ক্ষয় স্বীকার করিলে কোটি শত কল্প দ্বারাও ভোগ ব্যতিরেকে কর্ম্ম ক্ষয় পায় না অতএব কৃত শুভাশুভ কর্ম্মের অবশ্যই ভোগ হয়, ইত্যাকার ভগবদ্গীতা বাক্যের অপ্রামাণ্যাপত্তি অর্থাৎ ভগবদ্গীতাও প্রমাণ হইতে পারে না।

প্রত্যুত্তর। কাশী মরণ জ্ঞান পূর্ব্বক গঙ্গা মরণ এবং পুরুষোত্তম দর্শন ইত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ এক আত্মার অনেক শরীর উৎপন্ন হইয়া চিরকাল নাশ যোগ্য কর্ম্মের ঝটিতি নাশ স্বীকার জন্য মাভুক্তং ইত্যাদি গ্রন্থের অবিরোধ প্রযুক্ত উক্ত পূর্ব্বপক্ষ গ্রাহ্য হইতে পারে না।

বস্তুতস্তু। মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম ইত্যত্র কর্ম্মপদস্য প্রারব্ধকর্ম্মস্বেব তাৎপর্য্যমন্যথা প্রায়শ্চিত্তানাং নিষ্প্রয়োজনকত্বেন বেদস্যাপ্রামাণ্যাপত্তেঃ।

বস্তুতঃ মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম ইত্যাদি বচনান্তর্গত যে কর্ম্ম পদ সে শরীরারম্ভক কর্ম্মপর অর্থাৎ সেই কর্ম্ম শরীরভোগের চরম নিয়তকাল পূরণ ব্যতিরেকে কোন রূপেও ক্ষয় পায়না কিন্তু অন্য কর্ম্ম জ্ঞানাদি দ্বারা অবশ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে পারে। ভোগ ব্যতি-রেকে যদি কর্ম্মমাত্রেরও ক্ষয় না হয় তবে বেদাদি শাস্ত্র বিহিত যে চান্দ্রায়ণাদি রূপ প্রায়শ্চিত্ত তাহার আচরণ নিরর্থক হয় তাহাতে

ইষ্টাপত্তি করিলেবেদাদির অপ্রামাণ্যাপত্তি অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রও প্রমাণপদবাচ্য হইতে পারে না।

অথ তত্ত্বজ্ঞানোত্তরমদৃষ্টবিরহেণ দুঃখস্যেব সুখস্যাপ্যনুৎপত্ত্যা ইচ্ছাবিরহাৎ কথং বিশেষদর্শিনাং তদুপায়ে প্রবৃত্তিঃ প্রয়োজনমুদ্দিশ্যৈব প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্তেরিতিচেন্ন প্রয়োজনঞ্চ দ্বিবিধং স্বতঃপ্রয়োজনং গৌণপ্রয়োজনঞ্চ তত্র স্বতঃপ্রয়োজনত্বমুৎকটেচ্ছাবিষয়ত্বং তস্য চ সুখতদ্ভোগবদ্দুঃখাভাবেপি সত্ত্বাৎ প্রেক্ষাবতাং প্রবৃত্ত্যুপপত্তেঃ।

প্রশ্ন। সুখ এবং দুঃখ এই উভয়ই অদৃষ্টজন্য তত্ত্ব জ্ঞানের অদৃষ্ট নাশকতাপ্রযুক্ত তদনন্তর অদৃষ্ট মাত্রেরই অসম্ভব অতএব মুক্ত ব্যক্তির যেইরূপ দুঃখের উৎপত্তি হয় না তদ্রূপ সুখেরও উৎপত্তি হয় না প্রযুক্ত মুক্তির কারণ যোগাভ্যাসাদিতে বিবেচক ব্যক্তি কিনিমিত্তে প্রবৃত্ত হইবে।

উত্তর। প্রয়োজন দ্বিবিধ স্বতঃ প্রয়োজন এবং গৌণ প্রয়োজন তন্মধ্যে উৎকটেচ্ছার বিষয় যে অর্থাৎ যাহার নিমিত্তে প্রাথমিক ইচ্ছা হয় সে স্বতঃ প্রয়োজন অতএব সুখের এবং সুখ ভোগের প্রায় দুঃখ নিবৃত্তি স্বরূপ মুক্তিকেও স্বতঃ প্রয়োজন বলা যায় অতএব অবশ্যই বিবেচক ব্যক্তিরা তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।

নচোক্তাপবর্গস্য সুখবিরোধিতয়া তত্রোৎকটেচ্ছায়া অসম্ভবেন প্রয়োজনত্ববিরহ ইতি বাচ্যং সুখাভাবনিয়তত্বেপি পুনর্দুঃখসম্ভাবনাবিরহেণ তত্রেচ্ছোৎপত্তৌ বাধকবিরহাৎ তস্য প্রয়োজনত্বোপপত্তেঃ।

প্রশ্ন। আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিরূপ, যে মুক্তি সে সুখের বি-রোধিনী অর্থাৎ তাদৃশ মুক্তির অনন্তর সুখের সম্ভাবনাও থাকে না, অতএব তাহাতে ইচ্ছা জন্মে না প্রযুক্ত তাহাকে কিরূপে প্রয়োজন পদার্থ বলা যায়।

উত্তর। যদ্যপি তাদৃশ মুক্তির অনন্তর সুখ সম্ভাবনা না থাকে তথাপি পুনর্ব্বার কস্মিন্ কালেও দুঃখ সম্ভাবনা থাকে না প্রযুক্ত তাহাতে অবশ্য বিবেচক ব্যক্তির ইচ্ছা হয় অতএব উক্ত আশঙ্কা হইতে পারে না।

নচ দ্বেষস্য প্রবৃত্তিবিরোধিতয়া ধর্ম্মাদিনাশকতত্ত্বজ্ঞা-নদ্বারা সুখনিবৃত্তিসাধনত্বেন মোক্ষোপায়ে দ্বেষস্যৈবো-দয়াদ্বিশেষদর্শিনাং প্রবৃত্ত্যনুপপত্তিরিতি বাচ্যং সুখে-ষৎকটরাগবতাং বিষয়িণাং তাদৃশমোক্ষে উৎকটদ্বেষো-দয়েন মোক্ষোপায়ে ন ভবত্যেব প্রবৃত্তিঃ বিবেকিনান্তু বহুতর দুঃখানুবিদ্ধতয়া ক্ষয়িতয়া চ সুখেষু নোৎকটরা-গস্তাদৃশমোক্ষেপি ন দ্বেষ ইতি মোক্ষোপায়ে প্রবৃত্ত্যু-পপত্তেঃ।

প্রশ্ন। যোগাভ্যাসদ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান হয়, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অদৃষ্ট নাশ হয়, অদৃষ্ট নাশ দ্বারা সুখের নিবৃত্তি হয় ইত্যাকার বিবে-চনা দ্বারা যোগাভ্যাসে অবশ্যই দ্বেষ জন্মে তাদৃশ দ্বেষের প্রবৃত্তি বিরোধিতা প্রযুক্ত কিরূপে যোগাভ্যাসেতে প্রবৃত্তির সম্ভাবনা হয়।

উত্তর। সুখেতে উৎকটানুরাগ বিশিষ্ট বিষয়িদিগের এতা-দৃশ মুক্তির কারণ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্তি না হউক সুখ বহুতর দুঃখা-নুবিদ্ধ অর্থাৎ নানাবিধ দুঃখ ভোগ ব্যতিরেকে সুখ প্রাপ্তি হইতে

পারে না, এবং তাহাও চিরস্থায়ী না, ইত্যাকার বিবেচনা দ্বারা বিবেকি ব্যক্তিদিগের তাহাতে অনুরাগ হয় না, এবং তাদৃশ মুক্তি-তেও দ্বেষ জন্মে না প্রযুক্ত অবশ্যই মোক্ষোপায় যোগাভ্যাসাদিতে প্রবৃত্তি হয়।

অতএবোক্তং মুক্তিবাদে—

"অবিবেকিনঃ সুখমাত্রলিপ্সবোবহুতরদুঃখানুবিদ্ধং

সুখমুদ্দিশ্য—

যুষ্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি শিরোমদীয়ং যদি যাতি যাতু।
সীতানিনাশং জনকাত্মজার্থে দশাননেনাপি দশাননানি॥

ইতিকৃত্বাপরদারাদিষু প্রবর্ত্তমানাঃ

বরং বৃন্দাবনেরণ্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং;
নচ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥

ইতিবদন্তোত্রাধিকারিণঃ।

যেচবিবেকিনোস্মিন্ সংসারকান্তারে কিয়ন্তি
দুঃখদুর্দ্দিনানি কিয়তীবা সুখখদ্যোতিকেতি
কুপিতফণিফণাচ্ছায়ামণ্ডপপ্রতিমনিদর্মিতি
মন্যমানাঃ সুখমপিহাতুমিচ্ছন্তি তেহত্রাধিকারিণঃ॥"

অতএব মুক্তিবাদে কহিয়াছেন হে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি! যেহেতুক রাবণ রাজা সীতার নিমিত্তে দশমুণ্ডই নাশ স্বীকার করিয়াছে অতএব তোমার অর্থে যদি আমার মস্তক যায় তবে যাউক ইত্যাকার বিবে-চনা পূর্ব্বক বহুতর দুঃখানুবিদ্ধ সুখ উদ্দেশ করিয়া পরদারাদিতে প্রবর্ত্তমান অবিবেকী সুখমাত্র লিপ্সুক মানবগণ এবং বৃন্দাবনে

স্বরূপ অরণ্যে শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হইলে বৈশেষিক মুক্তি অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি প্রার্থনা করি নাই ইত্যাকার বিবেচক মানবগণ উক্ত মুক্তিতে অধিকারী হয় না। এই সংসার দুর্গম পথে অসংখ্য দুঃখ দুর্দ্দিন। খদ্যোতপ্রায় সুখ যেরূপ রৌদ্রে উত্তপ্ত ব্যক্তির কুপিত ফণীর ছায়াবলম্বন জন্য সুখ ইত্যাকার বিবেচক যে বিবেকী মানবগণ সে সুখ পরিত্যাগেও ইচ্ছুক হয় প্রযুক্ত এতাদৃশ মুক্তিতে অধিকারী হয়।

পরন্তু সাংসারিকাণামপি সুখানুরাগো ভ্রান্তিমূলকএব তদেবোক্তং যোগশাস্ত্রে—

"স্বস্বরূপমজানন্বৈ জনোয়ং দৈববর্জ্জিতঃ।
বিসয়েষু সুখং বেত্তি পশ্চাৎ পাকে বিষান্নবৎ॥"

বস্তুতঃ সাংসারিক ব্যক্তিরও সুখানুরাগ কেবল ভ্রান্তিমূলমাত্র তাহাই যোগ শাস্ত্রে কহিয়াছেন মানব ভাগ্যহীন প্রযুক্ত বিষয়ে সুখ জ্ঞান করে। ফলিতার্থে সুখ জন্মে না যেরূপ বিষমিশ্রিত অন্নের অজ্ঞানে এতদন্ন ভক্ষণ দ্বারা সুখ হইবে ইত্যাকার জ্ঞানপূর্ব্বক বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ দ্বারা দুঃখ প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ আত্মার অজ্ঞানে ধনপুত্রাদি দ্বারা বহুতর সুখ লাভ হইবে ইত্যাকার জ্ঞানপূর্ব্বক বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া নিরন্তরই দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

অতএব রুদ্রজামলে—

"প্রভবং সর্ব্বদুঃখানামাশ্রয়ং সকলাপদাং।
আলয়ং সর্ব্বপাপানাং সংসারং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে॥"

সংসারের কীদৃশ দোষ তাহা জামল গ্রন্থে পার্ব্বতীর প্রতি শিববাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে হে প্রিয়ে! সংসার যেহেতুক সকল

দুঃখের উৎপত্তি স্থান এবং সকল আপদের আশ্রয় এবং সকল পাপের আলয় অতএব তাহা পরিত্যাগ করিতে হয়।

কৃত্বাপাপবিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়সর্পিষা।
রাগদ্বেষানলৈঃ পক্কং মৃত্যুরশ্নাতি মান

যম মানবদিগকে পাপ স্বরূপ অস্ত্র দ্বারা বিদারণপূর্ব্বক বিষয় স্বরূপ ঘৃত দ্বারা অভিষেকানন্তর রাগ দ্বেষ স্বরূপ অগ্নি দ্বারা পাক করিয়া ভক্ষণ করেন।

ঐশ্বর্য্যং স্বপ্নসঙ্কাশং যৌবনং কুসুমোপমং।
তড়িদ্বৎ পরমায়ুশ্চ মান নাং সুরেশ্বরি॥

হে সুরেশ্বরি! মানবদিগের স্বপ্ন তুল্য ঐশ্বর্য্য এবং পুষ্প তুল্য যৌবন বিদ্যুতন্যায় পরমায়ু অর্থাৎ সকলই কার্য্যানুপযোগী।

ইতি মুক্তিকাণ্ডঃ সমাপ্তঃ।

বৌদ্ধবিচার।

কুত্র কেন প্রকারেণ বৌদ্ধেন সহ সত্তম।
বিচারোঽভূৎসুধীরাণাংসজিতঃ কেন বা বদ॥

শিষ্য জিজ্ঞাসা হে সত্তম কোন স্থলে কিরূপে বৌদ্ধের সহিত সুপণ্ডিতগণের বিচার হইয়াছিল এবং কিরূপে বা বৌদ্ধের পরাজয় হইল তাহা আপনি কহিতে যুক্ত হয়েন।

উচ্যতে

তার্কিকাদি বুধাঃ পূর্ব্বং ভোজভূপতিসদ্মনি।
ধর্ম্মকর্ম্মেশ্বরাণাঞ্চ প্রসঙ্গেনান্বিতাঃস্থিতাঃ॥
তত্রবৌদ্ধশ্চতুর্ব্বক্রোঽহিংসাভীতেঃ সমাগতঃ।
তমেবনৃপতিং বীক্ষ্য চিত্রমাশীর্ব্বচোঽব্রবীৎ॥

প্রত্যুত্তর। পূর্ব্বকালে ভোজ রাজার সভাতে তার্কিকাদি পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম কর্ম্মের এবং পরমেশ্বরের প্রসঙ্গে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালীন ঐ স্থলে বৌদ্ধ হিংসা ভয় প্রযুক্ত চক্রবক্র হইয়া আগমনান্তর উক্ত রাজাকে দর্শনকরিয়া বিচিত্র আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ব্রহ্মাদিদেবার্চ্চনযাগ তীর্থ স্নানাদি দানাদিষু তে মতির্যা।
সমস্তি ভূপাল বুধাগ্রগণ্য তত্তৎ ক্রিয়া মুঞ্চতু তূর্ণমেব॥

বৌদ্ধ আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। হে রাজন! ব্রহ্মাদি দেবতার অর্চ্চনা এবং অশ্বমেধাদি যাগ তীর্থ স্নান এবং ভূম্যাদি দান ইত্যাদি ক্রিয়াতে নিবিষ্টা যে তোমার মতি সে ঐ সকল ক্রিয়াকে শীঘ্র পরিত্যাগ করুক।

ততঃ সভাস্থাঃ সর্ব্বে জনা ঊচুঃ—
হাহা দুরাত্মাকুতআগতোঽসি ক্রিয়াবিলোপস্যচ হেতুভূতঃ।
দৃষ্টঃ কদাকেন জনেন কুত্র পাষণ্ড এতাদৃশ দুষ্টবুদ্ধিঃ॥

তদনন্তর সভাস্থ ব্যক্তিরা কহিলেন হায় হায় ক্রিয়ালোপের হেতুভূত এতাদৃশ দুরাত্মা পাষণ্ড দুষ্টবুদ্ধি কোথা হতে আগমন করিল এতাদৃশ দুষ্টবুদ্ধিমানব কোন স্থানে কাহার দৃশ্য হইয়াছে।

ততো বৌদ্ধঃ—
বেদাদিশাস্ত্রোদিতপণ্ডকার্য্যে সম্প্রেরয়িত্বামতিহীনলোকান। হিংসাবিযুক্তা ধনমাহরন্তি ধর্ম্মেণ যুক্তা অহমেব পাপী॥

তদনন্তর বৌদ্ধ কহিলেন। তোমরা ধনাঢ্য নির্বুদ্ধি মানবগণকে বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রোদিতপণ্ড অর্থাৎ নিষ্ফল কার্য্যে প্রেরণ

করিয়া ধনাপহরণ করিতেছ এবং প্রাণি হিংসাতে নিযুক্ত আছ আমি তাহা না করি প্রযুক্ত তোমরা পুণ্যাত্মা আমি হইয়াছি পাপাত্মা।

ততোমীমাংসক আহ—

স্বর্গাপবর্গাদি নিমিত্তমত্র বেদাদি শাস্ত্রোদিত মত্ত নিত্যং।
রে রে দুরাত্মন্ বদ কেন পশুং যাগাদি পশ্বাদিকহিংসনন্তৎ॥

তদনন্তর মীমাংসক কহিলেন রে রে দুরাত্মন্! বেদাদি শাস্ত্র বিহিত যাগাদি এবং পশ্বাদি হিংসা স্বর্গের এবং অপবর্গের অর্থাৎ মুক্তির কারণ প্রযুক্ত কিরূপে সে পশু হইতে পারে তাহা বল।

ততো বৌদ্ধ আহ—

স্বর্গোনাস্তিকদাপিনাস্তিনরকং নাস্ত্যেব জন্মান্তরং ধর্ম্মোনাস্তি ভবদ্বিধঃ প্রতিদিনং নাধর্ম্ম আস্তেক্কচিৎ। দেহান্যঃ সুখদুঃখভুক্ কুমতযোনাস্তীশ্বরঃ কুত্রচিৎ প্রামাণ্যং নহিযান্তি বঞ্চকক্কৃতা বেদাঃ পুরাণাদয়ঃ॥

তদনন্তর বৌদ্ধ কহিলেন যেই হেতুক বঞ্চকেরকৃত প্রযুক্ত বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না অতএব তোমাদের প্রসিদ্ধ স্বর্গ এবং নরক এবং জন্মান্তর ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম এবং দেহ ভিন্ন সুখ দুঃখ ভোগী পদার্থ এবং পরমেশ্বর এই সকল বস্তুই অলীক।

কিন্তু। ধর্ম্মোহ্যহিংসাপরমোহস্তিপাপং হিংসাত্মপীড়া ভবতীহঘোরং। স্বর্গোহভিলাষৈরশনং সুযুক্তং মুক্তিঃ সদাস্যাদনধীনতামে॥

কিন্তু অহিংসা অর্থাৎ হিংসা মাত্রের যে অনাচরণ তাহার নাম পরমধর্ম্ম। প্রাণি হিংসা এবং আত্মপীড়া অর্থাৎ ভোজনাদি

ব্যতিরেকে আত্মাকে ক্লেশ প্রদান এই দুই কর্ম্ম পাপ, আকাঙ্ক্ষানুসারে যে ভোজন তাহার নাম স্বর্গ। এবং অন্য ব্যক্তির যে অনধীনতা তাহার নাম মুক্তি। আমার সম্মত এই সকলই যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে।

অত্র বেদান্তী—

অমীভিরুক্তং সকলং মৃষৈব বিনাপরং ব্রহ্মলয়াদিহীনং।
শরীরহীনং গুণকর্ম্মহীন মগোচরং বাঙ্মনসোর্ব্বিচিত্রং॥

বৌদ্ধ সন্নিধানে মীমাংসক পরাজিত হওয়াতে বেদান্তী কহিলেন মীমাংসকাদি কর্তৃক উক্ত যে যে পদার্থ তন্মধ্যে প্রলয়াদি হীন অর্থাৎ বিনাশোৎপত্তি হীন এবং গুণ কর্ম্ম এবং শরীর হীন এবং বাক্য মনের অগোচর এক পরমেশ্বর সত্য তদ্ব্যতিরেকে সকলই অলীক।

ততো নাস্তিকঃ—

জ্ঞাতঃ সুবুদ্ধির্ব্বহুবাক্যতস্ত্বং শরীরহীনং গুণকর্ম্মহীনং।
ব্রহ্মাস্তিনিত্যং বদসীতিনিত্যং ততোঽস্তি দুঃখংসকলাত্মমৈব॥

তদনন্তর বৌদ্ধ কহিলেন। অনেক বাক্য দ্বারা তোমাকে অতি সুবুদ্ধি জ্ঞান করিয়াছিলাম প্রযুক্ত তোমার শরীর হীন এবং গুণ কর্ম্ম হীন এবং নিত্য এক ব্রহ্ম পদার্থ সত্য ইত্যাকার বাক্য দ্বারা সকল দুঃখ হইতে অধিক দুঃখ প্রাপ্ত হইলাম।

ত্বয়াপিচোক্তং সকলংমৃষৈব স্বর্গাপবর্গাদি বিচক্ষণেণ।
আকারহীনং গুণকর্ম্মহীনং স্বীকার্য্যতে কেন নিরর্থকস্তৎ॥

স্বর্গ অপবর্গাদি সকল মিথ্যা তুমিও কহিতেছ তাহাতে সুবুদ্ধি হ-

ইয়াও আকার হীন এবং গুণ কর্ম্ম হীন নিরর্থক ব্রহ্ম পদার্থ কল্পনা কর কি নিমিত্তে।

ততঃ পরাস্তে বেদান্তিনিতার্কিকআহ—

রেরে দুরাত্মন্নুমানতশ্চশব্দেন সিদ্ধঃ পরমেশ্বরোমে॥
জীবাদি জন্মান্তরপুণ্যপাপং স্বর্গাপবর্গাদি তথৈবসিদ্ধং॥

তদনন্তর বৌদ্ধ সন্নিধানে বেদান্তী নিরস্ত হওয়াতে তার্কিক কহিলেন রে রে দুরাত্মন্ অস্মমতে অনুমান প্রমাণ দ্বারা এবং শব্দ প্রমাণ দ্বারা পরমেশ্বর জীব এবং জন্মান্তর এবং পুণ্য এবং পাপ স্বর্গ এবং অপবর্গ ইত্যাদি সিদ্ধ আছেন।

নাস্তিকঃ—

শব্দোঽনুমানং ভবতি প্রমাণং তদৈবসিদ্ধঃ পরমেশ্বরোবঃ।
জীবাদিজন্মান্তর পুণ্যপাপং তদেব নাস্তি দ্বিজ দস্যুমূর্ত্তে॥

তদনন্তর বৌদ্ধ কহিলেন। হে দ্বিজ দস্যুমূর্ত্তে শব্দ এবং অনুমান যদি প্রমাণ হয় তবেই তোমাদের মতসিদ্ধ পরমেশ্বর এবং জীব জন্মান্তর পুণ্য পাপ ইত্যাদি সিদ্ধ হয় সেই মিথ্যা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রযুক্ত তাহাদিগকে প্রমাণ পদ বাচাই বলা যায় না অতএব ঈশ্বরাদি সিদ্ধ হইতে পারে না।

ততো নৈয়ায়িকঃ—

রেরেঽনুমানং যদি ন প্রমাণং চক্ষুস্তবৈবাস্তি কিমত্রমানং।
ন দৃষ্টমেতৎ ক্বচিদপ্যতস্তং জন্মান্ধ এব প্রথিতুংসমর্থঃ॥

নৈয়ায়িক কহিলেন রে রে নাস্তিক অনুমান যদি প্রমাণ না হয় তবে তোমার যে চক্ষু আছে তাহাতে কি প্রমাণ এবং তৈজসীয় পরমাণু স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষুঃ সে সকলেরই অদৃশ্য প্র-

যুক্ত তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সম্ভব হয় না অতএব তোমাকে জন্মান্ধ কহিতে উচিত হয়। যদি চক্ষুর্গোলককে চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বীকার কর তবে জন্মান্ধ ব্যক্তির তাদৃশ গোলকবত্তা আছে প্রযুক্ত তাহাকেও অন্ধ বলা যাইতে পারে না।

দোষান্তরঞ্চ

বিদেশযাতস্য মৃতেন সাম্যং ন দৃশ্যসে ত্বং তনয়াদিভিস্তে।
মৃতে ভবত্যাচরণীয়মত্র স্থিতেঽপি কুর্ব্বন্তু তথা বিধস্তে॥

নৈয়ায়িক দোষান্তর দর্শাইতেছেন। অনুমানের প্রমাণত্ব স্বীকার না করিলে অদর্শন দ্বারা বিদেশ যাত ব্যক্তি মৃত তুল্য হয়। অতএব তুমি এই স্থলে অবস্থিত হওয়াতে স্বীয় পুত্র দারাদির অদৃশ্য হইয়াছ প্রযুক্ত তোমার মরণানন্তর তাহারা যাদৃশ আচরণ করিবে সম্প্রতিও তাহাদের তাদৃশ আচরণ করিতে উচিত হয়।

শব্দস্যাপ্রমাণত্বে দোষমাহ—

শব্দঃ প্রমাণং যদি নো ভবস্যাং কথং বভূবাত্র গতিস্তবৈব।
ভবদ্বিধাঃ সন্তি নরাঃ সমস্তা মূকাঃ সদা তে ভবিতুং সুযুক্তাঃ॥

শব্দের প্রমাণত্ব স্বীকার না করিলে নৈয়ায়িক দোষ প্রদর্শন করাইতেছেন। এই রাজধানীতে শাস্ত্রীয় আলাপ দ্বারা পরিচিত হইলে বিশিষ্ট সম্মান প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ইত্যাকার বাক্য প্রমাণ পূর্ব্বক লোক সন্নিধানে জিজ্ঞাসা করণানন্তর তাহাদের বাক্য প্রমাণ করিয়া তাবৎ পথ অবগত হইয়া অত্র স্থলে আগত হইয়াছ তোমার মতে শব্দ প্রমাণ না হইলে অত্র স্থলে আগমনেরই সম্ভাবনা ছিল না এবং তোমার মতাবলম্বি মানবগণের মূক

হওয়া যুক্ত অর্থাৎ শব্দের নিরর্থকত্ব প্রযুক্ত নিরন্তরই নিঃশব্দ থাকিতে উচিত হয়।

ততো বৌদ্ধঃ—

যতোহনুমানাদপি শব্দতশ্চপ্রত্যক্ষসিদ্ধংফলমাপ্নুবন্তি।
শব্দোহনুমানং ভবতি প্রমাণং কুতস্তদন্যদ্বদসিপ্রমাণং॥

তদনন্তর বৌদ্ধ কহিলেন যে অনুমান হইতে এবং যে শব্দ হইতে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ফলের প্রাপ্তি হয় সেই অনুমান এবং সেই শব্দ অবশ্যই প্রমাণ পদ বাচ্য হইবে সুতরাং উক্ত অনুমানের এবং শব্দের প্রমাণত্ব স্বীকার করিতে হয় কিন্তু তজ্জন্য অনুমানাদি অর্থাৎ ঈশ্বরাদি সাধক, অনুমান এবং শব্দ কি হেতুক প্রমাণ পদ বাচ্য হইবে তাহা নির্ব্বচন কর।

ততো নৈয়ায়িকঃ—

তাতেন জন্যত্বমপি ত্বয়ি স্যান্নাধ্যক্ষসিদ্ধংভবতঃ কদাপি।
ভবৎ পিতৃত্বেন বিনির্ণিতোযস্তদন্যমর্ত্ত্যো ভবতঃপিতাস্যাৎ॥

তদনন্তর নৈয়ায়িক কহিলেন। উক্ত অনুমানাদি অ প্রমাণ হইলে তোমাতে যে তোমার পিতৃ জন্যত্ব সেও প্রত্যক্ষের অগোচর প্রযুক্ত তোমার মতে প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না এ যুক্ত তুমি যে ব্যক্তিকে পিতৃ সম্বোধন করিতেছ সেই ব্যক্তিও তোমার পিতৃপদ বাচ্য হইতে পারে না যদি তাহাতে প্রমাণের আবশ্যকতা না থাকে তবে তোমার সকল ব্যক্তিকে পিতৃ সম্বোধন করিতে উচিত হয়। অতএব অবশ্যই উক্ত অনুমানাদির প্রমাণত্ব স্বীকার করিতে হয়।

ততোবৌদ্ধঃ—

মাতুশ্চ বাক্যং ভবতীহ মানং তস্যাঃপতিত্বব্যবহারদৃষ্ট্যা।

যুতস্যবন্ধোর্ব্বচনং সুযুক্তং এতাদৃশান্যং কুতএবমানং ॥

তদনন্তর বৌদ্ধ কহিলেন মাতৃবাক্য এবং তাঁহার পতিত্ব ব্যবহার দৃষ্টিপূর্ব্বক বন্ধুবর্গ কথিত বাক্য ইহা পিতৃত্ব ব্যবহারের প্রতি যুক্তিসিদ্ধ কারণ অর্থাৎ এই সকল বাক্যই যাহাতে পিতৃত্ব ব্যবহার করিতে হয় তৎ সাধক প্রমাণ। বর্ত্তমান মানব মধ্যে কোন ব্যক্তিরও ঈশ্বরের কিম্বা তাঁহার কার্য্যের প্রত্যক্ষ না হওয়াতেই তাহাদের ঈশ্বরাদি সাধক অনুমান এবং বাক্য কিরূপে প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে।

ততস্তার্কিকঃ—

আসীদ্যঃ পূর্ব্বপুরুষস্তদ্দর্শী নাস্তি তে নরঃ।
মানাভাবেন বিপ্রত্বে যবনো নোচ্যতে কথং ॥

তদনন্তর তার্কিক কহিলেন তোমার পূর্ব্বপুরুষকে দর্শন করিয়াছে যে সকল ব্যক্তি তন্মধ্যে এক ব্যক্তিও বিদ্যমান নাই অতএব তোমার মতে উক্ত পূর্ব্বপুরুষ ব্যক্তির ব্রাহ্মণত্বে প্রমাণাভাব প্রযুক্ত তুমি ব্রাহ্মণপদ বাচ্য হইতে পার না, যদি তাহাতে প্রমাণের আবশ্যকতা না থাকে তবে তোমার পূর্ব্বপুরুষ যবনপদবাচ্য হওয়াতে তোমাকে যবন কহিতে উচিত হয়।

ততোবৌদ্ধঃ—

দৃষ্টোমৎ পূর্ব্বপুরুষঃ পুরা যৈর্ম্মানবৈর্দ্বিজ।
তেষাং পরম্পরা বাক্যং জাগ্রত্যদ্যাপি সর্ব্বথা ॥

তদনন্তর বৌদ্ধ কহিলেন পূর্ব্বকালীন আমার পূর্ব্বপুরুষকে দর্শন করিয়াছে যে সকল ব্যক্তি তাহাদের স্বীয় পুত্রাদি দ্বারা পরম্পরা তৎসাধক বাক্য অদ্যাদিও ব্যক্ত আছে অতএব উক্ত বাক্যই আমার ব্রাহ্মণত্ব সাধক প্রমাণ হইতে পারে।

ততোনৈয়ায়িকঃ—

স্বেচ্ছাতঃ পরমেশ্বরেণ কুমতে ব্রহ্মাদিমূর্ত্তিত্রিকৈঃ সৃষ্ট্যাদ্যন্যবিচিত্রকার্যনিবহোপ্যন্যৈরসাধ্যঃ কৃতঃ। তত্তৎ কার্য্যযুতঃ সমস্তমুনিভির্দৃষ্টোযদায়ং পুরা তেষামীশ্বরমানবাক্য নিবহোঽপ্যদ্যাপি সং জাগ্রতি॥

তদনন্তর নৈয়ায়িক কহিলেন হে কুমতে! এতাদৃশ পরম্পরা শব্দের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে অতি পূর্ব্বে যৎকালীন পরমেশ্বর ব্রহ্মাদি শরীর ত্রয় ধারণপূর্ব্বক সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এবং অন্য ব্যক্তির অসাধ্য অন্য অন্য ও বিচিত্র কার্য্যসমূহ করিয়াছিলেন তৎকালীন পরাশরাদি মুনিগণ তত্তৎ বিচিত্র কার্য্যের সহিত পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্বরূপাখ্যান শাস্ত্র এবং স্বরূপাখ্যান অন্য বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন ঐ সকল শাস্ত্র এবং লৌকিক বাক্য অদ্যাপি সর্ব্বসাধারণ রাষ্ট্র আছে অতএব আমার মতেও উক্ত শাস্ত্রবাক্য প্রমাণ দ্বারা এবং পরম্পরা উক্ত লৌকিক বাক্য প্রমাণ দ্বারা পরমেশ্বর সিদ্ধ হইবেন যৎকিঞ্চিৎ স্থলীয় সাধারণ মানববাক্য [illegible] তোমার পূর্ব্বপুরুষের ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধি যুক্তিসিদ্ধা হইলে সর্ব্ব[illegible]ধারণ প্রচলিত অসাধারণ মানবাদি কথিত শাস্ত্র এবং লৌকিক বাক্য এতদুভয় প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরসিদ্ধিতে কি প্রতিবন্ধক হইতে পারে।

ততোনাস্তিকঃ—

ননু এতাদৃশরীত্যাঈশ্বরসিদ্ধাবপি কথং জীবঃ স্বীকরণীয়ঃ শরীরস্যৈব সুখদুঃখাদি স্বীকারাৎ॥

তদনন্তর বৌদ্ধ কহিলেন এতাদৃশ রীতিক্রমে ঈশ্বর সিদ্ধি হইলেও শরীরে সুখ দুঃখাদি স্বীকার করিলেই চরিতার্থ হয় প্রযুক্ত কি নিমিত্তে অতিরিক্ত জীব স্বীকার করিব।

ততো নৈয়ায়িকঃ—

দেহাতিরিক্তঃ সুখদুঃখভোগী নাস্ত্যেব কশ্চিৎ খলু দেহ ধর্ম্মঃ। প্রভাষসে চেদিতিপামরঃ স্যান্মৃতেঽপিদেহে সুখদুঃখবোধঃ॥

তদনন্তর নৈয়ায়িক কহিলেন দেহের অতিরিক্ত সুখ দুঃখ ভোগী পদার্থ মাত্রই অলীক কিন্তু সুখ দুঃখাদি দেহেরই ধর্ম্ম তুমি ইত্যাকার উক্তি করিলে অর্থাৎ উক্ত মতাবলম্বী হইলে, তোমার মতে মৃত দেহেও সুখ দুঃখাদির বোধ হইতে পারে।

বৌদ্ধে তুষ্ণীম্ভূতে পুনর্নৈয়ায়িকঃ—

শাস্ত্রৈরনুদিতং যদ্যদ্ব্যবহারবিরুদ্ধকং।
ধর্ম্মাদিপদবোধ্যঞ্চেৎ কথং যাগাদিজং নহি॥

উক্ত বাক্য দ্বারা বৌদ্ধ নির্ব্বাক্ হওয়াতে নৈয়ায়িক ধর্ম্মাদি সাধক প্রমাণ দর্শাইতেছেন। তোমার কথিত যে ধর্ম্ম অধর্ম্মাদি সে শাস্ত্রে অনুদিত এবং ব্যবহারবিরুদ্ধ হইয়াও যদি সিদ্ধি হইতে পারে তবে নানাবিধ শাস্ত্র কথিত এবং নানা দেশীয় সদ্ব্যবহারসিদ্ধ যে যাগাদি ক্রিয়া জন্য ধর্ম্মাদি সে কিরূপে অসিদ্ধ হইবে।

ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রমাণং দর্শয়তি—

রাগাদিরহিতং ব্রহ্ম বিনা দৃষ্টং সুদুর্ম্মতে।
কশ্চিদ্রাজ্যাদিসুখভুক্ কশ্চিদ্দীনতমঃ কথং॥

নৈয়ায়িক ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রমাণ দর্শাইতেছেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম স্বীকার না করিলে, কোন ব্যক্তি বা রাজত্বাদি সুখভোগ করে কি নিমিত্তে।

কোন ব্যক্তি বা দরিদ্র হইয়া নিতান্ত দুঃখভোগ করে কিনিমিত্তে। অতএব তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়।

ততো নাস্তিকঃ—

পুণ্যাত্মা ঘোরদুঃখী স্যাৎ কথং পাপী ভবেৎ সুখী।
নাপি জন্মান্তরীয়েণ কর্ম্মণা মানবঃ সদা॥

নাস্তিক কহিলেন পুণ্যের ফল সুখভোগ, পাপের ফল দুঃখ ভোগ ইহা নির্দ্দিষ্ট হইলে নিরন্তর ধর্ম্মে নিযুক্ত যে ব্যক্তি সে কি নিমিত্ত ঘোর দুঃখ ভোগ করিতেছে এবং পাপে নিযুক্ত যে ব্যক্তি সেই বা কি নিমিত্তে সুখ ভোগ করিতেছে? নৈয়ায়িক কহিলেন সুখ দুঃখভোগ জন্মান্তরীয় কর্ম্মেরই ফল। নাস্তিক কহিলেন প্রমাণাভাব প্রযুক্ত জন্মান্তরই অসিদ্ধ কিরূপে তদুপার্জ্জিত কর্ম্মের ফল বলা যায়।

নৈয়ায়িকঃ—

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং যাগাদিকং তৎফলভোগতঃ।
স্মৃত্বাব্যক্তং গৌতমাদ্যৈর্জাগ্রত্যদ্যাপি তদ্বচঃ॥

ততো বৌদ্ধো নিরস্তঃ।

নৈয়ায়িক জন্মান্তরের এবং তদুপার্জ্জিত পুণ্য পাপের প্রমাণ দর্শাইতেছেন গৌতমাদি মুনিগণ পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্য পাপ উভয়ের ফল ভোগানন্তর বিশেষ এক পুণ্যসহকারে পূর্ব্ব জন্মের এবং উক্ত পুণ্য পাপের স্মরণ হওয়াতে শাস্ত্রীয় বাক্যদ্বারা এবং লৌকিক বাক্য দ্বারা তাহা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সকল শাস্ত্র এবং পরম্পরা ঐ লৌকিক বাক্য অদ্যাপি রাষ্ট্র আছে অতত্রব উক্ত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা এবং উক্ত শব্দ প্রমাণ দ্বারা জন্মান্তর এবং পুণ্য পাপ